মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার ইতিবৃত্ত

ডঃ অজয় কুমার চক্রবর্তী
এম. এ. (ডবল) ; পি-এইচ. ডি. ; ডি. লিট্

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৪৯

গ্রন্থস্বত্ব : ডঃ অজয় কুমার চক্রবর্তী

প্রকাশক : শ্রীতপন কুমার বিশ্বাস
৪১, অরুণাচল : সোদপুর
উত্তর ২৪ পরগণা

পরিবেশক : গৌহাটী বুক ডিপো
পানবাজার, গুয়াহাটী

প্রচ্ছদপট শিল্পী : সৌরভ দাস

মুদ্রাকর : (১) প্রচ্ছদপট : বনলতা আর্ট প্রেস
সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগণা
(২) পাঠ্যাংশ : পূর্বদেশ মুদ্রণ
রিহাবাড়ী, গুয়াহাটী-৭৮১০০৮

আচার্য্য ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের
বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে

—গ্রন্থকার

ভূমিকা

আমাদের আদি ভাষা হল বৈদিক সংস্কৃত (ছান্দস)। এ ভাষাকে বলা হয় "অপাণিনীয় সংস্কৃত"। এর মধ্য থেকে জন্ম নিল "গাথা-ভাষা" বা "বৌদ্ধ-মিশ্র সংস্কৃত"। শিক্ষিত ব্যক্তির ভাষা হল সংস্কৃত। আর অর্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের ভাষা হল প্রাকৃত। পাশাপাশি চলছিল আর একটি ভাষা—সে ভাষা—পালি এ ভাষা দুটো সংস্কৃতের প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেনি।

নদীর স্রোতের যেমন গতিবেগ আপনা থেকে রুদ্ধ হয় না তেমনি ভাষার স্রোতের গতিবেগ রয়েছে। নদীর গতিবেগকে গতিরোধ করা যেতে পারে কিন্তু ভাষার গতিবেগকে রুদ্ধ করা কোনো কালে করা যায়নি যাবেও না।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হচ্ছে—মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার আদি পুরুষ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা। সুতরাং পিতৃপুরুষের পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে।

ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ব্যাকরণের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি বিজ্ঞান (Phonetics), ধ্বনি বিচার (Phonemics) ও ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) বিচারের সঙ্গে Morphology, বাক্যরীতি (Syntax) এবং শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics) বা শব্দের অর্থপরিবর্তনের ইতিহাস জানা দরকার। যেমন ডাক্তার হতে গেলে anatomyর জ্ঞান লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে শব-ব্যবচ্ছেদ করতে হয়। দুটোর মধ্যেই সেই ধরণের ব্যবচ্ছেদ বিধি রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত ভাষা পাঠের প্রয়োজন কেন তারও উল্লেখ করা হয়েছে—

"পরুসা সক্কঅবন্ধা পাউঅবন্ধে হোই সুউমারো
পুরিস মহিলাণাং জেত্তি অমিহন্তরং তেত্তি অমিমাণং"।

অর্থাৎ সংস্কৃত-রচনা কঠোর আর প্রাকৃত রচনা সুকুমার, পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ রয়েছে এই ভাষা দুটোর মধ্যে।

মানুষের হৃদয়-বৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি হচ্ছে "প্রেম"। এই প্রেম-কবিতার প্রাচীনতম সংকলন গ্রন্থ হচ্ছে—হালের "গাথাসপ্তশতী"। এই গ্রন্থের প্রেম-

কবিতাগুলো নন্দনকাননের পারিজাত কুসুম নয়, আবার মর্ত্যের সর্ব-শুদ্ধা তুলসীও নয়, এ বাস্তব জগতের অম্লান পঙ্কজ। যেমন—

"রন্ধণকম্মণিউণিএ মা জুরসু রত্তপাডল-সুঅন্ধং
মুহ মারুঅং পিবন্তো ধুমাই সিহীণ পজ্জলই।"

(ওগো, রন্ধন কর্ম্ম নিপুণে, রাগ ক'রোনা তোমার মুখে রয়েছে লোধ্রফুলের গন্ধের মতই সুগন্ধ, তাই তোমার ফুঁয়ের ঐ গন্ধের আবেগে বিভোর আগুন না জ্বলে শুধু ধোঁয়াই দিচ্ছে।) একে আধুনিক বাংলায় রূপান্তর করে বলা যেতে পারে—

"ও সজনী রাগ করনা চুলো পাশে দিচ্ছ বসে ফুঁ আগুনে
তোমার মুখের গন্ধে বিভোর না জ্বলেই যে দিচ্ছে ধূম্ দ্বিগুণে।"
(অ. চ.)

তাই রবীন্দ্রনাথ মোক্ষম কথা বলেছেন—

"একটি প্রেমের মাঝারে মিলেছে সকল প্রেমের স্মৃতি
সকল কালের সকল কবির গীতি।"

এই সূত্রে একটি নিবেদন করছি—তা হল আলোচ্য বিষয় বস্তুতে আমি অদীক্ষিত। ফলে এই অ-দীক্ষিত লেখকের গ্রন্থে, যাঁরা দীক্ষিত তাঁদের চোখে লেখকের অ-শক্তিজনিত এবং অ-ব্যুৎপত্তিকৃত দোষ ধরা পরবেই। আশা করি তাঁরা দোষটুকু ভুলে যদি কিছু গুণ থাকে তা ধরেন তবে কৃতার্থ বোধ করব!

এই গ্রন্থ প্রকাশনের পেছনে রয়েছে নানা বাঁধা-বিপত্তির কথা। যেটার প্রয়োজন নেই। কোলকাতার প্রেস যখন পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দেন তখন ১৪।২।৯৪ তারিখে গুয়াহাটীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য মুদ্রাকর "পূর্বদেশ মুদ্রণ"কে ভার দেই।

১৭।২।৯৪ রাত্রে ঘর থেকে বাইরে যাব—সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই—১৮-২২ Nurshing home ২৩ তারিখে গৃহবন্দী। ২।৩ দিনের মধ্যে আমি কোলকাতায় চলে যাচ্ছি সামান্য প্রুফ আমি দেখেছি আর বাকী অংশগুলো আমার পরম প্রীতিভাজনীয়া ছাত্রী শ্রীশুক্লা দে।

শুক্লাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাই।

নিবেদন

সবিনয়ে নিবেদন করছি - অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ   মাসের উপর কোলকাতায় ছিলাম, পরে আমি দেশিখান—শয্যাশায়ী ছিলাম এবং ঐ অবস্থায় আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা হাওয়াই জাহাজে করে কোলকাতায় নিয়ে যায়।

ফিরে এলেও তখনো স্বাভাবিক অবস্থা নয়। সুতরাং যাকে প্রুফ দেখার ভার দিয়ে গিয়েছিলাম—তিনি কি করেছেন তা দেখার মতো আমার শারীরিক মানসিক অবস্থা ছিলনা, এখনো যে আছে তাও নয়।

দীর্ঘকাল বাদে জানতে পারলাম আমার এই গ্রন্থটি "সাহিত্যের হাটে অচল পয়সা" এ সংবাদ পেয়েছি—এক বিশিষ্ট অধ্যাপকের কাছ থেকে। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর সুচিন্তিত মতামত নিয়ে "খোল নলচে' না পাল্টে কিছু পাতা নোতুন করে ছেপে ও শুদ্ধি-পত্র পেছনে দিয়ে সুধী এবং দীক্ষিত অধ্যাপকদের কাছে নিবেদন জানালাম—এই "অচলা পয়সা কে সচল করে নেবার জন্য—বাউল সঙ্গীতের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম—

"আমি অচল পয়সা হলাম রে
ভবের বাজারে
তাই ঘৃণা করে ছোঁয়না আমায়
রসিক দোকানদারে।"

এখন ভুলে কৃতজ্ঞ থাকব।

ড অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অচল পয়সার" সংবাদ দেওয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

১। ভাষার ইতিবৃত্ত—ডঃ সুকুমার সেন।

২। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য—ডঃ দেবীদাস ভট্টাচার্য।

৩। Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan —Dr. Sukumar Sen

৪। পালি প্রকাশ—বিধুশেখর ভট্টাচার্য।

৫। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—মহাকবি কালিদাস।

৬। ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্যভাষা—ডঃ ধীরেন্দ্র নাথ সাহা।

৭। History of Indian Literature—Winternitz

৮। A middle Indian Reader Part I & II—Dr. Suniti Kumar Chatterjee & Dr. Sukumar Sen.

৯। The Selected Verses of the Gatha Sapta Sati of Hala—Edited by Dr. Devidas Bhattacharya.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয়-আর্য

(বৈদিক ভাষা)

[১]

আর্যেরা ভারতবর্ষে আসেন—আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে। তাঁরা একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে প্রথমতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে বসবাস করতে শুরু করেন। পরে ক্রমশঃ পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়ে পূর্ব পাঞ্জাব ও মধ্যদেশে এবং আরো পরে কাশী-কোশল-মগধ-বিদেহ-অঙ্গ-রাঢ-বারেন্দ্র কামরূপ প্রভৃতি উত্তরাপথের প্রাচ্য অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি আত্মসাৎ করে তাঁদের ভাষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

দাক্ষিণাত্যেও আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল। তথাপি আর্য ভাষা, দ্রাবিড় ও কর্ণাট প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষাকে দূরীভূত করতে পারে নি।

আর্যেরা এদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে এসেছিলেন। তবে তাঁদের কথ্যভাষার মধ্যে কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকলেও মোটামুটি বেশ মিল ছিল। তাঁরা ছিলেন প্রধানত পশুপালক যাযাবর জাতি। চাষবাস তাঁদের অজানা ছিল না। ভারতবর্ষে এসে তাঁরা যাযাবরত্ব ত্যাগ করে একেবারে কৃষিজীবী হয়ে যান। তবে তাঁদের অনন্য-সাধারণ সম্বল ছিল অশ্বসাধন, শক্তিশালী ভাষা এবং উঁচুদরের দেবগীতিমূলক সাহিত্য। তাঁদের উপভাষাগুলোর মধ্যে এক সাহিত্যিক রূপ অর্থাৎ "সাধুভাষা" ছিল। এই ভাষাতেই তাঁরা বহিঃপ্রকৃতিতে দেবমহিমার আবেশ অনুভব করে 'স্তব' রচনা করেছেন।

ঋগ্‌বেদের ভাষাই হচ্ছে ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক রূপ। ঋগ্‌বেদের প্রাচীনতম কবিতাগুলোর রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দের কাছাকাছি বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন।

বৈদিক সাহিত্য (খ্রীষ্টপূর্ব ১২৫০-৬০০) কালানুক্রমিকভাবে তিনটি স্তরে বিভক্ত—(১) বেদ বা সংহিতা (২) ব্রাহ্মণ এবং (৩) উপনিষদ। বেদ বলতে তিন যজ্ঞীয় বেদ (ঋক্, সামন, যজুঃ এবং অযজ্ঞীয় অথর্ববেদ)।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোতে রয়েছে বিবিধ যজ্ঞ কার্যের বিবরণ ও ব্যাখ্যা এবং কিছু কিছু প্রাচীন উপাখ্যান ও টুক্‌র টুক্‌র উপাখ্যান। ব্রাহ্মণগ্রন্থের পরিশিষ্ট হল উপনিষদ। উপনিষদগুলোতে পাই সে-যুগের উদাসীন মনীষীদের আধ্যাত্মিক চিন্তা অনুভূতির অপূর্ব সরল ও অননুকরণীয় সহজ কবিত্বের প্রকাশ। ঋক ও সাম বেদ—পদ্যে, অন্য বেদ পদ্যে ও গদ্যে, আর ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক-উপনিষদ প্রধানত গদ্যে লেখা।

[২]

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সাহিত্যিক ছাদ ছিল দুটো। একটি প্রাচীনতর—যে ভাষা দিয়ে ধর্ম সাহিত্য রচিত হয়েছিল—ঋগ্‌বেদের এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের ভাষা আর অপরটি নবীনতর, সেকালের শিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যবহারের এবং লৌকিক আখ্যান-উপাখ্যানের ভাষা। তবে শেষ ভাষাটিতে রচিত কোনো গ্রন্থের খবর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তী কালের প্রাচীন কাব্য ও পুরাণের মধ্যে এই ভাষার ছাঁদের আভাস রয়ে গেছে। শেষোক্ত ভাষার ভদ্র এবং পাণিনি অনুশাসিত রূপই আমাদের পরিচিত সংস্কৃত।[১]

[৩]

ভারতীয়-আর্যের স্তর বিভাগ

ভারতীয়-আর্য ভাষার ধারাবাহিক ইতিহাস বলতে তিনটি স্তর বা তিনটি অবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। (ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক-সংস্কৃত), খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে ষষ্ঠ অব্দ পর্যন্ত। তবে এই কাল নির্দেশ আনুমানিক।

(খ) মধ্য ভারতীয়-আর্য (অশোক ও অন্যান্য প্রত্নলিপির ভাষা, পালি,

১। ডঃ সুকুমার সেন, তাঁর "ভাষার ইতিবৃত্ত" (একাদশ সং) পৃঃ ১০ তে বলেছেন—"আসলে কিন্তু 'সংস্কৃত' বলিতে উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত যোগে উচ্চারিত এবং অবিকৃত বিভক্তি যুক্ত বৈদিক ভাষাই বুঝাইত। এই অর্থেই কালিদাস 'সংস্কৃত' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ অপভ্রষ্ট) খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দ থেকে দশম শতাব্দ পর্যন্ত। এই কাল নির্দেশ নিতান্ত আনুমানিক নয়।

(গ) নব্য ভারতীয় আর্য (বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী, সিন্ধী, মারাঠী প্রভৃতি ও অনেক উপভাষা) খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত।

[৪]

অপাণিনীয় সংস্কৃত

পাণিনির ব্যাকরণ মানব-মনীষার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই ব্যাকরণে যে সুনিপুণ বিবরণ ও দক্ষ বিশ্লেষণ রয়েছে তা সত্যই অতুলনীয়। পাণিনি আবির্ভূত হবার আগেও তার সমসাময়িক অনেকে ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, কিন্তু পাণিনির আবির্ভাবের পর তাঁদের লেখা ব্যাকরণগুলো ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে বিস্মৃতির অতলগর্ভে তলিয়ে যায়। সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সংস্কৃত রচনাগুলো পাণিনির ব্যাকরণ সম্মত।

তবে যাঁরা ছিলেন অর্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত তাঁরা পাণিনির ব্যাকরণের ধার ধারেন নি। সুতরাং তাঁদের ভাষা ব্যাকরণগত দোষে দুষ্ট ছিল। তারা অপাণিনীয় সাধু ভাষায় পুরাণ-কথা কবিতা ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি পড়ত বা শুনত। এ ধরণের অবৈদিক, অ-সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয়-আর্য "চলিত সাধু" অর্থাৎ শিষ্টের ব্যবহৃত ভাষার পুরাণ-কাহিনীগুলো প্রথমে রচিত হয়েছিল। ভারতীয়-আর্য যখন মধ্যস্তরে পৌঁছেছে তখনো কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অ-সংস্কৃত লৌকিক প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার ব্যবহার ছিল। উত্তরাপথের বৌদ্ধেরা তাঁদের শাস্ত্র রচনা করেছিলেন—এই অ-সংস্কৃত ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রিত ভাষায়—গাথার ভাষা, বৌদ্ধ-সংস্কৃত-এর নিদর্শন—

অপ্রিয় যে দুখি তেহি নিবাসো
যে পি প্রিয়া দুখ্ তেহি বিয়োগো।
অন্ত উভে অপি তেতি জহিত্বা
তে সুখিতা নর যে রত ধর্ম্মে।"

"যাঁহারা অপ্রিয় তাহাদের সংসর্গ দুঃখকর। যাহারা প্রিয় তাহাদের বিয়োগ বেদনাদায়ক। প্রিয় অপ্রিয় দুই প্রান্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল নর সুখপ্রাপ্ত যাহারা ধর্মে রত।"[২]

১। ডঃ সুকুমার সেন/ভাষার ইতিবৃত্ত/ত্রয়োদশ সং/পৃঃ ১০২

[৫]

কথা সংস্কৃতের অনুমানের কারণ

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা বলতে বোঝায় সেই পুরোনো ভাষা যার সাধু ছাঁদ ছিল দুটো—বৈদিক ও সংস্কৃত। ডঃ সুকুমার সেনের মতে বৈদিক ও সংস্কৃত কোনোটিই ঠিক কথ্যভাষা ছিল না, দুইই ছিল সাহিত্যের ভাষা অর্থাৎ "পোষাকি ভাষা"। সে সময়ে বৈদিক সংস্কৃত বাদেও একটা কথ্য ভাষা ছিল। এটা অনুমান করা যেতে পারে। বৈদিক ও সংস্কৃত মোটামুটি অভিন্ন হলেও দুটোর মধ্যে কিছু মৌলিক এবং বহু কালপরিমাণগত পার্থক্য রয়েছে। সংস্কৃতের মধ্যে ভারতীয়-আর্য ভাষার পরবর্তী (অর্থাৎ মধ্য বা "প্রাকৃত") স্তরের অনেক শব্দ ও বাক্‌রীতি ঢুকেছে। এগুলোকে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার নিজস্ব বলে গ্রহণ করা চলে না। ঠিক তেমনি প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা বলতে শুধু বৈদিকই বোঝায় না। কেননা এমন অনেক পুরনো পদ ও প্রয়োগ সংস্কৃতে রয়েছে যার মূল বৈদিকে নেই। উপরন্তু বৈদিক এবং সংস্কৃতে আর্যেতর ভাষা থেকে বহু শব্দ গৃহীত হয়েছে। ঋগ্‌বেদের পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থগুলো যে সময়ে রচিত বা সংকলিত হয়েছিল সে সময়ে আর্যেরা ব্রহ্মাবর্ত, কাশী-কোশল-বিদেহ অবধি ছড়িয়েছে ফলে ধ্বনিতত্ত্বেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে—অর্বাচীন বৈদিকে "র-কার" "ল-কারে" পরিবর্তিত হয়েছে রশ্মতে>লশ্মতে। পাণিনির আবির্ভাবের পর ব্যাকরণ একটি বিরাট স্থান দখল করেছে। ভাষা মার্জিত হয়েছে। এই মার্জিত ভাষাই হচ্ছে—সংস্কৃত। এরপর এই সংস্কৃতের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু সজীব কথ্য ভাষার ধারা বহতা নদীর মতোই এক খাত থেকে আর এক খাতে বয়ে গেছে। সম্ভবতঃ সমসাময়িক অমার্জিত সংস্কৃতকেই কথ্য সংস্কৃত বলা হত। এরপর ধীরে ধীরে সাহিত্যিক প্রাকৃতের উদ্ভব হয়েছে।

[৬]

বৈদিক ও সংস্কৃতের সাধারণ পার্থক্য

বৈদিক ও সংস্কৃতের মধ্যে মোটামুটি ধ্বনিগত পার্থক্য বা ঐক্য থাকলেও ব্যাকরণগত পার্থক্য বা ব্যবধান অনেক।

(ক) সংস্কৃতে স্বরের অস্তিত্ব নেই কিন্তু বৈদিকে, ঋগ্‌বেদে বিশেষ করে স্বর (accent) একটি প্রধান বিশেষত্ব। স্বরের স্থান পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন হয়।

(খ) বৈদিকে শব্দরূপ ও ধাতুরূপ বিপুল এবং বিচিত্র। শব্দরূপে বৈদিকে কতকগুলো অতিরিক্ত পদ আছে। যেমন 'নর' শব্দের প্রথমা দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে (নরাসঃ), তৃতীয়ার একবচনে (নরা), তৃতীয়ার বহুবচনে (নরেভিঃ)।

(গ) সংস্কৃতে পাই নির্দেশক ছাড়া দুটি মাত্র ভাব বা মুড (Mood) অনুজ্ঞা (লোট্) এবং, সম্ভাবক বা বিধি (লিঙ্) বৈদিকে দুটি অতিরিক্ত ভাব ছিল—অভিপ্রায় লেট এবং নির্বন্ধ (Injunctive)।

(ঘ) বৈদিকে 'অসম্পন্ন (লঙ্), সামান্য (লুঙ্) এবং সম্পন্ন (লিট্)—এই তিন রকমের অতীত কালের প্রয়োগ ছিল। এবং ক্বচিৎ সামান্য অতীত কালেরই ভাবান্তর হয়। (বর্তমান কালের অনুজ্ঞা=আশীর্লিঙ) বৈদিকে তেমন নয়। বৈদিকে বর্তমান সামান্য অতীত, সম্পন্ন অতীত, এবং ভবিষ্যৎ—এই চার কালই যথাসম্ভব বিভিন্নভাবের রূপ হত—'কৃ' 'মুচ্' ও 'গম্' ধাতুর বিভিন্ন কালে বিধি বা সম্ভাবক (লিঙ্) এবং অনুজ্ঞা (লোট্) ভাবে পরস্মৈপদ মধ্যম পুরুষের একবচনে নিম্নলিখিত রূপ হয়—(১) লটের লিঙ্—কৃণুয়াঃ (বা কুর্য্যাঃ), মুঞ্চেঃ, গচ্ছেঃ। লটের লোট্—কৃণু (বা কুরু), মুঞ্চ, গচ্ছ। (২) লুঙের লিঙ্—ক্রিয়াঃ, * মুচ্যাঃ, গম্যাঃ ; লুঙের লোট—কৃধি, মুচ্, গহি। (৩) লিটের লিঙ্ চক্রিয়া, *মুমুচ্যাঃ, জগম্যাঃ। লিটের লোট্ *চকধি, মুমুগ্ধি, *জগন্ধি। (৪) লৃটের লেট—করিষ্যাঃ। (৫) লৃটের লিঙ্—দ্রক্ষ্যেতে (রামায়ণ)। (৬) লৃটের লোট্—বৈদিকে এর প্রয়োগ দেখা যায় না, তবে রামায়ণে দ্রক্ষস্ব, অপনেষ্যস্ব, গমিষ্যধ্বম আছে।

বৈদিকে শতৃ-শানচ্, কসু-কানচ্, বা স্যতৃ-স্যমান প্রভৃতি ক্রিয়াজাত বিশেষণের এবং ক্তাচ্-ল্যাপ, তুম-তবৈ ইত্যাদি অসমাপিকা পদের প্রাচুর্য ছিল। সংস্কৃতে তা হ্রাস পেয়ে অল্প কয়েকটিতে দাঁড়ায় 'প্র, পরা, অপ্' ইত্যাদি কোনো কোনো উপসর্গ বৈদিকে সাধারণ ক্রিয়াপদের আগে ব্যবহৃত হত। সংস্কৃতে এগুলি ক্রিয়াপদের আগে আবদ্ধ হল। কেবল, 'আ, প্রতি, পরি, অনু' প্রভৃতি কর্মপ্রবচনীয় হলেও স্বতন্ত্র রয়ে গেল।[৩]

(চ) বৈদিকে সমাসের ব্যবহার সংস্কৃত থেকে কম ছিল। এবং দুটোর বেশি পদের সমাস ছিল না বললেই চলে।

৩। উপসর্গ কোনো কারকের অর্থে এবং কোনো কারকের সঙ্গে ব্যবহৃত হলে তাকে সংস্কৃত ব্যাকরণে 'কর্মপ্রবচনীয়' বলে। "তস্মাদ্ গচ্ছের অনু কনখলম্"। ভাষার ইতিবৃত্ত —ডঃ সুকুমার সেন/পৃঃ ১০৬

(চ) সংস্কৃত ব্যাকরণেব নূতনত্ব হল—অতীতকালে সমাপিকা ক্রিয়াব অর্থে (—তবৎ) প্রত্যয়ের প্রয়োগ এবং ধাতু পাঠেব মধ্যে বহু অর্বাচীন ধাতুব প্রবেশ।

(জ) অবৈদিক কথ্য ভাষায় দ্বিবচনের এবং লিটের প্রয়োগ লোপ পেয়েছিল, কিন্তু সংস্কৃতে ব্যাকরণের ব্যবস্থায় এ দুটোর প্রচুর প্রয়োগ দেখা দিয়েছে।

[৭]

সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডার ও সংস্কৃতে আর্যেতর প্রভাব

ভাষার মুখ্য সম্পদ শব্দ ভাণ্ডার। যে ভাষায় শব্দ ভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ সে ভাষা ততই শব্দ শক্তিতে উন্নত। শব্দ শক্তির প্রধান উৎস দুটো—ধাতুতে অথবা শব্দে প্রত্যয় যোগ করে নূতন শব্দ গঠন, এবং অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ। প্রাচীন ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ও গ্রীক শব্দ ভাণ্ডার আধিক্যে গৌববান্বিত। আধুনিক ভাষার মধ্যে ইংরেজির স্থান শীর্ষদেশে।

শব্দ ভাণ্ডার প্রধানত দুটো জাতে পূর্ণ—(১) মৌলিক এবং (২) আগন্তুক। মৌলিক শব্দ ভারতীয় আর্য ভাষার। আগন্তুক শব্দ অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, সেমীয় ইত্যাদি অসম্পৃক্ত গোষ্ঠীর ভাষা অথবা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর শাখান্তর থেকে গৃহীত।

মৌলিক : সংখ্যাশব্দ :—অর্ধ-তৃতীয়, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, ষোড়শ, ষটবিংশ, সপ্তষষ্টি, চতুঃ সপ্ততি, দ্বি-অর্ধ, ত্রিভাগিক, সংপাদ, পাদোন, দশমিক প্রভৃতি।

সর্বনাম, (পুরুষবাচক, নির্দেশক), উত্তম পুরুষ (একবচন, বহুবচন) প্রভৃতির শব্দগুলো। উপসর্গ, অনুসর্গ কারক বাচক সমস্ত শব্দই মৌলিক। আবিশতি, ইন্দ্রাগার, উপাধ্যায়, গায়তি, নপ্তৃক, রাজ্ঞিকা। (মৌলিক শব্দ ভাণ্ডারের শব্দ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বোধ করে না। প্রয়োজন শুধু অ-নার্য শব্দগোষ্ঠী এবং ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দগোষ্ঠী থেকে গৃহীত শব্দাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া।

দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে গৃহীত শব্দ :

ইঞ্চক (বাং ইঁচলা মাছ), তামিল—ইরবু (Iravu), সং উলুপ (বাং উলু খড়)। কুটপ<তামিল—কুলকম (Kulakam), খল্ল<কাল, (তামিল) ঘট< কোড ; পিল্লিক<পিল্লৈ (Pillai) তামিল (শাবক, ছেলে-পিলে) ; মুকুট<মুটে (তামিল)।

অষ্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে আগত—উচ্ছে, ঝিঙ্গা, ডেঙ্গর, ঢেঙ্গা, তাম্বুল।

মোঙ্গল গোষ্ঠী থেকে গৃহীত—ঠক্কর, তুর্কী

ইন্দো-ইউরোপীয়—(গ্রীক):—

দ্রাখ্‌মে (Drakhme মুদ্রা) >দ্রম্য; সুরিংক্‌স (Surinks) >সুরঙ্গ (সুরঙ্গ। গ্রীক শব্দ) সেমিদালিস (Semidalis ময়দা/গ্রীক) >সমিতা। প্রাচীন পারসীক মুদ্রায় (- মিশর >মুদ্রা)। প্রাচীন পারসীক কর্শ+পণ= কর্শাপণ>কার্ষাপণ (সং) >কহাবণ (প্রাকৃত) >কাহন (বাংলায়)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা

১ : প্রাচীন প্রাকৃতের উদ্ভব

বৈদিক ভাষা উচ্চারণে এবং ব্যাকরণে ক্রমশ সরল হয়ে সংস্কৃতে পরিবর্তিত হল। তবে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য কাঠামোটি অটুট থেকে গেল। এর পর অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দ থেকে ভারতীয়-আর্য ভাষার যে পরিবর্তন হতে সুরু করল, তাতে পুরাণো কাঠামোটি ক্রমান্বয়ে বদলাতে লাগল। তখন ভারতীয়-আর্য ভাষা প্রাচীন বেশ অর্থাৎ সংস্কৃত রূপটি ছেড়ে মধ্যকালীন বেশ ধাবণ করল—এবং ধীরে ধীরে সাধারণ ভাষায় প্রাকৃতে পরিণত হল।

প্রাকৃত বা প্রাকৃত ভাষা শব্দটি আসল তাৎপর্য হচ্ছে—'প্রকৃতি" অর্থাৎ জনগণের (সর্বসাধারণের) ভাষায় পরিণত হল। শিষ্ট ব্রাহ্মণদের ভাষা "সংস্কৃত" এবং সর্বসাধারণের ভাষা হয়ে "প্রাকৃত" নাম ধারণ করল।

সংস্কৃত প্রাকৃতে পরিণত হলে—তিনটি বিষয়ে পরিবর্তন দেখা দিল—(১) ধ্বনিতে, (২) শব্দরূপে এবং (৩) পদ ব্যবহারে।

ধ্বনিগত পরিবর্তন

ধ্বনিগত পরিবর্তনে আমরা পাই—

১। ঋ>অ = মৃগ>মঅ (ঋ কার উঠে গেল, গ>অ হল)।
ঋ>ই = ঋষি>ইসি (ষ>স); রিসি
ঋ>উ = ঋষভ>উসহ (ষ>স, ভ>হ)
ঋ>এ = গৃহম্>গেহং (ম>ং)
ঋ>রি = ঋদ্ধি>রিদ্ধি

২। ঌ-কার সংস্কৃতে কম ব্যবহৃত হয়—কঌপ্‌, কল্পতে>কপ্পই।

৩। ঐ>এ = বৈর>বের।

ঐ>ই (ঈ=সৈন্ধব>সিন্ধব ; ধৈর্যম্>ধীরং
ঐ>অই=কৈতব>কইঅব (ত>অ)
ঔ>ও=যৌবন>জোব্বণ (য>জ , ব>বব Dipthong)
ঔ>ও=মৌক্তিকম>মুক্তিঅং (ক>অ)
ঔ>অউ=যৌবন>জউঅণ (য>জ, ব>অ ; ন>ণ)

(ক) প্রাকৃতে অনাদি অসংযুক্ত ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ব-এর সাধারণত লোপ হয়, অথবা প্রথম বর্ণ তৃতীয় বর্ণে রূপান্তর লাভ করে—গতঃ>গদো ; কপি>কই।

(খ) শ, ষ এর স্থানে 'স' হয়—শিষ্যঃ>সিস্সো (স> সস (দ্বিত্ব) ; ঃ>ো।) মাগধী প্রাকৃতে 'শ' অপরিবর্তিত থাকে। ন>ণ।

(গ) প্রাকৃতে (´) এর প্রয়োগ নেই। (´) থাকিলে সেই বর্ণ দ্বিত্ব হয়। ধর্ম>ধম্ম। ব-ফলা, য-ফলা, র-ফলার প্রয়োগ নেই। বিসর্গ লোপ হয়।

(ঘ) প্রাকৃতে পদের আদিবর্ণগত সংযুক্ত বর্ণের একটির লোপ হয় বা স্বরভক্তি হয়। —স্নেহঃ>ণেহো ; ক্লেশঃ>কিলেসো। পদমধ্যে অবর্গীয় বর্ণের সঙ্গে বর্গীয় বর্ণের সংযোগ হলে অবর্গীয় বর্ণের লোপ হয় ও বর্গীয় বর্ণের দ্বিত্ব হয়—শক্র>সক্কো , পক্কঃ> পিক্কো, যোগ্য>জোগগ। মুক্তঃ>মুক্কো ; ভক্তঃ>ভত্তো—অর্থাৎ "সমীভবন" হয়।

(ঙ) প্রাকৃতে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর প্রায়ই হ্রস্ব হয়—মাত্রা>মত্তা।

(চ) প্রাকৃতে অনেক সময় সংযুক্ত বর্ণস্থলে একটি ব্যঞ্জনের লোপ হয় ও আগেকার হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়—কর্তব্য>কত্তব্ব>কাতব্ব। প্রাকৃতে 'অব' স্থানে 'ও'-কার এবং 'অয়' স্থানে 'এ' হয়—অবহসিত>ওহসিদ ; নয়তি>ণেদি> ণেই।

(ছ) প্রাকৃতে স্বরভক্তির প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। প্রাকৃতে স্বর মধ্যগত মহাপ্রাণ বর্ণগুলো প্রায়ই 'হ' অক্ষরে পরিণত হয়—বধ>বহ। মুখ>মুহ, মেঘ>মেহ, কফ>কহ। আবার কখনো 'হ'>ধ হয় যেমন—ইহ>ইধ।

জ) প্রাকৃতে 'ং' থাকলে পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়—জানানাং>জণাণং ; মালাং>মালং।

(ঝ) প্রাকৃতে দ্বিবচন নেই। দ্বিবচন—বহুবচন হয়। কাল তিনটি—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। দু'একটি ক্ষেত্র বিশেষ ছাড়া আত্মনেপদে বিভক্তি নেই। কর্মভাববাচ্যে ও পরস্মৈপদী বিভক্তি হয়।

(ঞ) প্রাকৃতে শতৃ-প্রত্যয়ের স্থানে "অন্ত" হয়। পিবন্>পিবন্তো। 'শানচ্' প্রত্যয়ের স্থানে "মান" হয় ভুঞ্জমানঃ>ভুঞ্জমাণো। আবার "ন্ত"> মান হয়—হসন্তো>হসমাণো।

(ত) প্রাকৃতে অনেক সময় পদান্তর্গত কোনো অক্ষরের লোপে ঐ পদটি সংক্ষিপ্ত হয়েছে—রাজকুল>রাঅউল>রাউল। স্বর সংকোচন দেখা যায়—অন্ধকার> অন্ধআর>অন্ধার।

(থ) 'ব' ও 'য়' এর লোপ—জীব>জীঅ, যামুনা>যাউনা।

(দ) অকারের পর 'ঃ'>'ও', (মাগধী প্রাকৃতে—'এ'কার>—এষঃ> এসো। আবার 'ঃ' লোপ পেয়ে বর্ণ দ্বিত্ব হয়—দুঃখ>দুক্খ।

(ধ) **অনুনাসিক ধ্বনি:** শব্দের শেষে অনুনাসিক ধ্বনি 'ং' পরিবর্তিত হয়—গতম্>গঅং; কথম্>কহং (কধং); তস্মিন্>তসিংস>তংসিং। মাগধী প্রাকৃতে—একস্মিন্>একশ্শিং।

শব্দরূপ

শব্দরূপে—পদান্তে ব্যঞ্জনের লোপের ফলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ স্বরান্তে পরিণত হয়েছে,—তবে দু-একটি ব্যতিক্রমও দেখা যায়—রাজা>রয় (রায়), লাজা।

অধিকাংশ ব্যঞ্জনান্ত শব্দের রূপ অ-কারান্তের মতো হত—কর্মণে (কর্মায়)>কম্মায়। আ-কারান্ত, ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দের রূপ বজায় ছিল— মহিলাঃ>(ক) মহিডায়ো; অম্বকজন্যঃ>অম্বজনিয়ো।

দ্বিবচনের স্থান বহুবচন গ্রহণ করেছে—দ্বৌ ময়ূরৌ>দ্বো মোরা, দুবে মজুলা।

পঞ্চমীর একবচনে (-তস্) প্রত্যয় যোগ হয়েছে -উজ্জয়িনীতঃ>উজেনিতে। সপ্তমীর একবচনে সর্বত্র সর্বনামের (-স্মিন্) বিভক্তির ব্যবহার হত, তবে কোনো কোনো উপভাষায় প্রাচীন (-ই) বিভক্তিও ছিল। বিজিতে; *বিজিত স্মন্> বিজিতে, বিজিতম্হি। অন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ফলে বহুবচনে প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তিতে পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গের প্রভেদ লুপ্ত হয়েছে—নরাঃ>নরা, নরান>নরা।

পুংলিঙ্গে দ্বিতীয়ার বহুবচনে প্রায়ই ক্লীবলিঙ্গের প্রথমা-দ্বিতীয়ার বহুবচন অথবা পুংলিঙ্গে প্রথমার বহুবচন ব্যবহৃত হত—প্রাণাঃ>পাণানি, প্রণনি (প্রাণানি বা প্রাণাঃ); রাজানঃ>রজনি (-রাজানি), রাজানো, লাজানে।

সর্বনামের প্রথমার বহুবচনে (-এ) বিভক্তি (যেমন 'যে', 'তে', 'কে') দ্বিতীয়ার বহুবচনে ব্যবহৃত হত—"জীবান স্থলে জীবে"।

প্রাকৃতের ধাতুরূপে সংস্কৃতের বৈচিত্র্য একেবারে নেই। ধাতুর সঙ্গে বিকরণ মিশে গেছে—যুধ্+য়>জুজ্‌ঝ; জি+না->জিন-। এভাবে অনেক সময় এক মূল ধাতু থেকে একাধিক নূতন ধাতু উৎপন্ন হয়েছে—বাএই>বাদয়তি, বাজ্জই>বাগুতে। সকল ধাতুরই রূপ ভ্বাদিগণীয়ের মতো। তবে দৈবাৎ অন্যান্য গণের চিহ্নাবশেষ যুক্ত পদ দু-চারটি আছে—অস্তি>অত্থি; করোতি> করোতি (কলেতি); করোদি, কলেদি, করই; কৃণোতি>কুণই প্রাকৃতে সব ধাতুরই ণিজন্তে (এমন কি ণিজন্ত ধাতুতেও) বিকরণ দেখা যায়—লেখয়িষ্যামি> লেখাপেশামি (=লেখাপেশ্‌শামি); হরিতানি>হারাপিতানি; হারয়তি> হারাবেদি, হারাবেই।

পদপ্রয়োগে দেখা যায় যে, দ্বিবচন একেবারে লুপ্ত হয়েছে। চতুর্থী ও পঞ্চমীর একবচনও লুপ্ত প্রায়। কেবল তাদর্থ্য-চতুর্থীর, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমার দৈবাৎ পঞ্চমীর, একবচন কিছুকাল ধরে টিকেছিল। দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তি দিয়ে চতুর্থী, এবং তৃতীয়া ও সপ্তমীকে দিয়ে পঞ্চমীর অর্থ প্রকাশিত হত। ক্রিয়াপদেও দ্বিবচন সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমা উপভাষা ছাড়া অন্যত্র আত্মনেপদও বিলুপ্ত। বিধিলিঙ্, এবং লোট্ ভিন্ন অপর ভাবটি লোপ পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

(প্রথম মধ্য ভারতীয়-আর্য)

প্রাকৃত অর্থাৎ মধ্যভারতী আর্য ভাষা তিনটি সুস্পষ্ট স্তরের ভেতরের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করেছে। এই তিনটি স্তর হল—প্রাচীন, মধ্য এবং অন্ত্য। এই তিনটি স্তরের আনুমানিক স্থিতি কাল হচ্ছে—(১) খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দ (২) খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দ ; (৩) খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দ।

প্রথম স্তরের প্রধান নিদর্শন পাই—অশোকের অনুশাসনে, খ্রীষ্টপূব শতাব্দের অপরাপর প্রত্নলিপিতে এবং হীনযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধদের পালি শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলোতে। দ্বিতীয় স্তরের নিদর্শন পাই—খ্রীষ্টপর প্রথম তিন শতাব্দের প্রত্নলিপিতে, সাহিত্যিক প্রাকৃতে (মাহারাষ্ট্রী-শৌরসেনী-অর্ধিমাগধী-মাগধী-পৈশাচী প্রভৃতিতে এবং বৌদ্ধ-সংস্কৃত। তৃতীয় স্তরের নিদর্শন পাই অপভ্রংশে ও অপভ্রষ্টে।

অশোক-অনুশাসনের ভাষা

অশোক-অনুশাসনের মধ্যে (খ্রীস্ট-পূব, তৃতীয় শতাব্দে) সেকালের প্রধান উপভাষা চারটিব পরিচয় পাচ্ছি—(১) উত্তর-পশ্চিমা (শাহ্‌বাজগঢ়ী এবং মান্‌সেহরা অনুশাসন), (২) দক্ষিণ-পশ্চিমা (গির্ণার অনুশাসন), (৩) প্রাচ্য মধ্যা (কালসী ও ছোট অনুশাসনগুলো), (৪) প্রাচ্যা (ধৌলী ও জৌগড় অনুশাসন। প্রথম দুটো অনুশাসন "খরোষ্ঠী" লিপিতে উৎকীর্ণ। এই বিদেশি লিপি লেখা হত ডানদিক থেকে বাঁদিকে। অপর অনুশাসনগুলো আধুনিক ভারতীয় সমুদয় লিপির আকর "ব্রাহ্মী" লিপিতে—বাঁদিক থেকে ডানদিকে উৎকীর্ণ।

এদের মধ্যে ভাষার ক্ষেত্রে কিছু নিজস্ব বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

উত্তর-পশ্চিমা : এর প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে পাঁচটি—(১) র-কার এবং

স-কারযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির স্থিতি। যেমন প্রি-স্ত্রিয়ক, অস্তি। (২) য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সমীভবন—যেমন—কর্তব্যঃ>কটব্যো = কট্‌ব্বো ; কল্যাণনম>কলণং =কল্লাণং (৩) (স্ম, স্ব) স্থলে "স্প"—যেমন বিনীতস্মিন্>বিনিতসপি স্বামিকেন>স্পামিকেন।

দক্ষিণ-পশ্চিমা: বৈদিক সংস্কৃতের কাছাকাছি। এখানে [শ, ষ] হয়েছে 'স'। র-কার ও স-কারযুক্ত ব্যঞ্জন কচিৎ রয়ে গিয়েছে। যেমন—অস্তি, সর্বত্র ; য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত হয়েছে। [ত্ব, ত্ম স্থলে হয়েছে "ৎপ" ; অন্তঃস্থ ব-ফলা অনেক সময় বর্গীয় ব-ফলায় পরিণত হয়েছে—

যেমন আত্ম>আৎপ ; চত্বারঃ>চৎপার ; দ্বাদশ>দ্বাদস। দৃ>রিঃ—এতাদশ> এতারিস ; যাদৃশ>যারিস।

আত্মনেপদ কচিৎ রয়ে গিয়েছে—মঞ্ঞতে, আবভরে, অনুবতরে। স্মিন্> সি (=স্‌সি) অথবা "স্পি" হয়েছে, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমায় হয়েছে—"মহি (একস্মিন্>একম্মহি) ; তস্মিন>তমহি। ভাষার মধ্যে বিভিন্নতা দেখানর জন্য অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল—

দেবানং পিয়ো পিয়োদসি রাজা, এবং আহ অস্তি জনা উচাবচং মংগলং করোতে আবাধেসু বা আবাহবিবাহেসু বা পুত্রলাভেসু বা প্রবাসম্হি বা।"

প্রাচ্যা মধ্য: "দেবানং পিয়ো পিয়োদসি লাজা হেবং আহা মগেসু পি মে নিগোহানি লোপাপিতানি ছায়োপগানি হোসংতি পসুমুনিসানাং অংবাবভিডক্যা লোপাপিতা..... "

(প্রাচ্যমধ্যার প্রাচীনতম নিদর্শন। দিল্লী-তোপ্‌রা স্তম্ভলিপির সপ্তম অনুশাসন থেকে)

বাংলাদেশে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলাখণ্ড লেখাটি অশোকের সমসাময়িক। ভাষা—অশোকের সময়ের প্রাচ্যা।

প্রাচ্যার লক্ষণ মোটামুটি প্রাচ্যমধ্যার অনুগামী। বিশেষ লক্ষণগুলো হচ্ছে—

(১) পদান্ত অকারযুক্ত বিসর্গের এ-কারে পরিণতি। (২) পদমধ্যে—ও>এ। শ, ষ>স ; র>ল। (৩) উত্তম পুরুষ সর্বনামে প্রথমার একবচন—"হকং"।

"সবে মুনিসে পজা মমা। অথা পজায়ে ইচামি হকং কিংতি সবেন হিতসুখেন হিদলোকিকপাললোকিকেন যুজেবু—তি। (ধৌলী লিপির—প্রাচ্যর নিদর্শন।)

বঙ্গানুবাদ : সব মানুষ আমার সন্তান। যেমন আমি সন্তানের বিষয়ে চাই—তাহারা যেন ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সকল হিতসুখ পায়।

(অনুবাদক : ডঃ সুকুমার সেন
ভাষার ইতিবৃত্ত/পৃ ১১৮/১৩/সং)

মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও লিপিমালা

মধ্যভারতীয়-আর্য ভাষার এবং ভারতীয় লিপিমালার প্রথম নিদর্শন পাই অশোক-অনুশাসনে।

বিষয়বস্তু হিসাবে অশোক-অনুশাসনগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে—

(১) গিরি-অনুশাসন (২) ক্ষুদ্র গিরি-অনুশাসন ; এবং (৩) স্তম্ভ-লিপি ও ক্ষুদ্র উৎসর্গ-লিপি।

ছয়টি গিরি-অনুশাসনের মধ্যে মধ্যে দু'টি আছে পুরাতন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে (বর্তমান পাকিস্থানে) তাদের মধ্যে একটি আছে আটক ও পেশওয়ারের মধ্যবর্তী মর্দান স্টেশন থেকে প্রায় সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে শাহ্-বাজগঢ়ী গ্রামে গিরিগাত্রে।

(২) কাশ্মীরগামী পথে মানসেহরা শহরের এক মাইল পশ্চিমে একটি পাহাড়ের গায়ে অপর অনুশাসনটি খোদাই করা হয়েছে।

(৩) তৃতীয় অনুশাসনটি খোদাই করা আছে গুজরাটে জুনাগঢ় শহর থেকে আধমাইল পূর্বে প্রাচীন "সুদর্শন" হ্রদের তীরে পৌরাণিক রৈবতকের আধুনিক গির্ণার পাহাড়ের গায়ে।

(৪) চতুর্থ অনুশাসনটি রয়েছে—মসুরী থেকে চক্রাতার পথে ষোল মাইল দূরে কালসী গ্রামের দক্ষিণদিকে প্রায় দেড় মাইল দূরে যমুনা ও তমসা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটে এক বৃহৎ শ্বেত স্ফটিক শৈলখণ্ডের গায়ে।

(৫) বাকী দুটো রয়েছে কলিঙ্গ প্রদেশে (আধুনিক উড়িষ্যায়)। (ক) ভুবনেশ্বর থেকে চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ধৌলী গ্রামে। (খ) দ্বিতীয়টি রয়েছে গঞ্জাম থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে আঠার মাই দূরে—জৌগড়ে।

এছাড়া আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে নিম্নলিখিত স্থানে—গুজরাট, জব্বলপুরের প্রাচীন রূপনাথ তীর্থে ; বিহারের সাসারামে, জয়পুরের

বৈরাট শহরে। কর্ণাটকের সিদ্ধপুর, ব্রহ্মগিরি, জটিঙ্গারামেশ্বরে। অন্ধ্রপ্রদেশের মসকি গ্রামে এবং তামিলনাড়ুর কুর্নুল জেলায়।

অনুশাসন ছাড়া স্তম্ভলিপি যা পাওয়া গেছে, তা রয়েছে—(১) দিল্লীতে (২) তোপ্‌রা গ্রামে, মীরাটে। একটি ছিল কৌশাম্বীতে তা এখন রয়েছে—এলাহাবাদ দুর্গে। বিহারের চম্পারণ জেলার লৌড়িয়া গ্রামের রামপুরওয়া গ্রামে। কাশীর অদূরে সারনাথ গ্রামে এবং ভোপালের সাঁচী গ্রামে। এছাড়াও আরও কিছু স্তম্ভলিপি রয়েছে।

সুতনুকা

অশোকের অনুশাসনের সমসাময়িক একটি 'লেখ' ক্ষুদ্র হলেও ভাষার ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান্। পূর্বতন ছোটনাগপুর প্রদেশের অন্তর্গত সরগুজা রাজ্যের, অধুনা উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত রামগড় পাহাড়ের উপরে যোগীমারা গুহায় খোদিত তিনছত্র প্রত্নলিপি—সুতনুকা আছে। এর ভাষা প্রাচ্য, কিন্তু বর্ণগত বিশেষত্ব আছে—(স, ষ)>'শ'। পরবর্তী কালের সাহিত্যিক মাগধী প্রাকৃতের প্রধান লক্ষণ তিনটি এখানে পাই—স, ষ>শ; র>ল; এবং পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচনে—"এ" বিভক্তি—

"শুতনুক নম দেবদশিক্যি
তং কময়িথ বলনশেয়ে
দেবদিনে নম লুপদখে—

বঙ্গানুবাদ: "সুতনুকা নামে দেবদাসী। তাহাকে কামনা করিয়াছিল বারাণসী বাসী দেবদিন্ন নামে রূপদক্ষ"।

অনুবাদক: ডঃ সকুমার সেন। ভাষার ইতিবৃত্ত।
পৃঃ ১১৯/১৩ সং।

খারবেল অনুশাসন

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরি পাহাড়ে হাথিগুম্ফার ছাদের তলদেশে কলিঙ্গরাজ খারবেলের যে অনুশাসন (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দ) উৎকীর্ণ আছে তার মূল্য অপরিসীম। এর ভাষা ঠিক প্রাচ্য নয়, কতকটা দক্ষিণ-পশ্চিমার মতো। অশোকের গির্নার অনুশাসনের এবং বিশেষ করে পালি ভাষার সঙ্গে খারবেল-অনুশাসনের ভাষার খুব মিল রয়েছে। তবে অশোক-অনুশাসনের মতো এর ভাষা

কথ্যভাষা ঘেঁষা নয়, বিশুদ্ধ সাধুভাষা। সমাস-বহুল সংস্কৃত গদ্যরীতির অনুকরণ রয়েছে। প্রাকৃতের উপর সংস্কৃতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রাচীন এবং উল্লেখ-যোগ্য নিদর্শন এখানে পাই—

'নমো অরহন্তানং নমো সবসিধানং। অইরেন মহারাজেন মহামেঘবাহনেন চেতিরাজবংসবধনেন পসথসুভলখণেন চতুরন্তলুঠনগুণউপিতেন কলিঙ্গাধিপতিনা সিরিখারবেলেন পন্দরস বসানি সিরিকডারসরীরবতা কীড়িতা কুমারকীড়িকা।"

"অর্হৎ দিগকে নমস্কার, সর্বসিদ্ধকে নমস্কার। ঐর মহারাজ গজপতি চেদিরাজ বংশবর্ধন প্রশস্তসুভ লক্ষণ সম্পন্ন চতুর্দিগাহৃতগুণসমূহযুক্ত কলিঙ্গাধিপতি শ্রীখারবেল পনের বৎসর যাবৎ শ্রীকড়ার (সৌন্দর্যময়ী) শরীর ধারণ করিয়া বাল্যক্রীড়া করিলেন।"

অনুবাদক ডঃ সুকুমার সেন
ভাষার ইতিবৃত্ত/পৃঃ ১২০/১৩দশ সং।

হেলিওদোরের গরুড়স্তম্ভ লিপি

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দের একটি বিশিষ্ট প্রাকৃত প্রত্নলেখ হতেছে—বেসন-নগরে (প্রাচীন বিদিশায়) যবন-রাজ অন্তলিখিতের (Antialikidas) দূত তক্ষশিলাবাসী যবন (গ্রীক) দিওনের পুত্র হেলিওদোরের (Heliodoros) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভ-লেখ।

"দেবদেবস বাসুদেবস গরুড়ধ্বজে অয়ং কারিতে ইঅ হেলিওদোরেণ ভাবগতেন দিয়স পুত্রেণ তক্ষশিলাকেন যোনদূতেন আগতেন মহারাজস অংতলিকিতস উপংতা সকাসং রঞো কোসীপুত্রস ভাগভদ্রস ত্রাতারস বসেন চতুদসেন রাজেন বধমানস।"

"দেবাদেব বাসুদেবের এই গরুড়স্তম্ভ নির্মিত হইল দিয়নের পুত্র তক্ষশিলাবাসী যবনদূত বৈষ্ণব হেলিওদোর কর্তৃক যিনি মহারাজ অন্তলিখিতের নিকট হইতে আসিয়াছিলেন কৌৎসীপুত্র রাজা ভাগভদ্রের কাছে, মহারাজের বর্ধমান রাজ্য-শাসনের চতুর্দ্দশ বৎসরে।"

(অনুবাদক ডঃ সুকুমার সেন।
ভাষার ইতিবৃত্ত/পৃঃ ১২১/১৩ দশ/সং)

চতুর্থ অধ্যায়

পালি

দক্ষিণ-পশ্চিমা ও প্রাচ্য-মধ্যার মিলত—সম্ভবতঃ প্রথমে কেন্দ্রীয় উজ্জয়িনী অঞ্চলে—উদ্ভূত দেশি-বিদেশি সর্বসাধারণের ব্যবহার্য, যে মধ্য ভারতীয় সাধুভাষা, যাকে সেকালের Lingua franca বলতে পারি এবং তা থেকেই পালি উদ্ভব। একদিকে অশোকের গির্নার অনুশাসনের ও অন্যদিকে খারবেল-অনুশাসনের ভাষার সঙ্গে পালির ঐক্য এই অনুমানের প্রবল সমর্থক।

পালির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডঃ সুকুমার সেন তার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন—"মধ্য ভারতীয় বলিতে কোন একটি মাত্র ভাষা ছিলনা। অনেকগুলি উপভাষা ছিল। সেই উপভাষার মধ্যে একটি ছিল বুদ্ধের নিজের ভাষা। কিন্তু সেভাষা এখন চলিবে না। তাহার দুইটি প্রধান কারণ। এক, এভাষা নিতান্ত গ্রাম্য ভাষার মত, সাহিত্য রচনার অথবা ধর্মকথার ও দর্শনচিন্তা ধরিয়া রাখিবার মত শক্তি যে ভাষার একেবারেই ছিলনা। দুই, ইতোঃ মধ্যে বৌদ্ধসম্প্রদায় ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা বিভিন্ন ভাষাসম্প্রদায়ের লোক। বুদ্ধের মাতৃভাষা—তাঁহাদের সকলের ব্যবহারের উপযোগী ছিলনা কোন সর্বভারতীয় উপভাষাই তা ছিলনা। এ সমস্যার সমাধান সহজে ঘটিল। সে সময়ে—অর্থাৎ অশোকের প্রায় এক শতাব্দকাল পরে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়াছিল মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী। এখানে দেশ-দেশান্তর, দূর-দূরান্তর হইতে লোক আসিত নানা কাজে। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজধানীর সঙ্গে উজ্জয়িনীর যোগাযোগ ছিল পথ-বাঁধা। এই সব কারণে উজ্জয়িনীর অঞ্চলের উপভাষা নানা অঞ্চলের ও নানা দেশের লোকের নানা ব্যবহৃত হইয়া একটি সর্বসাধারণে ভাষা (যাহাকে বলে লিঙ্গুআ ফ্রাঙ্কা) মূল্য ও মর্যাদা পাইয়াছিল। দক্ষিণভারতের বৌদ্ধ-সম্প্রদায়গুলি এই ভাষাকেই গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে মাজিয়া ঘসিয়া ক্রমাগত সংস্কৃত

ভাষার পালিশ দিয়া নিজেদের শাস্ত্রের উপযুক্ত বাহন করিলেন। এই ভাষাই এখন "পালি" নামে পবিচিত। অধিকাংশ বৌদ্ধশাস্ত্র এই পালি ভাষাতেই লেখা।

পালি ভাষার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

পালি ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে ডঃ সুকুমাব সেনের মতবাদ উপরে উল্লেখ কবেছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতেরা যে মতবাদ পোষণ করেছেন সংক্ষেপে তা নীচে উল্লেখ করা হল—

(১) জার্মান পণ্ডিত Khun এবং Westergurredএর মত হচ্ছে পালি ভাষার জন্ম উজ্জয়িনী অঞ্চলে।

(২) জার্মান অপর পণ্ডিত Otto Frankeএর মত হচ্ছে—পালি ভাষার জন্ম উজ্জয়িনীর ধারে কাছের মানুষের কথ্য ভাষা থেকে।

(৩) Sten Kenowএর মতে বিন্ধ্য-অঞ্চলের ভাষা থেকেই পালি ভাষার জন্ম। বিন্ধ্য-অঞ্চলের কথ্যভাষা ছিল পৈশাচী প্রাকৃত। পৈশাচী প্রাকৃতের সঙ্গে পালির বেশ সাদৃশ্য থাকায় তিনি সে কথা বলেছেন।

(৪) পণ্ডিত সার জন গ্রীয়র্ষন মনে করেছেন—পালি একটি মিশ্রভাষা। তক্ষশীলা অঞ্চলে তাহা বর্ধিত হয়েছে।

(৫) পণ্ডিত Windiche বলেন—মাগধীও পৈশাচী প্রাকৃতের সংমিশ্রণে সম্ভবতঃ পালির জন্ম। তবে তাঁদের মত হচ্ছে পালির জন্ম কান্দাহার অঞ্চলে।

(৬) E. Mullar এবং Oldenburg মনে করেন পালি হচ্ছে কলিঙ্গ অঞ্চলের ভাষা। তাঁরা বলেন মহেন্দ্র সিংহলে যাওয়ার আগে থেকেই সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল পালি ভাষার মাধ্যমে।

(৭) আচার্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় Phonology (ধ্বনিতত্ত্ব) ও Morphology (রূপতত্ত্ব) বিচারে শেরসেনীর সঙ্গে পালির নিগূঢ় সম্পর্ক হয়েছে বলে মনে করেন। উপরন্তু তিনি বলেছেন যে শৌরসেনী ও মাগধী প্রাকৃতের প্রভাবে কালক্রমে পালি ভাষার উৎপত্তি হচ্ছে।

(৮) Geiger, Winterniz Childers প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও মনে করেন যে মাগধী প্রাকৃতের ওপর ভিত্তি করে পালির জন্ম হয়েছে।

সুতরাং ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্যটিই হচ্ছে আর সকলের মন্তব্যের মূল কথা।

পালি সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ পালির ভাষার জন্মক্ষণ ও লগ্ন নিরূপণ করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। কারণ সঠিক মতবাদ কেউ দেননি। তবে তাঁরা মন্তব্য করেছেন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম/ষষ্ঠ শতাব্দের কাছাকাছি পালির উৎপত্তি হয়েছে। তবে পালির আদর্শ ছিল সংস্কৃত। মোটামুটি ক্রমবিকাশের ধারাটি পণ্ডিতেরা যা করেছেন তা হচ্ছে—

প্রথম যুগ : গাথা সাহিত্যের যুগ।

দ্বিতীয় যুগ : গদ্য-মিশ্রিত গাথা কাব্যের যুগ।

তৃতীয় যুগ : ত্রিপিটক যুগ।

চতুর্থ যুগ : সংস্কৃত প্রভাবিত যুগ।

পঞ্চম যুগ : টীকা ও ব্যাখ্যার যুগ।

এখন ঐ পাঁচটি যুগের পরিচয় নীচে দেওয়া হল—

প্রথম যুগ : ভগবান্ বুদ্ধের সময়ে প্রাচীন আখ্যানগুলো গাথাগুলো (পদ্যে) সংগৃহীত হয়েছিল। তবে এই যুগের ভাষা দুর্বোধ্য ছিল উপরন্তু বহু ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ ও অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ পাই।

দ্বিতীয় যুগ : এ যুগে ভাষার অগ্রগতি বিশেষ কিছু হয়নি। তবে প্রাচীন গাথাগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিছু গদ্যের ব্যবহার করতে হয়েছিল। "ধম্মপদ" ও "সুত্তনিপাত" এ যুগের নিদর্শন।

তৃতীয় যুগ : খ্রীঃ-পূঃ তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময় পালি ভাষার গৌরবময় যুগ। পালি তখন গদ্য ও পদ্যের বাহন হয়ে পড়ে। 'সুত্ত পিটক', 'বিনয় পিটক' ও 'অভিধম্ম পিটক' এই যুগেই রচিত হয়েছিল। গদ্য ভংগী সহজ ও সরল, পদ্যে ছন্দও দেখা দিল।

চতুর্থ যুগ : সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক। "মহাযান পন্থী"দের মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে পালি গদ্যের পূর্ণ বিকাশ দেখা দিল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা "মিলিন্দ-পঞহ" (মিলিন্দ-প্রশ্ন)। এ যুগের ভাষা মার্জিত, সাবলিল এবং সংস্কৃত বাগ্ধারা ও প্রকাশভংগীর অনুসারী।

পঞ্চম যুগ : খ্রীষ্টীয় পঞ্চম্ শতক। এই যুগে কাঞ্চীপুরে, সিংহলের অনুরাধাপুরে পঞ্চম শতকের সাহিত্য কৃতির ব্যাখ্যা ও টীকা—পরম সম্পদ। ধর্মাচরণের কথা বাদ দিয়ে দেখা দিল বর্ণনাত্মক সাহিত্যিক কাহিনী। এবং যুগের রচনাকেই পালি ভাষার "স্বর্ণযুগ" বলে অভিনন্দিত করা হয়েছিল।

পালি ভাষার নামকরণ

ভাষাটির নাম "পালি" হল কেন ?

সংস্কৃতে "পালি" শব্দের অর্থ হচ্ছে—"পঙ্‌ক্তি"। সম্ভবতঃ সংস্কৃত "পঙ্‌ক্তি" অর্থকে অবলম্বন করে ভাষাটির নামাকরণ করা হয়েছে "পালি"। বৌদ্ধ শাস্ত্রেও "পালি"র অর্থ করা হয়েছে—"শাস্ত্রপঙ্‌ক্তি" বা "মুলশাস্ত্র"। "পালিপ্রকাশ" গ্রন্থে এই মর্মের সমর্থন আমরা পাচ্ছি—"পালি মত্তং ইধানীতং নত্থি অট্‌ঠ কথা ইধ"। অথবা "ইতি আদিসু অয়ং পালি" অর্থাৎ ইত্যাদি বিষয়ে পালি (পঙ্‌ক্তি বা মুল)। এছাড়াও আরও মতবাদ আছে।

অনেকের মতে "পল্লী" বা পাড়া গাঁয়ের ভাষা বলে "পালি" বলা হয়েছে। তবে এমতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পাড়া গাঁত তখন অজস্র ছিল—তবে সব ভাষারই তাই হওয়া উচিৎ ছিল ; কিন্তু তা হয়নি। আবার অনেকে মনে করেন একদা "পাটলিপুত্র" নগব থেকে বৌদ্ধধর্ম বিপুলভাবে প্রচারিত হয়েছে বলে "পালি" হয়েছে। 'রীতি' বা সঙ্গীতে সুর বিশেষ স্থানের নামানুসারে করা হইয়েছে—গৌড়ী রীতি (গৌড় দেশ), বৈদর্ভী রীতি (বিদর্ভ), পাঞ্চালি রীতি (পাঞ্চাল দেশ), সঙ্গীতে পাই কর্ণাটক>কর্ণাট, গুজরাট>গুর্জর। মালব>মালব। তবে লেখার রীতি ও সুরের নামকরণ—এক বস্তু হতে পারে বলে না, কিন্তু একটি মাত্র পাটলি>পালি হতে পারে না, বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে সংস্কৃত ও পালিতে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পাওয়া যায় না তখন একে অব্যুৎপন্ন 'পদ' বলে গ্রহণ করাই সঙ্গত।

"বিনয় পিটকে" একটি গল্প রয়েছে—দুজন ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বুদ্ধদেবকে বলেছেন—ভগবন্‌ প্রব্রজিত ভিক্ষুগণ নিজ ভাষায় বুদ্ধবচনগুলো দূষিত করছেন, প্রভু বুদ্ধের অনুমতি পেলে তাঁরা সেই দূষিত ভাষাকে ছন্দে (সংস্কৃতে) অনুবাদ করতে অনুমতি চাইতে গেলে স্বয়ং বুদ্ধ বলেন যে তা করনা করলে দুষ্কৃত কার্য্যের জন্য পাপ হবে। তাঁর নিজের ভাষাতে যায় আছে তাই থাকুক। বুদ্ধদেবের নিজ ভাষা সম্বন্ধে আমরা পাই—"অনুকামি ভিক্‌খবে সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়াপুণিতুঃ। বুদ্ধঘোষ—"সকা-নিরুত্তি"কে মাগধী ভাষা বলেছেন।

সুতরাং নামকরণে যথার্থ উত্তর পাওয়া যায়নি।

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা
ও
মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার মধ্যে পার্থক্য

১। (হ্রস্ব ও দীর্ঘ ঋ, (ঌ), এ, ঐ সমেত স্বরবর্ণ এবং তিন স-কার সহ ব্যঞ্জন বর্ণগুলোর ব্যবহার। স্বরবর্ণের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণ। সন্ধি। (প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ)

স্বরধ্বনির সংখ্যা হ্রাস : হ্রস্ব ও দীর্ঘ ঋ (ঌ) স্বরধ্বনিতে পরিবর্তন। ঐ>এ, ঔ>ওতে পরিণত, যুগ্ম ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'এ,-ও' ধ্বনি হ্রস্বতা ; সংবৃত অক্ষরে দীর্ঘ স্বরের হ্রস্বতা। (মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ)

২। বিবিধ যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার—ক্র, ক্ল, ক্ষ, স্থ্য ইত্যাদি।

(প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ)

যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে একটি লোপ (পদের আদিতে), অথবা স্বরভক্তির সাহায্যে অথবা সমীভবনের ফলে। (মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ)

৩। শব্দরূপের বৈচিত্র্য। তিন বচন, সম্বোধন বাদে ৭টি কারক, ৩টি লিঙ্গ। লিঙ্গ ও অন্তধ্বনি অনুসারে শব্দের রূপ ভেদ। (প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ)

শব্দরূপের সরলতা। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের স্বরান্ততা, দ্বিবচনের লোপ। নামরূপে কোথাও কোথাও সর্বনাম বিভক্তির ব্যবহার। বহুবচনে প্রায়ই প্রথমা-দ্বিতীয়ার ভেদলোপ। ৪র্থী বিভক্তির লোপ (এক বচনে ক্রমশ) ৬ষ্ঠীর অর্থে ৩য়ার ব্যবহার। (মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ)

৪। ধাতুরূপে বিপুল বৈচিত্র্য। (প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ)

ধাতুরূপে আত্মনেপদের ও দ্বিবচনের লোপ, অভিপ্রায় ও নির্বন্ধ ভাবের লোপ, লিটের লোপ, লঙ-লুঙেরও ক্রমশ লোপ। অসমাপিকার বৈচিত্র্য হ্রাস।

৫। উপসর্গে স্বাধীন ব্যবহার (প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ) মাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ— সংস্কৃতের মতো পালিতেও ২০টি উপসর্গ আছে। উপসর্গ কখনো কখনো অর্থকে বাধা দেয়, আবার কখনো অর্থকে বিশিষ্ট করে আবার কখনো অনুসরণ করে।

৬। সমাসের বিচিত্র ও বহুল ব্যবহার। (প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ) মধ্য ভারতীয়ের ক্ষেত্রে—'সমাস' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭। বাক্যের পদ বিন্যাসে নির্দিষ্ট নিয়মের অনাবশ্যকতা।

(প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ)

মঃ ভাঃ আঃ ভাষায়—বিভক্তি লোপের ফলে বাক্যে পদ সংস্থানের গুরুত্ব বৃদ্ধি।

৮। অক্ষরমূলক ছন্দঃ পদ্ধতি। (প্রাঃ ভাঃ আঃ ভাঃ)

মঃ ভাঃ আঃ ভাঃ—ছন্দ পদ্ধতি প্রধানত মাত্রামূলক এবং আদিতে প্রায়ই বিষমমাত্রিক, শেষের দিকে বিষম ও সমমাত্রিক। সর্বশেষে—অন্ত্যানুপ্রাস বা পদান্তে মিল।

(ভাষার ইতিবৃত্ত/
ডঃ সুকুমার সেন/পৃঃ ১০৭-৮/১৩ সং)

পালি ভাষার প্রাচীনত্ব

পালি ভাষার উৎপত্তির ইতিহাসের আলোচনা কালে দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উপকরণ নিয়ে খৃষ্টপূর্বযুগে বুদ্ধ-বাণীকে রক্ষা করার জন্য পালির সৃষ্টি হয়েছে। তাই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা পালিকে মিশ্রভাষা (Mixed Language বা Compromising Speech) বা সংকর ভাষা নামে অভিহিত করেছেন।

পলি ভাষার ক্রমবিকাশের আদি যুগে পালির সংস্কৃতানুরাগ লক্ষ্য করে অনেকে পালিকে hybrid Sanskrit বা false Sanskritisation of Prakrit form বলে উল্লেখ করেছেন।

ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে পালিতে প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। প্রাকৃতে যেমন স্বরধ্বনির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে পালিতেও তা হয়েছে। প্রাকৃতে ব্যঞ্জন ধ্বনি যেমন সমীভূত হয়েছে পালিতে ঠিক তাই হয়েছে। মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে পদমধ্যস্থিত অল্পপ্রাণ স্পর্শবর্ণ লোপ পেয়েছে, আবার শৌরসেনীতে ঘোষীভবন হয়েছে—পালিতেও অনুরূপ হয়েছে—লঘু>লহু; সুকুমার>সুউমার, নিজ>নিঅ, সাগর>সায়র—এখানে ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে। ঘোষীভবনের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হল—ভবতি>ভোদি, অথ>অধ; পালয়তি>পালেদি। মাগধী প্রাকৃতে র>ল, জ্ঞ>ঞ্ঞ হয়েছে। পালিতেও অনুরূপ পাই—তরুণী>তলুণী, প্রজ্ঞা>পঞ্ঞা; রাজ্ঞা>রাঞ্ঞা।

পালি ভাষার রূপতত্ত্বেও প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য আছে। শব্দরূপে যেমন সংস্কৃত শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তন করা হয়েছে ঠিক তেমনি প্রাকৃতের উপকরণও গ্রহণ

করা হয়েছে। তার ফলে আমরা পালির শব্দরূপে বহু বিকল্প পাই—'দেব' শব্দের পঞ্চমীতে—দেবা/দেবস্মা/দেবম্হা পাই।

পালি ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই—একদিকে বৈদিক ভাষা অপর দিকে পাণিনি নির্দিষ্ট সংস্কৃত ভাষা—দুটোর মধ্যে পালি ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক ডঃ বেণিমাধব বড়ুয়া বলেছেন—"Chronologically, stands midway between the Vedic, on one hand, and Sanskrit and literary Prakrits, on the other. Pali presents valuable data showing the process of change from Vedic to Sanskrit and that of the formation of various literary Prakrit."

আরও বলা যেতে পারে—সংস্কৃতের তুলনায় বৈদিক ভাষার সঙ্গেই পালি সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল—প্রাকৃতের সঙ্গে পালির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও পালি প্রাকৃত অপেক্ষা প্রাচীনতর—

১। অধ্যাপক পিশেল (Pischell) বলেছেন—"The Vedic accents and stree survived in Pali."

২। পালিতে রূঢ় (Ruḍha) পীড়েত্বা (Piḍetvā) কুমারকীড়ং (Kumāra) Kiḍaṃ) প্রভৃতি শব্দ পাই—বেদে অনুরূপ শব্দ আছে। তাছাড়া বেদে পাই "দুর্দভ" পালিতে তা হয়েছে "দুডভ"। কর্তব্য>কাতব্য; ক্লেশ>কিলেস, স্নেহ>সিনেহ, শ্রবণা>শ্রোণা, লবণ>লোণ, অবতার>ওতার প্রভৃতি প্রয়োগ বেদের ভাষা রীতিকে স্মরণ করায়।

(৩) বৈদিক শব্দরূপ ও ধাতুরূপের কিছু কিছু চিহ্ন পালিতে পাই—তৃতীয়ার বহুচানে—'এভিঃ' পালিতে হয়েছে 'এহি'। ক্রিয়াপদে লট্ বিভক্তিতে 'অরে' প্রয়োগ বেদে পাই পালিতে পাই—বিজ্জরে, লভরে, ভবিস্সরে।

প্রত্যয় প্রয়োগেও বৈদিক প্রভাব লক্ষণীয়। দা+তুম=দাতুম্। এর বৈদিক প্রত্যয় ছিল—তবে, তুয়ে, তায়ে (দাতবে/কাতবে; দাতুয়ে/কাতুয়ে; খাদিতায়ে/দক্খিতায়ে/পুচ্ছিতায়ে প্রভৃতি।

বৈদিকের 'ত্বান' এবং 'তুন' প্রত্যয় পালিতে রয়েছে—নেত্বা/সুত্বা; দাতুন/গন্তূন, সোতুন; গন্তান/নেত্বান।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে পালি প্রাচীনতর ভাষা।

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে পালি ও প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি, নামকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। বিশেষ করে পালি সম্বন্ধে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও প্রাকৃত অপেক্ষা পালি সম্বন্ধে আলোচনা কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—পালি ও প্রাকৃত ভাষার চর্চার সার্থকতা কি?

পালি সাহিত্য

বুদ্ধদেবের তিরোধান ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে। বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণীগুলোকে তাঁর শিষ্যেরা রাজগৃহ 'সঙ্গীতি'তে মিলিত হয়ে সঙ্কলন করেন। কিন্তু তখনকার সঙ্কলনের পরিমাণ পর্য্যাপ্ত ছিলনা ফলে একশত বৎসর পর তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যেরা বৈশালী নগরে দ্বিতীয় 'সঙ্গীতি' আহ্বান করেন। সেই সময়ে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম দুটো শাখায় বিভক্ত হয়—"মহাসাঙ্ঘিক ও থেরবাদী।" সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে যে তৃতীয় 'সঙ্গীতি' হয়, তাতে থেরবাদীদের শাস্ত্রের সংস্করণ শেষ হ'ল। "মহেন্দ্র", থেরবাদী বৌদ্ধশাস্ত্রই সিংহলে গিয়ে প্রচার করেছেন। এই শাস্ত্র কয়েক শতাব্দী পর যে রূপ গ্রহণ করে তাকে পালি-সাহিত্যের প্রাচীন স্তর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চীন পর্যন্ত পালি শাস্ত্র পৌঁছেছিল—সে সময়েই।

পালির প্রধান শাস্ত্র গ্রন্থ—তিনটি-ত্রিপিটক। এই গ্রন্থ রত্নেআধার। ত্রিপিটক হচ্ছে—সুত্তপিটক, বিনয়পিটক, অভিধম্মপিটক। বুদ্ধের নীতি, তাঁর সংলাপ গদ্যে-পদ্যে সঙ্কলিত হয়েছে। আচরণীয় এবং অনাচরণীয় সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ রয়েছে বিনয়-পিটকে। অভিধম্ম-পিটকে দর্শন, নীতি ও তত্ত্বালোচনা রয়েছে। বিনয়-পিটকে প্রধানভাবে "শীল"-বিষয়ক শিক্ষা, সুত্ত-পিটকে ধ্যান সমাধি বিষয়ক শিক্ষা এবং অভিধম্ম-পিটকে প্রধানভাবে প্রজ্ঞা-বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

সুত্ত-পিটকের অন্তর্গত "ধম্মপদ" বৌদ্ধধর্মের শ্রদ্ধেয় ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ৪২৩টি শ্লোক এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। "ধর্মনিরপেক্ষ" গ্রন্থ হিসাবে একটি অমূল্য

গ্রন্থ। যদিও "ধম্মপদ" বৌদ্ধধর্মের একটি মূল্যবান গ্রন্থ, কিন্তু এখানে যে বিধিনিষেধ আরোপিত তা পৃথিবীর যে কোনো ধর্মমতাবলম্বীদের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ। যেমন—

"মা পিয়েহি সমাগঞ্ছি অপ্পিয়েহি কুদাচনং
পিয়ানং অদস্সন দুক্খং অপ্পিয়ানঞ্চ দস্সনং।

(প্রিয় এবং অপ্রিয়—উভয়েরই সংসর্গ ত্যাগ করবে। প্রিয়ের অদর্শন দুঃখকর, অপ্রিয়ের দর্শনও দুঃখ কর।)

* * * *

সেলো যথা একঘনো বা তেন ন সমীরতি
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা। (৮১)

(সংহত শৈল যেমন বায়ুর দ্বারা বিচলিত হয়না, পণ্ডিতেরাও সেই রূপ নিন্দা-প্রশংসায় বিচলিত হয়না।)

সুত্তপিটকের অন্তর্গত "সুত্তনিপাতে" সূত্রসংখ্যা ৭৩। এই কবিতাগুলো সাহিত্য হিচাবে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ নীচে একটি অংশ-বিশেষ উধৃত করা হল—

"ধরণী চ সিচ্চতি রাতি মালুতো বিজ্জুতা চরন্তি নভ
উপসম্মন্তি বিতক্কা চিত্তং সুসমাহিতং মম।"

অনুবাদঃ ধরণী সিক্ত হয়েছে, বাতাস বইছে, আকাশে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে, বিতর্ক গেছে থেমে, আমার চিত্ত হয়েছে—সুসমাহিত।

এখানে কবিত্বের নিদর্শন পাচ্ছি। ধ্বননব্যাপারত্ত দুর্লক্ষ্য নয়। রূপান্তর করে বলা যেতে পারে—

"ঝরিছে জল অবিরল ধারায়
সিক্ত হয়েছে ধরণী।
চপল চপলা দিতেছে চমক
আঁধারে ঢাকা রজনী"
থামিয়া গিয়েছে সব কোলাহল
চাহিছে মন কাছে এসো সজনী। (অ. চ)

মিলিন্দ পঞ্‌হ

পালি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলোর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে "মিলিন্দ পঞ্‌হ"।

পালি গদ্যের পূর্ণ বিকাশের যুগে রচিত এই গ্রন্থটি। মহাযান[১] মতের মাধ্যমিক শাখার প্রবর্তক নাগার্জুনের মত অনুসরণ করে নাগসেন এই উপাদেয় গ্রন্থটি রচনা করেন। মিনাণড্রোস নামে এক সুখ্যাত রাজা (গ্রীক) ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজত্ব করতেন। তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিলেন। তিনি গ্রীস দেশবাসী হয়েও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আসক্ত হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁকে অবলম্বন করেই এই গ্রন্থ রচিত। নাগাসেন এবং মিনাণড্রোসের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গ্রন্থের বিষয়বস্তু বর্ণ। (PIato's Republicএর মত)। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব দর্শন সম্পর্কে আলোচিত মুল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে বঙ্গের নাম রয়েছে। সুতরাং বঙ্গ নাম ও দেশ হিসাবে বহু প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করছে।

জাতক

'জাতক' অর্থে নীতিকথামুলক গল্প। এই নীতিমুলক গল্পগুলো খুবই মুল্যবান। যে নীতিকথাগুলো বা গল্প বৌদ্ধজাতকে, বৌদ্ধ ও সংস্কৃত পুরাণে ও পঞ্চতন্ত্রে গদ্যে ও পদ্যে গল্পকারে পুরোপুরি গল্পের আকারে পাই সেগুলো সে যুগের ধর্মমত হিসাবে সকল ধর্মের সাধারণ বিষয়বস্তু ছিল। গল্পগুলো লোক প্রচলিত। ব্রাহ্মণে এগুলো উপেক্ষিত ছিল কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে সাদরে গৃহীত হয়েছে।

"ঈসপ্‌স ফেবল্‌সে" (ইংরাজীতে রচিত) মত বিদেশী নীতিগল্প সংগ্রহের কোনো কোনো কাহিনীর সংগে জাতক কাহিনীর বেশ মিল দেখতে পাওয়া যায়। ঈসপের সোনার ডিম-পাড়া হাঁসের গল্পের ও "জাতকের সুবন্ন-হংস" (সুবর্ণ-হংস) এর মধ্যে মিল রয়েছে।

দীর্ঘতর জাতক গাথাগুলো বহুলাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বৈদিক আখ্যানে প্রভাব এই জাতকগুলোতে রয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ব্রাহ্মণ্য পুরাণ ইতিহাস ও প্রাচীনকাব্যগাথা থেকে নেওয়া জাতকগুলের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "ঘটপণ্ডিত" ও "দসরথ জাতক"। প্রথমটির বিষয়—কৃষ্ণকথা এবং দ্বিতীয়টির বিষয় "রামকথা"।

"ঘটপণ্ডিত" জাতকের গাথাগুলোতে কৃষ্ণের শৈশবলীলার সামান্য পরিচয়

১। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যেরা দুটো ভাগে বিভক্ত হন (১) হীনযান এবং (২) মহাযান।

আমরা পাই। ঘটপণ্ডিত জাতকে বলরাম হয়েছেন ঘটপণ্ডিত এবং তিনি কৃষ্ণের কনিষ্ঠ। দুই ভাইকে 'কেশব' বলা হয়েছে। কৃষ্ণের খরগোশ মরেছে, কৃষ্ণ শোকে মুহ্যমান, শুয়ে আছেন। ঘট তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলছেন—

"সোবণ্ণময়ং লোহময়ং অথ রূপিয়াময়ং
সঙ্খসিলাপ্রবালময়ং কারয়িস্সামি তে সসং
সন্তি অঞ্ঞে পি সসকা অরঞ্ঞে বনগোচরা
তেপি তে আনয়িস্সামি কীদিসং সসমিচ্ছসি"

(সোনার, মণিমাণিক্যের, লোহার, কিংবা রূপার, শাঁখের, পাথরের পলার শশ তোমাকে করে দেব। অন্য অনেক শশও আছে অরণ্য বনে পাওয়া যায় সেই শশকও এনে দিতে পারি ; কি রকম শশ চাও) কন্হ (কৃষ্ণ) উত্তর দিলেন—

"ন চাহমেতে ইচ্ছামি যে সসা পথ বিস্সিতা
চন্দতো সসমিচ্ছামি তং মে ওহর কেশব"

(এসব আমি চাইনে—যে শশক পৃথিবীতে আশ্রিত। চন্দ্র থেকে আমি শশক চাই, হে কেশব তাই আমাকে এনে দাও।)

বৌদ্ধ জাতকে রাম কথার যে কাহিনী আছে—তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন—ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর রচিত "রামকথার প্রাক্-ইতিহাস" গ্রন্থে (পৃঃ ৪-৫)

"পালিতে তিনটি জাতক কাহিনী পাওয়া গেছে। পালিতে বলা ঠিক হলনা। শুধু একটির মূল পালি পাঠ পাওয়া গেছে ('ক' বলে তিনি নির্দেশ করেছেন) আর দুটির মূল পাঠ পাওয়া যায়নি, চীন ভাষায় অনুবাদ পাওয়া গেছে" ('খ') অপরটিকে জাতক 'গ' বলছি।

"জাতক 'ক' দুটি পাঠে মিলেছে। একটি প্রাচীন পাঠ ; সেটি সুত্ত পিটকের খুদ্দক-নিকায়ের অন্তর্গত, তেরটি শ্লোকের সমষ্টি। অপরটি গদ্যে-পদ্যে বিস্তারিত জাতক থবণ্ণায় (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী) আছে।

খুদ্দক-নিকায়ের পাঠে আগা ও গোড়া নেই। দশরথের মৃত্যুর পরে ভরত লোকজন নিয়ে এসেছেন রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কুটীরে তখন রাম একা। সীতা ও লক্ষ্মণ ফলমূলের জোগাড়ে গেছেন। তাঁরা ফিরে এলেন। রাম তাঁদের যা বললেন তাই নিয়ে সুরু। সীতা ও লক্ষ্মণ আসতেই রাম বললেন, লক্ষ্মণ, সীতা জলে নাম। এই মাত্র ভরত এসে বললে রাজা দশরথ মারা গেছেন। শুনে লক্ষ্মণ ও সীতা শোককাতর হল। কিন্তু রামের দেহ ও মনে কোন বিকার হল না। তা দেখে ভরত তাঁকে জিজ্ঞাসা

করলে—কিসের প্রভাবে রাম তোমার মনে শোক হচ্ছে না? পিতার মরণবার্তা শুনেও বিচলিত হচ্ছেন না কেন? তখন নয়টি শ্লোকে রাম মানব জীবনের অনিত্যতা ইত্যাদি বিষয়ে তত্ত্বকথা শুনিয়ে শেষে বললেন—"যথাসময়ে আমি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে কর্তব্য শেষ করব।"

(যাঁরা এবিষয়ে জানতে চান তাঁরা ডঃ সেন মহাশয়ের গ্রন্থটি পাঠ করল রামায়ণের প্রাক কথা বহুতর তথ্য পাবেন।)

জাতকের প্রভাব পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাই—বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাটকে।

রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের আখ্যান 'কুশজাতক' থেকে গৃহীত।[১]

ঈশ্বরোপলব্ধির কথাই এই নাটকে প্রতীকের ছলে বিবৃত হয়েছে। চণ্ডালিকা, নটীর পূজা প্রভৃতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ-সংস্কৃত (মিশ্র সংস্কৃত)

বৌদ্ধ-সংস্কৃতে রচিত শাস্ত্র-গ্রন্থগুলোর মধ্যে "মহাবস্তু", ললিতবিস্তার, দিব্যাবদান প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মজ্ঝিম-নিকায়

ত্রিপিটকের মধ্যে "মজ্ঝিম-নিকায়" অন্যতম গ্রন্থ। এর রচনাকাল স্থিরিকৃত হয়নি।

উইনটারনিট্জএর মতে ত্রিপিটক বুদ্ধদেবের তিরোধানের দুই শতাব্দী পরে রচিতে হয়েছে। সে হিসাবে এর আনুমানিক রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব তিন থেকে চার অব্দের মধ্যে।

প্রাকৃত ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা এবং সাহিত্য হিসাবে সর্বোত্তম বললে সম্ভবতঃ অন্যায় করা হবেনা। তবুও প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সার্থকতা কোথায়? প্রাচীন কালে কিছু সংখ্যক পণ্ডিতেরা প্রাকৃতকে

১। জাতক অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্তঃ কুশ কুমার রূপে বোধিসত্ত্ব একবার ইক্ষাকু বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতক (পঞ্চম খণ্ড) থেকে কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত হয়েছে।

"ম্লেচ্ছ ভাসিতম্" অর্থাৎ ম্লেচ্ছদের ভাষা বলে পঠন-শ্রবণ করতে নিষেধ করেছিলেন। এমন কি কিছু পণ্ডিতের "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ" বলে অভিহিত করেছেন।

অথচ দেখা যায় ভাস-কালিদাসাদি মহৎ কাব্যকারেরা তাঁদের রচিত কাব্য-নাটকে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করেছেন। রাজশেখর প্রাকৃতেই "কর্পূরমঞ্জরী" নাটিকা রচনা করেছেন। এই ভাষা চর্চার যে সার্থকতা রয়েছে তা কোনো মতেই অস্বীকার করা চলেনা। তা, নীচে উল্লেখ করা হল—

(ক) আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার আদি জননী প্রাকৃত। সংস্কৃত হচ্ছে জননী স্থানিয়া মাতৃস্বসা বা মাসী। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষা-গুলো প্রাচীন প্রাকৃতের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বহতা নদীর মতোই বয়ে এসে নবীন-আর্য ভাষায় পরিণত হয়েছে। সংস্কৃতের স্বরধ্বনি অল্পবিস্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলায় পৌঁছেছে। তবে বাংলা "অ" আর সংস্কৃতের "অ" এক নয়—ভিন্ন। সংস্কৃতের (অ) বাংলার "আমি" শব্দের "আ" ধ্বনির মতো। সংস্কৃতে "আ" দীর্ঘ বাংলায় "আ" হ্রস্বধ্বনি। সংস্কৃতে "অ+অ"="আ"; কিন্তু বাংলায় এমন সন্ধি অসম্ভব। বাংলার ই, ঈ; উ, ঊ আর সংস্কৃতের ঐ বর্ণগুলো এক নয়। সংস্কৃত "ঈ" যেভাবে উচ্চারিত হয় বাংলা তা হয়না। সংস্কৃতে স্বরধ্বনির মাত্রা পূর্ব নির্দিষ্ট কিন্তু বাংলায় তা নয়। ব্যঞ্জন ব্যবহিত স্বরধ্বনি (Vowel not in Contact) এবং মধ্য দিয়ে বাংলা শব্দের গঠন প্রণালী বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়—

Vowel not in Contactএ দেখি—অষ্ট (সং)>অট্‌ঠ (প্রা)>আট (বাং); বন্ধ্যা>বঞ্‌ঝা>বাঁজা; সর্ব>সব্ব>সব; কর্ম>কম্ম>কাম (কাজ); উদ্ধার>উদ্ধার>উধার>ধার।

Vowels in contact সখী>সহী>সই (সৈ); বধূ>বহূ>বউ (বৌ); সকুল>সউল (শৌল)>শোল আয়া ইল>আইঅ-ইল>ইল্ল>আইল>এল গত+ইল—, গইল্ল>গেল।

শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গেলে প্রাকৃত ভাষা চর্চায় প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

(খ) খ্রীষ্টপূর্ব এবং খ্রীষ্টপর যুগের অনেকগুলো অনুশাসন প্রাকৃতে উৎকীর্ণ। সুতরাং প্রাকৃতের আলোচনা অনুশাসনের ভাষা অধ্যয়ন বা শিক্ষা করা—অনস্বীকার্য।

(গ) বৌদ্ধ যুগ ও জৈন যুগের ইতিহাস রচনা করতে গেলে পালি ও প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন করা অপরিহার্য।

(ঘ) অলংকার যোজনার ক্ষেত্রেও প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন করা অবশ্য কর্তব্য। "কাব্য মীমাংসক" রাজশেখর "কাব্যপুরুষের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—শব্দ এবং অর্থ কাব্যের দেহ। সংস্কৃত তোমার মুখ, বাহুদ্বয় প্রাকৃত ভাষানির্মিত, তোমার জঘনদেশ অপভ্রংশ ভাষাময়, তোমার পদযুগল পৈশাচ ভাষা নির্মিত,..."

সুতরাং প্রাকৃত ভাষা শিক্ষণীয়।

(ঙ) ছন্দ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রাকৃত ভাষা ও ছন্দ অবশ্য শিক্ষণীয়।

বৈদিক ও সংস্কৃত ছন্দ

বৈদিক (আদি ভারতীয়-আর্য ভাষা) ছন্দের রীতি ছিল—অক্ষরমাত্রিক। অর্থাৎ প্রধানতঃ চরণে অক্ষরের নির্দিষ্ট সংখ্যার ওপর ছন্দের রূপ নির্ভর করব। আবার অক্ষরের গুরুলঘু ক্রমেরও নিয়ম ছিল। বৈদিক ছন্দে ছত্রের শেষ পর্ব ছাড়া অন্যত্র অক্ষরের লঘুগুরু ক্রমন্যাসে স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে সব পর্বেই অক্ষরের লঘুগুরুক্রম ছিল অনতি-ক্রমণীয়।

বৈদিক ছন্দ চারটি—ত্রিষ্টুভ, গায়ত্রী, জগতি, ও অনুষ্টুভ। অবেস্তা ও প্রাচীন ইরানীয় ভাষায়ও আছে।

পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দ

পালি সাহিত্যের ছন্দ মোটামুটি সংস্কৃতের মতো, অর্থাৎ অক্ষরমূলক এবং ক্বচিৎ মাত্রামূলক। উপরন্তু সংস্কৃত ছন্দকে দুটো জাতে ভাগ করা হয়েছে—বৃত্তচ্ছন্দ ও জাতিচ্ছন্দ—

"পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা
বৃত্তমক্ষর সংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ।"

ছন্দোমঞ্জুরী। ১/৪

(অক্ষর বা বর্ণের সংখ্যা গুণে যে ছন্দ তাকে বলা হয় "বৃত্ত" ছন্দ এবং মাত্রার সংখ্যা দ্বারা যে ছন্দ প্রকাশ পায় তাকে বলা হয় জাতি ছন্দ)

প্রাকৃতে আর্যাছন্দ গথা (গাহা) নামে পরিচিত। এটাই হল প্রাকৃতের বিশিষ্ট ছন্দ। প্রাকৃতে ছন্দের দৈন্যতা দেখি, অপভ্রংশে যে দৈন্যতা নেই। চরণের শেষে মিল (অন্ত্যানুপ্রাস) এবং সমমাত্রিকতা থাকায় অপভ্রংশ শ্রুতি মাধুর্যে সংস্কৃতের

অতিশায়ী বলা যেতে পারে। সাহিত্যিক অপভ্রংশ মুখের ভাষার অত্যন্ত কাছাকাছি এবং তার ছন্দ লৌকি ছড়াগানের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে তার মধ্যে কথ্য ভাষার প্রাণ স্পন্দন অনুভূত হয় যা আমরা সংস্কৃতে পাইনে।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য

ভাব-সম্পদ এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং রচনা-সম্ভারে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে প্রাকৃত-সাহিত্যের তুলনা হয়না। কারণ সংস্কৃত সাহিত্য বিরাট ও বিপুল প্রকৃত সাহিত্যের বিষয়বস্তুও বৈচিত্র্য সীমিত। তথাপি তাহার প্রভাব আধুনিক যুগ পর্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে চলে আসছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেম-কবিতা বা প্রেম-কাব্যের অভাব নেই। তৎসত্ত্বেও আমরা পাই হালের গাথা 'সপ্তশতী' (গাহা সত্তসই) প্রেম-কবিতার একটি বিরাট সঙ্কলন গ্রন্থরূপে। বিশেষতঃ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব অপরিসীম। আমরা এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের বক্তব্যের সারবত্তা প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা করছি—

"ণইউসচ্ছহে জোব্বণস্মি অইপবসিত্রসু দিঅসেসু
আণত্তাসু অ রাঈসু পুত্তি কিং দড্ঢমাণেণ।" ১/৪৫

(নদীর জলের উদ্বেলতার মতো নারীর যৌবন; দিনগুলে চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছে, রাত্রিও আর ফিরবে না, এই অবস্থায় এই পোড়া মান দিয়ে আর কি হবে?)

তুঃ কাল বলি কালা গেল মধুপুরে
সে কালের আর কত বাকি
যৌবন-সায়রে সরিতেছে ভাটা
তাহারে কেমনে রাখি।
জোয়ারের পানী নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার। —চণ্ডীদাস

"রথাপইণ্ণণঅণুপ্পলা তুমং সা পড়িচ্ছএ এন্তম্
দারণিহিত্রহিঁ দোহিঁ বি মঙ্গল কলসেহিঁ ব থণেহিঁ।" ২/৪০

(অর্থাৎ তোমার আসা-পথের দিকে আমি তাকিয়ে তোমাকে বরণ করার

জন্য সব ব্যবস্থা করেছি—আমার দুই সুউচ্চ স্তন মঙ্গল কলসের কাজ করছে।)

তুঃ বিদ্যাপতি—

পিয়া জব আওব ই মঝু গেহে
মঙ্গল জতহু করব নিজ দেহে
কনআ কুম্ভ করি কুচজুগ রাখি
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি।

* * *

"অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি গণরীএ
পঢ়ম বিবঅ দিঅহদ্ধে কুড্ডো রেহাহি চিত্তলিও।"

(আজ গেছে আজ গেছে আজ গেছে একথা গুণে প্রতীক্ষমানা নারী ঘরের দেয়ালে দা দিয়ে দাগ দিয়ে যাচ্ছে।)

তুঃ কালিক অবধি করি পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল॥
ভেল প্রভাত কহত কতহিঁ
কহ কহ সজনি কালি কবহিঁ॥ বিদ্যাপতি

অথবা

অবনত বয়নে হেরত গীম
খিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছিল।

অথবা

পদ-অঙ্গুলি দেই খিতিপর লেখই
পাণি কপাল-অবলম্ব।

* * *

এভাবে অজস্র পদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি এপ্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি
সকল কালের সকল কবির গীতি"

তাই কবিরাজ রাজশেখর তাঁর লেখা "কর্পূরমঞ্জুরী সট্টকে বলেছেন—

"পুরুসা সক্কঅবন্ধা পাউঅবন্ধো হোই সুউমারো
পুরিসমহিলাণং জেত্তিঅমিহন্তরং তেত্তিঅমিমাণং"

(সংস্কৃত-রচনা কঠোর, প্রাকৃত-রচনা সুকুমার ; পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে প্রভেদ, এই দুই ভাষার মধ্যে রয়েছে তাই।)

সংস্কৃত ছিল পণ্ডিতদের ভাষা, আর প্রাকৃত ছিল আপামর জনসাধারণের ভাষা তাই সাধারণ লোকে প্রাকৃত ভাষাকে আদর করত বেশি।

(ছ) ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রগুলো সব সংস্কৃতে লেখা নয়। বিশেষতঃ বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন পালিতে লেখা। অবশ্য কিছু রচনা বৌদ্ধ-সংস্কৃতে (সংস্কৃত প্রাকৃত মিশ্রিত)

(জ) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে গল্প (নীতি গল্প নয়) প্রাকৃতে রচিত। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে কিছু পূর্ণ এবং কিছু অসম্পূর্ণ আখ্যান পাই—যা সংস্কৃতে রচিত। পৈশাচী প্রাকৃতে লেখা গুণাঢ্যের বড্ড কহা (বৃহৎ কথা) এ জাতীয় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। "বড্ড কহা"কে গণসাহিত্যের (Folk literature) আদি পুরুষ বলা যেতে পারে। উনটারনিট্জ ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"They are of great importance not only to the students of fairy-tale lore, but also because, to a greater degree than other branches of literature, they allow us to catch a glimpse of the real life of the common people."[৮]

(ঝ) আধুনিক বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে বিদেশী শব্দ বাদ দিলে আমরা তৎসম ও তদ্ভব শব্দ পাই। তদ্ভব জানতে হলে অর্ধতৎসম শব্দকে জানতে হবে।

পালির সঙ্গে প্রাকৃতের সম্পর্ক

খ্রীঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দ থেকে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দ পর্যন্ত, মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার কাল সীমা বলে পূর্বে নির্দেশ করেছি। এবং একে আবার তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে—(১) প্রাচীন প্রাকৃত বা পালি, (২) মধ্য প্রাকৃত বা সাহিত্যিক প্রাকৃত, (৩) অন্ত্য প্রাকৃত বা অপভ্রংশ।

তবে পালি ও প্রাকৃতের ভাষা তত্ত্বের আলোচনা করলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সংস্কৃতের সঙ্গে পালি ভাষা, প্রাকৃত অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। তাই

পালি অপেক্ষা প্রাকৃতেই অধিকতর রূপান্তর ঘটেছে। পালি ও প্রাকৃত ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে তার উল্লেখ করা হল—

১। পালি ও প্রাকৃতে দ্বিবচন নেই, তার জায়গায় বহুবচন ব্যবহৃত হয়।— অশ্বিনো = অশ্বিনা ('আ' প্রত্যয়)।

২। উভয় ভাষায় ব্যঞ্জনান্ত শব্দের প্রয়োগ নেই—তাবৎ > তাব।

৩। প্রাকৃতে 'অকারান্ত' শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে—দেবেহি গম্ভিরেহি ('হি') ব্যবহার হয়েছে, পালিতে হয়েছে "ভি"—গম্ভীরেভি (বৈদিকে দেবেভিঃ/ গম্ভিরেভিঃ)।

৪। উভয় ভাষায় চতুর্থী বিভক্তির ক্ষেত্রে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

৫। পদান্তে অ-কারে ':' থাকলে উভয় ক্ষেত্রে—"ো" হয়—দেবঃ>দেবো, আগতঃ>আগতো।

৬। পালি ও প্রাকৃতে সন্নিহিত স্বরদ্বয়ের সন্ধি অনেক সময় হয় না।

৭। পদের শেষে বা মধ্যে ব্যঞ্জন-অনাশ্রিত স্বর-ধ্বনি শুধু প্রাকৃতে পাই, পালিতে তা নেই—গতঃ>গঅ; কবি>কই; যমুনা>জউনা।

৮। উভয় ভাষায় সংযুক্ত বর্ণে পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর প্রায়ই হ্রস্ব হয়— মাত্রা>মত্তা, কার্য>কজ্জ।

৯। উভয় ভাষায় অনেক সময় সংযুক্ত বর্ণের একটি লোপ করে হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘস্বর করা হয়—কর্তব্য>কত্তব্ব>কাতব্ব। নিঃশ্বাস>নিস্সাস>নিসাস।

১০। উভয় ভাষায় "স্বরভক্তি"র প্রাচুর্য রয়েছে—স্নেহঃ>সিনেহো (লেহ=নেহ—ব্রজবুলিতে।)

পালির কিছু শব্দ বৈদিক ভাষার বিবর্তিত রূপ হিসাবে পাই—পারগ>পারগূ; বিজ্ঞ>বিঞ্ঞ; সর্বজ্ঞ>সব্বঞ্ঞ।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে পালি ও প্রাকৃত বৈদিক ভাষা থেকেই এসেছে। লৌকিক সংস্কৃত থেকে আসেনি। তবে পালির সঙ্গে সংস্কৃতের সম্বন্ধ নিকট।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(পালির সাধারণ লক্ষণ)

(১) পালিতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ,—এর ব্যবহার রয়েছে। ঋ, ঌ, ঐ, ঔ—ব্যবহার নেই।

(২) ঋ>অ, ই, উ, রি হয়—ঘৃতম্>ঘতং ঋষি>ইসি ; ঋজু>উজু ; ঋদ্ধি>রিদ্ধি। মৃগঃ>মিগো।

(৩) ঐ>এ (ই বা ঈ হয়) সৈন্ধবঃ>সিন্ধবো ;

(৪) ঔ>ও (কখনো 'উ' হয়) ঔদরিকঃ>ওদরিকো (ঃ>ো হয়)

(৫) 'ম' >ং—চিত্তম্>চিত্তং ; ধনম্>ধনং।

(৬) শ, ষ>স—শিষ্যঃ>সিস্সো ; শ্রমণঃ>সমনো

(৭) 'ঃ' এর প্রয়োগ নেই।

(৮) ', এর প্রয়োগ নেই—সর্ব>সব্ব, কর্ম>কম্ম।

(৯) 'এ'র লোপ—নিদ্রা>নিদ্দা, গ্রহণম্>গহণং। ('ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মণ'এ র-ফলা লোপ পায়না)

(১০) আদিতে "ব-ফলা"র লোপ হয়—জ্বলতি>জলতি, স্বপ্নঃ>সপ্পো। ব্যতিক্রম—দ্বারম>দ্বারং।

(১১) পালিতে পরস্মৈপদ ও আত্মনেদ পদ দুইই আছে। তবে আত্মনেপদের ব্যবহার কম।

(১২) ন ও ণ দুইয়ের ব্যবহার আছে তেমনি 'য' 'ঞ'এর ব্যবহার আছে।

(১৩) পালিতে—'অব'>ও ; অয়>এ হয়—লবণম্>লোণং ; নয়তি> নেতি।

(১৪) ঐ এবং ঔ সংস্কৃতের এই দুটো স্বরধ্বনি পালিতেই নেই। ঐ>এ (প্রায়ই) কচিৎ 'ই' এবং 'ঈ' হয়। যেমন—ঐতিহ্যং>এতিযহ্যং ; নৈগমঃ> নেগমো। চৈত্রঃ>চিত্তো সৈন্ধবঃ>সিন্ধবো। (ই) গ্রৈবেয়ম্>গীবেয্যং। (ঈ)।

ঔ>'ও'। কখনো কখনো 'উ', 'আ' বা 'অ' হয়—উপম্যং>ওপম্মং ; ঔদিরকঃ> ওদরিক। ('ও')। উৎসুক্যং>উস্সুককং, ক্ষৌদ্রং>খুদ্দং (উ)। গৌরবম> গারবম ; ('া')। সৌম্য>সম্ম -'অ'।

ধ্বনি পরিবর্তন

উপরে কিছু উল্লেখ করা হয়েছে নীচে বাদ-বাকি সম্পূর্ণরূপে দেওয়া হল—

(অ) অ>আ—অলকা>আলকা। 'অ'>ই = চন্দ্রমা>চন্দিমা, অ>উ = মতিঃ>মুতি।

(আ) আ>অ = নাসিকা>নসিকা ; আ>এ—মাতৃকা>মেত্তিকা

(ই) ই>অ, ই>উ = ইষুঃ>উসু। ই>এ = নিষাদঃ>নেসাদো ; ই> ও=ইমাকুঃ>ওকোকো।

(ঈ) ঈ>অ—কৌমীত্বং>কোমজ্জং

(উ) উ>অ=বায়ুঃ>বায়ো। উ>ই=পুরুষঃ>পুরিসো। উ>অ = কর্পূরঃ>কপ্পরো। উ>ও = গুড়ূচী>গোলোচী।

(এ) এ>ই ; এ>ও = লক্ষেন্দ্রঃ>লঙিকন্দো। দ্বেষঃ>দোসো।

ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন

ক : ক>খ, গ, ট, ক্ক, ব হয়া—কীল>খীলো ; মুকঃ>মুগো ; কক্কোলম> টক্কোলং ; ভিষক্>ভিসক্কো। শুকঃ>সুবো।

গ : গ>ক, ব। ভৃঙ্গ>রঃ>ভিঙ্কারো, গৃহম্ >ঘরং।

ঘ : ঘ>হ=লঘুঃ>লগু।

চ : চ>জ, ত=লকুচম>লবুজং। চিকিৎসা>তিকিচ্ছা।

জ : জ>চ, দ, ঘ=প্রসেনজিৎ>পসেনদিৎ নিজং>নিঘং।

ট : ট>ঠ, ড, ল=কন্টকম্>কণ্ঠকং ; লেষ্টঃ>লেডড্ং স্ফটিকঃ>ফলিকো।

ণ : ণ>ন, ল = চিরেণ>চিরেন ; বেণুঃ>বেলু।

প : প>ফ, ব। পলিতানি>ফলিতানি। কপিঃ>কবি।

ফ : ফ>প = স্ফোটয়তি>পোঠেতি।

ব : ব>ব (অন্তঃস্থ), ভ। পিব>পিব (পিব়) ; বুসম্>ভুসং।

ভ : ভ>ধ, হ = অভিপ্রেতঃ>অধিপ্পেতো ; প্রভূতঃ>পহুতো।

য়ঃ য়>অ, ই, জ=কতিপয়াহং>কতিপাহং ; ত্র্যহঃ>তিহো ; গবয়ঃ> গবজো।

য ঃ য>ল=যাষ্টিঃ>লট্‌ঠি

'ব' ব>ং=শর্বরী>সংবরী।

'ল' ল>ন=ললাটম্>নলাটং।

'শ' শ>ছ, ড=শাবঃ>ছাপো ; শাকং>ডাকং।

'হ' হ>ধ, ভ=ইহ=ইধ। হংহো>হস্ভো।

সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন
(আদি ও স্বরমধ্যগত)

'ক্ষ' —ক্ষ>খ, ছ, চ, ম, ব্ব, ক্‌খ, চ্ছ, জ্‌ঝ হয়=ক্ষেমঃ>খেমো, ক্ষণঃ> ছণো (খণে), খুল্ল>চুল্লোং ক্ষামঃ>ঝামো ; দক্ষিণঃ>দক্‌খিণো, অক্ষি>অচ্ছি, বিক্ষারতি>বিজ্‌ঝায়তি।

'ণ্য' ণ্য>ঞঞ=অবণ্যং>অরঞ্‌ঞং।

ন্য ঃ ন্য>ঞ=ন্যায়ঃ>ঞায়ো।

জ্ঞ ঃ জ্ঞ>ঞঞণ=প্রজ্ঞা>পঞ্‌ঞা। আজ্ঞা>আণা।

ষ্ট ঃ ষ্ট>ট্‌ঠ=তুষ্ট>তুট্‌ঠো।

ষ্ঠ>ট্ঠ=শ্রেষ্ঠঃ>সেট্‌ঠো।

স্ত>ত্থ=হস্তঃ>হত্থ। স্তূপঃ>থূপো।

স্থ>থ=স্থূলঃ>থূলো ; স্থানম্>ঠানং ; অবস্থা>অবথা।

ত্স্য>চ্ছ=মৎস্যঃ>মচ্ছো ; কুৎসা>কুচ্ছা।

শ্চ>চ্ছ=পশ্চাৎ>পচ্ছা।

স্প>প্প=বনস্পতিঃ>বনপ্পতি।

ষ্প>প্প=বাষ্পঃ>বপ্পো।

গ্ধ>ড্ঢ=দগ্ধ>দড্ঢং।

শ্ন>ণ্‌হ, ঞ্‌হ=পৃশ্নি>পণ্‌হি। প্রশ্নঃ>পঞ্‌হো।

ষ্ণ>ণ্‌হ=উষ্ণঃ>উণ্‌হো।

ষ্ণ>ণ্‌হ=উষ্ণঃ>উণ্‌হো, তৃষ্ণা>তণ্‌হা।

স্ম>ম, স=স্মিতম্>মিতং ; স্মৃতিঃ>সতি।

হ্ব>ব্‌হ=জিহ্বা>জিব্‌হা।

ত্য>চ/চ্চ—ত্যাগঃ>চাগো ; অপত্যম্>অপচ্চং।

থ্য>চ্ছ=মিথ্যা>মিচ্ছা।

দ্য>জ/জ্জ=দ্যুতি>জুতি ; বিদ্যা>বিজ্জা। উদ্যামঃ>উয্যামো।

ধ্য>জ/জ ঝ=ধ্যায়ী>ঝায়ী।

বিষমীভবন (Dissimilation) : সমীভবনের বিপরীত। এখানে পদ মধ্যস্থিত দুটো সমধ্বনির মধ্যে একটি বদলে যায়—পিপীলিকা>কিপিল্লিকা (পালি)।

সমীভবন (Assimilation) : পদের উচ্চারণেব সময় অনেক সময় সন্নিকৃট দুটো বিভিন্ন ধ্বনি পরস্পর অথবা একে অপরের প্রভাবে পড়ে অল্পবিস্তর সাম্য লাভ করে—প্রজ্ঞা>পঞ্ঞা, অগ্নিঃ>অগ্গি, বিদ্যা>বিজ্জা।

বিপর্যাস-বিপর্যয় (Metachesis) : পদমধ্যস্থিত দুটো ধ্বনির স্থান পরিবর্তনকে বিপর্যাস বা বিপর্যয় বলা হয়—হ্রদ>রহদ ; জিহ্বা>জিব্হা, উষ্ণঃ>উণ্হো।

বিপ্রকর্ষ, স্বরভক্তি বা মধ্যস্বরাগম (Anaptyxis) : উচ্চারণের প্রযত্ন লাঘবের জন্য অথবা অনভ্যস্ত অভ্যাস অনুসারে সরল করতে গিয়ে কিংবা ছন্দের প্রয়োজনে অনেক সময় দুটো সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি স্বরধ্বনি এসে ব্যঞ্জন ধ্বনি দুটোকে বিশ্লিষ্ট করে দেয় এধরণের স্বরাগমকে বিপ্রকর্ষ, স্বরভক্তি বা মধ্যস্বরাগম বলে—স্নেহ>সিনেহ ; আর্য>অরিয় , ক্লেশ>কিলেস (প্রাকৃত) পদ্ম>পদুম (প্রাকৃত)। আবার আদিতেও স্বরাগম হয়—স্ত্রী>ইত্থী। (পালি ও প্রাকৃত)।

অন্ত্যস্বরাগম : শব্দের শেষে হয়—পরিষদ্>পরিসদা, নকৃত>নক্ত।

সমাক্ষরলোপ : অনেক সময় কোনো শব্দে পাশাপাশি দুটো সমধ্বনির বা সমধ্বন্যাত্মিক অক্ষরের মধ্যে একটি লোপ একে সমাক্ষরলোপ (Haplology বা Syllabic Syncope) বলে—প্রপা-পালিকা>পবালিআ, পাদোদক> পাদোক।

নাসিক্যীভবন (Nasalization) : নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হয়ে যদি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করে দেয় তাহলে নাসিক্যীভবন হবে—সন্ধ্যা> সঞ্ঝা>সাঁঝ, চন্দ্র>চন্দ>চাঁদ। দর্শনম্>দংসনং ; শর্বরী>সংবরী। (ঋ, র, ষ্) প্রভৃতি "মূর্ধা-উচ্চারিত" (অর্থাৎ ঊর্ধ্ব তালু-সন্নিহিত) ব্যঞ্জনধ্বনির

সংস্পর্শে "দন্ত্য ব্যঞ্জন" "মূর্ধন্য" উচ্চারিত হলে মূর্ধন্যীভবন (Cerebralization) বলে। কৃত>কট ; অস্থি>আঁঠি, বর্ত্তিকা>বট্টিকা, গ্রন্থিঃ>গণ্ঠি।

ঋ, র, ষ প্রভৃতি ধ্বনির সংস্পর্শ ছাড়া দন্ত্যব্যঞ্জন মূর্ধন্য উচ্চারিত হলে স্বতোমূর্ধন্যীভবন (Spontaneous Cerebralization) হলে—প্রথমঃ>পঠমো ; দাহকঃ>ডাহকো ; উৎ-দীন>উড্ডীন।

জোড়কলম : দুটো শব্দ কাটাজোড়া দিয়ে যদি একটি নূতন শব্দ তৈরী হয়—তাকে জোড়কলম শব্দ বলে—সম্যক+সোম্য>সম্ম (পালি)।

আদিস্বর লোপ (Aphesis)**:** পদের মধ্যবর্তী কোনো অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকলে অনেক সময় আদি স্বরধ্বনির লোপ হয়—অপিহিত>পিহিত্ব উদক>দাদক।

অপিনিহিতি (Epenthesic) পদের মধ্যস্থিত ই-কার এবং উ-কার স্বস্থানে থেকেও পূর্বস্থিত ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে উচ্চারিত হলে অপিনিহিত বলে। প্রাকৃতেও এর অস্তিত্ব রয়েছে—অর্য্য, আর্য্যা>অরিঅ>অইর>এর। পর্য্যন্ত>পরিঅন্ত>পইরন্ত>পেরন্ত।

অভিশ্রুতি (Umlaut)**:** অপিনিহিতি অথবা বিপর্যস্ত (Metathetic) স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হলে এবং সেইমতো পরবর্তী স্বরধ্বনির বিকৃতি ঘটলে অভিশ্রুতি বলে—আশ্চর্য্য>অচ্ছরিঅ>অচ্ছইর>অচ্ছের।

পালিতে আদি সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন (Treatment of Initial Conjunct Consonants in Pali) সংস্কৃতে অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে পালি ভাষায় তার বিভিন্ন প্রকারের রূপান্তর দেখা যায়। উদাহরণ সহ রূপান্তরের উল্লেখ নীচে করা হল—

(১) আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির একটি **লোপ :** জ্বলতি>জলতি ; প্রস্তরঃ>পত্থরো।

(২) আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি স্বরধ্বনি এসে ব্যঞ্জন দুটোকে বিশ্লিষ্ট করলে "স্বরভক্তি" হয়—ক্লিন্নঃ>কিলিন্নো ; শ্লাঘা>সিলাঘা।

(৩) উচ্চারণের সুবিধার জন্য আদি "স্বরাগম" হয়—স্ত্রী>ইত্থী।

(৪) আবার অনেক সময় যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি অপরিবর্তিত থাকে—দ্বিপোঃ> দ্বিপো ; ব্রহ্ম>ব্রহ্মং।

(৫) আবার অনেক সময় আদিস্থিত যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমে সমীভবন হয় এবং পরে একটির লোপ হয়—ধ্যানম্>ঝাঝানং (ঝানং) ; ত্যাগঃ>চচাগো (চাগো)।

পালিতে স্বর-মধ্যস্থিত যুক্ত-ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন
(Treatment of intervocalic Conjunct Consonants in Pali)

(১) মূল শব্দের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে পালি ভাষায় তাদের "সমীকরণ" হয় অর্থাৎ তাদের অন্যবিস্তর সাম্যলাভ হয়। এই সমীকরণ সাধারণত তিন প্রকার। যথা (১) পরাগত—উল্কা>উক্কা, অবস্থা>অবত্থা, ধর্ম>ধম্মো। (২) প্রগত—চৈত্রঃ>চিত্তো (চেত্তো, পক্বঃ>পক্কো (পিক্কো)। (৩) অন্যোন্য (Mutual. (1) Progressive. (2) Regressive) চক্র> চক্কো ; পদ্ম>পদ্দ, পক্ব>পক্ক, লগ্ন>লগ্‌গ, অদ্য অজ্জ, কণ্যা>কঞ্‌ঞা।

পালি কর্মভাববাচ্য
(Passive Voice)

সংস্কৃতের মতো পালিতেও ধাতুর উত্তর কর্মভাববাচ্যে 'য' প্রত্যয় হয়। আবার অনেক সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে এই 'য' প্রত্যয়ের সমীকরণ হয়, য>ইয় (ঈয়), ইয্‌য হয়।

সংস্কৃতে শুধুমাত্র আত্মনেপদী ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়। পালিতে পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী দু'ধরণের ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হতে পারে।

(সং) মথ—মথীয়তি ; (সং) বচ্—বুচ্চতি, বুচ্চতে।

(সং) মহ—মহীয়তি ; (সং) কৃ—করিয়তি, করিয়তে, করিযযতি, করিয্‌যতে।

(সং) গম—গম্মতি, গম্মতে, গচ্ছীয়তি, গচ্ছীয়তে।

PRESENT PARTICIPLE (Active & Passive)

বর্তমান কালের কৃদন্ত বিশেষণ গঠিত হয়—অৎ, অন্ত (শতৃ), আন মান (শানচ্) প্রত্যয় যোগ করে। সাধারণতঃ পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর যুক্ত হয় অৎ ও অন্ত।—গচ্ছৎ, গচ্ছন্তো। আর আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর যুক্ত হয়—মান ও আন দিয়ে—ভাসমানো, ভাসানো। তবে এর ব্যতিক্রম রয়েছে।

Past Participle (Active & Passive)

অতীত কালের কৃদন্ত বিশেষণ গঠিত হয়—ত, ইত, ন, তবৎ প্রত্যয় যোগে করে—কৃ—কতো, বৃৎ—বুত্তো (উত্তো); বস্+ত—উত্থো, বুত্থো, উসিতো,

বসিত্তো, বুসিত। রুদ্+ত=রোদিতং, কগ্নং, রোণং। 'দা'-ধাতু থেকে—দিন্নো, দত্তো, 'ভুজ'-ধাতু থেকে—ভুওবা। 'হুতবা, হুতবান।

Future Participile (Active & Passive)

'দা'>দাতব্য ঃ দাতেব্বো, ভূ-ভবিতবো (ভবিতব্যঃ)।

নিমিত্তার্থ ক্রিয়া (Infinitive)

পালিতে নিমিত্তার্থে—'তুম' প্রত্যয় যোগে নিমিত্তার্থ ক্রিয়া গঠন করা হয়—তুং (কর ধাতু) কত্তুং, কাতু; সু(শ্রু)+তং=সোতুং, সুনিতুং। জি—জেতুং জিনিতু; ঞা (জত্তা) ঞাতুং, জানিতুং তবে (গম্ ধাতু) গন্তবে। নী+তবে= নেতবে। 'কৃ' ধাতু—কাতবে, কত্তবে। তুয়ে ('মৃ' ধাতু)—মরিতুয়ে; দিস (দৃশ)+তুয়ে=দক্খিতুয়ে। তায়ে (দৃশ ধাতু)—দক্খিতায়ে।

পূর্বকালিক অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund) সংস্কৃতে যেমন ল্যাপ্ (য) ক্তাচ (ত্বা) প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে পালিতে তা নেই। উপসর্গ না থাকলেও 'য' প্রত্যয় হতে পারে এবং উপসর্গ থাকলে 'ত্বা' প্রত্যয় হতে পারে—বন্ধ+য=বন্ধিয়, অভি—বন্ধ+য=অভিবন্ধিয়। অভি—বন্ধ+ত্বা=অভিবন্ধিত্বা। সংস্কৃতের 'ত্বা' ও 'য' প্রত্যয় ছাড়া অসমাপিকা ক্রিয়া গঠনের জন্য পালিতে আরো দুইটি প্রত্যয় আছে। এই প্রত্যয় দুইটি 'ত্বান', 'তূণ'। —'কৃ' ধাতু=কত্বান/কত্তূন। 'গম' ধাতু—গত্বান/গত্তূন।

নিজন্ত ধাতু (Causative Verb)

সংস্কৃত "প্রেরণ" অর্থ বোঝাতে হলে ধাতুর উত্তর 'নিচ্, (ই) প্রত্যয় হয়। 'নিচ' এর জায়গায় "অয়" আদেশ হয়। —সং-কৃ+নিচ্+লটতি=কারয়তি। 'পচ্'+নিচ+লটতি=পাচয়তি।

পালিতে 'অয়'এর জায়গায় 'এ' হয়—পাচয়তি>পাচেতি; কারয়তি> কারেতি।

সংস্কৃতের 'আপি' পালিতে 'আপয়' হয়। কারয়তি>কারাপেতি; ভোজয়তি>ভোজাপেতি।

সপ্তম অধ্যায়

পালি সন্ধি

পালিতে প্রধানতঃ তিন প্রকার সন্ধি দেখতে পাই—(১) স্বরসন্ধি (২) মিশ্রসন্ধি (৩) নিগ্গহীতসন্ধি।

স্বরসন্ধি : (১) স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকলে কখনো পূর্ব স্বরের আবার কখনো পরবর্তী স্বরের লোপ হয়—

মহা + ইচ্ছো = মহিচ্ছো। তে + ইমে = তেমে। মে + অত্থি = মেত্থি।

(২) পূর্বস্বর লুপ্ত হলে পরবর্তী স্বর দীর্ঘ হয়—

সচে + অহং = সচাহং। তত্র + ইদং = তত্রীদং।

(৩) পরবর্তী স্বরের লোপ হলে পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়—

সাধু + ইতি = সধূতি ; সু + ইধ = সূধ।

(৪) আবার কখনো কখনো সংস্কৃতের মতো স্বরসন্ধি হয়—

ন + অধিগচ্ছতি = নাধিগচ্ছতি।

(৫) সংস্কৃতের মতো কোনো কোনো জায়গায় অ-কার বা আ-কারের সঙ্গে পরস্থিত ই-কার ও ঈ-কারের স্থানে এ-কার এবং উ-কার ও ঊ-কারের স্থানে ও-কার হয়—

অব + ইচ্চ = অবেচ্চ। যথা + উদকে = যথোদকে। উপ + ইত = উপেতো। জিন + ঈরিতং = জিনেরিতং।

(৬) অ-বর্ণ, 'ই'-বর্ণ ও 'উ'-বর্ণের পর 'ঐ' বর্ণগুলো থাকলে সংস্কৃতের মতো কখনো কখনো দুই মিলে "দীর্ঘ" হয়—

তত্র + অয়ং = তত্রায়ং। যানি + ইধ = যানীধ। বহু + উপকারং = বহূপকারং।

(৭) স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বের এ-কার কখনো কখনো য-কার হয় এবং তাই যদি হয় তাহলে পরবর্তী অ-কার, আ-কার হয়—

তে + অহং = ত্যাহং। মেয় + অয়ং = ম্যায়ং।

(৮) স্বরবর্ণ যদি পরে থাকে তবে পূর্বস্থিত ও-কার ও উ-কার কখনো কখনো—'ব' হয়—

কো+অথো=কথো। সু+আগতং=স্বাগতং।

(৯) দীর্ঘস্বরর পরবর্তী "এব" শব্দের "এ-কারের" জায়গায় বিকল্পে "রি" হয় এবং পূর্বস্বর 'হ্রস্ব' হয়—

যথা+এব=যথরিব। তথা+এব=তথাঁবব।

(১০) অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বস্থিত ই-বর্ণ প্রায়ই 'য'-কার হয়।

বি+অঞ্জনং=ব্যঞ্জনং।

মিশ্রসন্ধি (ব্যামিস্সক সন্ধি): পূর্ববর্তী পদান্তে স্বরবর্ণ ও পরবর্তী পদারম্ভে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে উভয়ের (স্বর ও ব্যঞ্জনের) সন্ধিকে মিশ্র বা ব্যামিস্সক সন্ধি বলা হয়—

অনু+থূলানি=অনুংথূলানি।

(১) সুখোচ্চারণ ও ছন্দোরমার জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বস্থিতহ্রস্ব স্বর কখনো কখনো দীর্ঘ হয়—

মুনি+চরে=মুনীচরে।

(২) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বস্থিত স্বরবর্ণ দীর্ঘ থাকলে হ্রস্ব হবে—

যথা+ভাবী=যথভাবী।

(৩) পূর্ববর্তী স্বর ও পরবর্তী ব্যঞ্জনের সন্ধিতে পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হবে—

প+বজ্জং=পব্বজ্জং।

(৪) ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে "সো এবং "এসো" শব্দের ও-কারের জায়গায় অ-কার হবে—

এসো+ধম্মো=এসধম্মো।

(৫) সাধারণতঃ "ইদম" শব্দের পদ ও "এব" পরে থাকলে—পূর্ববর্তী স্বরান্ত শব্দের পর 'য' আগম হয়—

মা+ইদং=মায়িদং। তে+এব=তেয়েব। এছাড়াও আরও কিছু রয়েছে।

নিগ্‌গহীত (অনুস্বার সন্ধি): অনুস্বারের পরে স্বর কিংবা ব্যঞ্জন থাকলে—উভয়ের সন্ধিকে নিগ্‌গহীত সন্ধি বলে।

রণং+জহো=রণঞ্জহো (রণংজহো)। সং+আপো=সন্নাপো।

(২) 'এব' শব্দের 'এ' এবং 'হি' শব্দের 'হ' পরে থাকলে পূর্বস্থিত অনুস্বারের জায়গায় 'ঞ' হয়—

এবং + হি=এবঞ্‌ হি, এবংহি।

(৩) অনুস্বারের পর য-কার থাকলে উভয়ে মিলে বিকল্পে "ঞঞ" হয়—

সং + যুত্ত=সঞ্ঞঞ্ত্তং, সংযুত্তং।

এছাড়া আরও সন্ধির যে নিয়ম রয়েছে—এখানে তা বর্জন করা হল।

অষ্টম অধ্যায়

প্রাকৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব

'প্রাকৃত' শব্দেব ব্যুৎপত্তি নিয়ে ভাবতীয় বৈয়াকবণেবা মোটামুটি একই মতেব।

হেমচন্দ্র, মার্কণ্ডেয়, প্রভৃতি পণ্ডিতেবা মতবাদ উল্লেখ কবেছেন, তাব কয়েকটি উল্লেখ কবা হল—

"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবং বা তত আগতম" হেমচন্দ্র। প্রকৃতি সংস্কৃতং তদ বিকৃতিঃ প্রাকৃতম্। প্রাচীন কালেব পণ্ডিতদের প্রায় সকলেই প্রাকৃতকে সাহিত্যেব ভাষা বলে মনে কবতেন। পিশেল বলেন—"By the term Prakrit the Indian grammarians and rhetoricians comprehanded multitude of literary languages."

সাংখ্যদর্শন মতে "প্রাকৃত" শব্দটিব অর্থ হচ্ছে প্রকৃতি, অর্থাৎ মূল পদার্থ থেকে উৎপন্ন।

ইউবোপ খণ্ডেব পণ্ডিতদেব মতে প্রা'কৃত' মতের তিনটিব কথা পাই—(১) সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত ভাষাকে প্রাকৃত বলেছেন। (২) ভাবতীয়-আর্য ভাষা-সমূহেব মধ্যম যুগের ভাষা বলতে বোঝায় পালি ও প্রাকৃতকে। (৩) সাহিত্যিক ভাষা থেকে পৃথক স্বাভাবিক কথ্য ভাষায় কেও বোঝায়।

এ সম্পর্কে আমবা আগেই আলোচনা কবেছি বলে আব আলোচনা এই পবিচ্ছেদে করলামনা। তা ছাড়া প্রাকৃতের সাধাবণ নিয়মাবলীর উল্লেখও আগে করেছি।

সাহিত্যিক প্রাকৃত

সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষা যে কথ্যভাষা ছিলনা—এ সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিতই উল্লেখ করেছেন। Pichel বলেছেন—"The Indians always understood

by the term Prakrit the literary languages." সংস্কৃত নাটকে নারী ও নিম্নশ্রেণী পুরুষের ভাষা, গৌড়বধ-সেতুবধ-গাথা সপ্তশতী প্রভৃতি কাব্যের ভাষা এবং জৈনশাস্ত্র ও সাহিত্যের ভাষা—প্রভৃতিকে প্রাচীন বৈয়াকরণেরা "প্রাকৃত" নাম দিয়েছেন। এই প্রাকৃত ভাষা মোটামুটি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দ থেকে ষোড়শ শতাব্দ পর্য্যন্ত নাট্যকারেরা ব্যবহার করেছেন।

প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণগুলোতে প্রাকৃত ভাষাগুলোর যে বিবরণ আমরা পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধ-মাগধী, পৈশাচী এবং অপভ্রংশ।

প্রাকৃত-বৈয়াকরণেরা মাহারাষ্ট্রীকে মূল প্রাকৃত ধরে তার সঙ্গে তুলনা করে অন্যান্য প্রাকৃতের লক্ষণ বিচার করেছেন। তাই আচার্য দণ্ডী তাঁর "কাব্যাদর্শ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—"মহারাষ্ট্রশ্রয়াংভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদু।"

সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃতকে প্রধানতঃ কবিতা ও গানের ভাষা হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। গৌড়বধ-সেতুবন্ধ-গাথা সপ্তশতী প্রভৃতি কাব্য মহারাষ্ট্রী প্রকৃতেই রচিত।

মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের বিশিষ্টলক্ষণ :

(ক) স্বরমধ্য গত অল্পপ্রাণ অঘোষ ব্যঞ্জনের বিলোপ এবং স্বরমধ্যগত মহাপ্রাণ বর্ণের হ-কারে রূপান্তর। (বর্গের—প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ—অল্পপ্রাণ ক, গ,। দ্বিতীয় ও চতুর্থ=মহাপ্রাণ ('হ' ধ্বনির আভাস রয়েছে।) যেমন—সকল>সঅল, কথং>কধং>কহং।

(খ) ক্রিয়াবিশেষণীয় প্রত্যয় 'আহি' অপাদানের এক বচনের গঠন করে—দূরাৎ>দূরাহি ; মূলাৎ> মূলাহি।

(গ) আত্মন>অপ্প রূপ গ্রহণ করে (তবে শৌরসেনীও মাগধীতে "অত্ত" হয়)।

(ঘ) ক্ষ>চ্ছ=ইক্ষু>উচ্ছু (শৌরসেনীতে "ইক্‌খু")।

(ঙ) সপ্তমী বিভক্তিতে একবচনে "স্মিন" (সং)>স্মি (শৌরসেনী "ম্‌হি" হয়—একস্মিন>একস্মি ; একৃমহি)।

(চ) ব্যঞ্জন-লোপ অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(ছ) সংস্কৃতে যে শব্দ পুংলিঙ্গ, মাহারাষ্ট্রীতে তা স্ত্রীলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ—দেবাঃ>দেবা, দেবানি বা দেবাইং প্রশ্ন>পণ্‌হো, পণ্‌হা।

কইঅব-রহিঅং পেম্মং ণ হি হোই মামি মাণুসে লোএ।
জোই হোইণ তস্‌স বিরহো হোন্তম্মি কো জীঅই গাথা সপ্তশতী। (২/২৪)

(ছলনাহীন প্রেম, সখি মানুষের সংসারে হয়না। যদি হয় তবে সেখানে বিরহ নেই। তথাপি যদি বিরহ দেখা দেখ তবে কে বাঁচে?)

(অলংকার কাকু বক্রোক্তি)।

শৌরসেনী: মথুরার কাছেই শূরসেন দেশের নামানুসারে মধ্যদেশের প্রাকৃতের নাম হয়েছে শৌরসেনী। সংস্কৃত নাটকে শৌরসেনী নারী ও অশিক্ষিত পুরুষের ভাষা। "কর্পূরমঞ্জরী" নাটকে রাজাও শৌরসেনী ভাষায় কথা বলেছেন। শৌরসেনীকে হিন্দী ও সংস্কৃতের মধ্যবর্তী স্তর বলা যেতে পারে। মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর আলোচনা করতে গিয়ে আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন—মহারাষ্ট্রীর সঙ্গে শৌরসেনীর কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই, একটি ছাড়া—স্বর মধ্যগত দ-কার ও ধ-কারের স্থিতি (যেমন শৌরসেনীতে গচ্ছদি, মাগধীতে—গচ্ছই সং< গচ্ছতি শৌবসেনী—কধোদি মাঃ কহেই<কহয়তি।)

শৌরসেনী প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য:

(১) স্বরমধ্যস্থিত দ-কার ও ধ-করের অবস্থিতি—

তথা>তধা; গচ্ছতি>গচ্ছদি।

(২) ক্ষ>ক্‌থ=অক্ষি>অক্‌খি।

(৩) কর্মভাববাচ্যের য>দঅ=গম্যতে>গমিঅদি।

(৪) সংস্কৃত প্রভাব স্বীকৃত।

(৫) সপ্তমীর একবচনে—স্মিন্>ম্‌হি (মা স্মি, অর্ধমাগংসি)

(৬) আত্মন>অত্ত।

(৭) সংস্কৃত ক্ত্বা>ইয় (ইঅ) হয়—করিঅ, গমিঅ। কৃত্বা, সত্বা, পঠিত্ব।

(৮) তিষ্ঠ>চিট্‌ঠ!

(৯) অন্ত 'ম'-কারের পর ই এবং 'এ'-কার থাকিলে বিকল্পে ণ-কারের আগম হয়—

যুক্তম্‌ইদম>জত্তং ণিমং, জুত্ত মিমং।

(১০) ভবিষ্যৎ কালের প্রত্যয়ে পূর্বে "সিস্" যোগ করা হয়—

হসিষ্যতি>হসিসিস্‌সদি। করিষ্যতি>করিসিস্‌সদি।

(১১) বর্তমান কালে 'ত্তি' ও 'ত্তে' প্রত্যয়ের স্থানে 'দি' ও 'দে' হয়—

হসন্তি>হসন্দি, হসন্দে।

(১২) পঞ্চমীর একবচনে 'দো' এবং 'দু' হয়—

জিনাৎ>যিণাদো যিণাদু।

(১৩) সংস্কৃতে 'র্য' স্থানে>জ্জ ও 'য্য' দুইই হয়—

আর্য>অজ্জ (অয্য); সূর্য>সুজ্জ, সুয্য।

(১৪) স্বরমধ্যবর্তী অসংযুক্ত 'থ'>'হ' ও ধ-কার হইতে পারে—

নাথ>নাধ, নাহ।

শৌরসেনী প্রাকৃতের নিদর্শন :

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ : শকুন্তলা :—"পৌরব জুত্তংণাম দে-তহ পুরা অস্সমপদে সহাকুত্তাণহিঅঅং ইমং জণং তহ সমঅপুব্বং পতারিঅ ঈদিসেহিং অক্খরেহিং পচ্চাক্খাদং" (আর্যপুত্র! সংশয়িতে পরিণযে ন এব সমুদাচারঃ। [পৌরব যুক্ত নামতে তথা পুরা আশ্রম পদে স্বভাবোত্তান হৃদয়ম্ ইমং জনং তথা সময় পূর্বং প্রত্যর্য ঈদৃশৈবক্ষরৈঃ প্রত্যাখ্যাতুম্।])

(হে পুরুবংশীয়! এই স্বভাবসরল মানুষটিকে তপোবনে শপথ নিয়ে ঐভাবে প্রতারণা করে এখন এইসব কথা বলে প্রত্যাখ্যান করা আপনারই উপযুক্তই বটে।)

(সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার/কালিদাস/২) পৃ ১৮০
প্রধান উপদেষ্টা—ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী
শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকী।

বৈয়াকরণ হেমচন্দ্রের প্রদত্ত লক্ষণাসারে বলা যেতে পারে "পৈশাচী পালিরই রূপান্তর" (ভাষার ইতিবৃত্ত/ডঃ সুকুমার সেন/পৃঃ ১২৯/ত্রয়োদশ সং)।

পৈশাচীর সঙ্গে প্রত্নলিপিতে প্রাপ্ত উত্তর-পশ্চিমার বা গান্ধারীর বেশ মিল আছে। একথা গান্ধারী থেকে উদ্ভূত হলেও পৈশাচী অ-সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বভূমিক রূপটি নিয়ে দেখা দিয়েছিল। সুতরাং ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে পৈশাচী পালি গোত্রীয়।

মাগধী

মাগধী, সংস্কৃত নাটকে অশিক্ষিত ইতর শ্রেণীর লোকেদের ভাষা। প্রাচ্যার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন, যাহা মাগধী ভাষায় রচিত তা হচ্ছে সুতনকা প্রত্নলিপি। ডঃ সুকুমার সেন মাগধীকে প্রাচ্যার প্রতিনিধি ভাষা হিসেবে গ্রহণ

করতে চাননি। তাঁর মত হচ্ছে—'মাগধী প্রাকৃত একেবারে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা, যার ব্যবহার সংস্কৃত নাটকে শুধু হাস্য-কৌতুকের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাচীন বৈয়াকরণেরা মাগধী প্রাকৃতেব কয়েকটি বিভাষার উল্লেখ করেছেন—**শাকারী, চণ্ডালী, শাবরী,** প্রভৃতি।

মৃচ্ছকটিকের (নাটক) রাজ-শ্যালক শকারেয় ভাষা শাকারী।

মাগধীর বৈশিষ্ট্য

(১) 'শ'এর ব্যবহার—শুষ্ক>শুশ্ক।

(২) র>ল—দারুণ>দালুণ।

(৩) জ>য=জানাতি>যানাদি।

(৪) পদমধ্যস্থিত 'দ' ও 'ধ'ব স্থিতি=ভবিশ্শদি ; মালেধ।

(৫) কর্তাকারকে অ-কারান্ত শব্দের এক বচনে ":" স্থানে (১) ই-কার, (২) 'এ'কাব (৩) কিংবা ':' লোপ হয়—নরঃ>নরে। এষঃ রাজা>এশ লাআ ; এষঃ রাজা>এশি লাআ ; এষঃ পুরুষঃ>এশে পুলিশে।

(৬) সম্বোধনে 'অ'-কারান্ত শব্দের "অ">আ হয়—হে পুরুষ>হে পুলিশা।

(৭) যুক্ত ব্যঞ্জন সমীকৃত না হয়ে মাগধীত ব্যবহৃত হয়।

(৮) স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের প্রাচুর্য=ভর্তৃকঃ>ভস্টকে।

(৯) ক্ষ>শ্ক (ক্ষ=ক্+ষ, তার বর্ণ বিপর্যয়)=প্রেক্ষতে>পেশ্কাদি।

(১০) নূতন নিয়মে সমীকরণ—

চ্ছ>শ্চ=মৎস্য>মচ্ছ>মশ্চ ; ত>স্ট=ভর্তা>ভস্টা।

র্থ>স্ত=বিক্রয়ার্থম্>বিক্কঅস্তং।

স্থ>স্ত=উপস্থিত>উবস্তিদ।

(১১) সংযুক্ত 'ষ'এর স্থানে স-কার হয়=কষ্ট>কস্ট, বৃহস্পতি>বুহস্পদি।

মাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

ধীবর : 'একশিং দিঅশে খণ্ডোশে লোহিঅ-মচ্ছে মএ কপ্পিদে, ভাব তশ্শ উদলব্ভন্তলেপেক্খামি দাব এদংলদণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং দেক্খিঅং।' (সং—একস্মিন্ দিবসে খণ্ডশঃ রোহিতমৎস্যো ময়া কল্পিতঃ, যাবৎ তস্য উদরাভ্যন্তরে

প্রেক্ষে তাবৎ এত্য রত্নভাস্বরং অঙ্গুরীয়কং দৃষ্টম্) (পৃঃ ১৮৪/জ্যোতিভূষণ চাকী সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার/২)

সং>মা = একস্মিন>এক্কশি শং। দিবসে>দিঅসে; খণ্ডশঃ>খণ্ডশো, রোহিতমৎস্যো>লোহিঅ-মচ্ছে; ময়া>মএ, কল্পিতঃ>কপ্পিদে, যাবৎ>জাব; উদরাভ্যন্তরে>উদরাভ্যন্তরে, প্রেক্ষে>পেক্খামি, তাবৎ>দব, এতৎ>এদং; রত্নভাস্বরং>লদনভাসুলং, অঙ্গুরীয়কং>অঙ্গুলীঅঅং, দৃষ্টম্>দেক্খিঅং।

(প্রতিটি শব্দের সংস্কৃত রূপ দেওয়া হয়েছে।)

(একদিন রুইমাছ খণ্ড খণ্ড করে কাটতে গিয়ে ঐ মাছের পেটের ভেতর এই রত্নোজ্জ্বল আংটি আমি দেখতে পেয়েছি।)

অর্ধ মাগধী

অর্ধ মাগধীর ব্যবহার জৈন-সাহিত্যে রয়েছে। জৈন সাহিত্যিকরা মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীরও ব্যবহার করেছেন। তাই এদেরকে জৈন-মাহারাষ্ট্রী ও জৈন-শৌরসেনীও বলা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

(১) 'র', 'ল' দুইয়ের ব্যবহার দারুণ>দালুণ (দারুণ)।

(২) ঃ যুক্ত পদান্ত-অ-কার 'এ', 'ও' দুইই হয়—বৃদ্ধঃ>বুড্ঢো (বুড্ঢে)।

(৩) ষ, শ নেই, 'স'এর ব্যবহার আছে।

(৪) স্বরমধ্যগত লুপ্ত ব্যঞ্জনের স্থানে প্রায়ই য়-শ্রুতির ব্যবহার পাই—সাগর>সায়র।

(৫) স্বরমধ্যগত 'গ' ক্বচিৎ ব্যবহৃত হয়েছে। —লোকস্মিন্>লোগংসি।

(৬) দুটো স্বরের মধ্যবর্তী 'প'>ব হয়—পাপক>পাবক, উপনীত>উবনীয়।

(৭) ন>ণ হয়—অনিল>অনিল, নদী>ণই, নঈ।

(৮) য>জ—যথানামক>জহাণামএ।

অর্ধ মাগধীর নিদর্শন

তেণং কালেণং তেণ সমএণং সিন্ধু-সোবীরেসু জনপএসু বীয়ভএ নামং নয়রে হোত্থা উদায়ণে নামং রয়া পভাবঈ দেবী।

(সে কালে সে সময়ে সিন্ধু সৌবীর জনপদে নগর ছিল, সেখানে বীরভদ্র নামে রাজা ও প্রভাবতী নামে রাণী ছিল।)

পৈশাচী

পৈশাচী ভাষায় লিখিত কোনো সাহিত্য পাওয়া যায়নি। তবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু রচনা পাওয়া গিয়েছে। তবে জনশ্রুতি গুণাঢ্য তার "বড্ডকহণ" এই ভাষাতেই রচনা করেছিলেন। সে রচনা লুপ্ত। সংস্কৃতে অনূদিত আমাদের অবলম্বন।

যে জন্য এর লক্ষণ ও নিদর্শনও দেওয়া হল না।

অপভ্রংশ

মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার শেষ স্তর হচ্ছে অপভ্রংশ। আচার্য দণ্ডী তাঁর "কাব্যাদর্শ" গ্রন্থে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ যে পৃথক ভাষা তার উল্লেখ করেছেন। কাব্যে ব্যবহৃত "আভীর" প্রভৃতির জাতির ভাষাকে তিনি অপভ্রংশ বলে উল্লেখ করেছেন—

"আভীরাদিগিরঃ কাব্যেস্বপভ্রংশ ইতি স্মৃতাঃ
শাস্ত্রে তু সংস্কৃতাদন্যদপভ্রংশতয়োদিতম্।"

পতঞ্জলি প্রমুখ বৈয়াকরণের মতে সংস্কৃত ছাড়া বাকী সব প্রাকৃত ভাষাই অপভ্রংশের অন্তর্গত। আবার অনেক বৈয়াকরণের মতে অপভ্রংশ প্রাকৃতের একটি অবান্তর ভেদ। নমিসাধু তাঁর 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে লিখিছেন—"প্রাকৃতমেবাপভ্রংশ"। অর্থাৎ অপভ্রংশ হচ্ছে মাগধী, শৌরসেনীর মতো এক প্রকার প্রাকৃত ভাষা।

এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পরিহার করে উল্লেখ করলাম—মধ্য ভারতীয়-আর্যের যে সার্বজনীন রূপটি অশিষ্ট লোকসাহিত্যের বাহক হয়ে উঠেছিল তাই প্রাচীন অপভ্রংশ এবং প্রাচীন অপভ্রংশের যে রূপটি আধুনিক ভারতীয়-আর্যের অব্যবহিত পূর্বাবস্থা তাই অর্বাচীন অপভ্রংশ বা লৌকিক বা অবহট্‌ঠ বলে ডঃ সুকুমার মনে করেছেন। প্রাকৃত ব্যাকরণে অপভ্রংশের প্রাচীন ও অর্বাচীন দুই রূপই দেখা যায়। মহাকবি কালিদাসের "বিক্রমোর্বশী" নাটকে কতকগুলো গান রয়েছে—যা অপভ্রংশে রচিত।

অপভ্রংশের লক্ষণ

(১) প্রথমার একবচনে বিভক্তিহীনতা বা 'উ' বিভক্তি। (প্রাকৃতে 'ও' বিভক্তি)।

(২) শব্দ ও ধাতু রূপের সরলতা।

(৩) ক্ষুদ্রার্থক 'ইক্' প্রত্যয় থেকে নূতন করে স্ত্রীলিঙ্গের উৎপত্তি।

(৪) ষষ্ঠীর একবচনে 'হ' বিভক্তি।

(৫) স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের ফলে শব্দগুলোকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অ-কারান্ত ক'রবার প্রবণতা।

(৬) ছন্দে সমমাত্রিক ও অন্ত্যানুপ্রাস।

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন যে অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্বাচীন অপভ্রংশ সমগ্র উত্তরাপথে—গুজরাট—আসাম-উড়িষ্যা পর্যন্ত ভূখণ্ডে সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী সাধুভাষা রূপে লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল।

অপভ্রংশের মুখ্য আঞ্চলিক বিভাষা হয়েছে "নাগরক"।

নীচে অপভ্রংশের প্রাচীন ও অর্বাচীন রূপের নিদর্শন তুলে ধরা হল—

প্রাচীন : সহঅরি-দুক্খালিদ্ধঅং
সরবরম্মিসিণিদ্ধঅং
অবিরল-বাহ-জলোল্লঅং
তম্মই হংসী-জুঅলঅং। (বিক্রমোর্বশী ৪র্থ অঙ্ক)

(সহচরীর দুঃখে অভিভূত, কোমল-হৃদয়া হংসী-যুগল অবিরল বাষ্পধারায় আর্দ্র হয়ে এই সরোবরে বিলাপ করছে।)

অর্বাচীন : রাত্রা লুদ্ধ সমাজ খল
বহু কলহারিণি সেবক ধুত্তউ
জীবন চাহসি সুক্খ জই
পরিহর ঘর জই বহুগুণ জুত্তউ। (প্রাকৃত পৈঙ্গল)

(রাজা লোভী, সমাজ খল, স্ত্রী কলহারিণী এবং সেবক ধূর্ত; জীবনে যদি সুখ চাও তবে বহুগুণযুক্ত গৃহও পরিত্যাগ কর।)

নবম অধ্যায়

(প্রাকৃত সন্ধি)

সংস্কৃত ভাষায় সন্ধির স্থান খুব উচ্চে; কিন্তু প্রাকৃতে সন্ধির গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছে। প্রাকৃতে স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি, বিসর্গসন্ধি রয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে সন্ধি নিষেধ রয়েছে।

সন্ধি নিষেধ—নিশাকর>নিসাঅর। এক পদের স্বরবর্ণে সন্ধি হয় না—পাদ>পাঅ। ই, ঈ, উ এবং উ এই কয়টি অসমান স্বর পরে থাকলে সন্ধি হয় না—বগেগবি, অবয়াসো, দণুইন্দো।

স্বরসন্ধি : রাএসি=রাঅ+ইসি=রাজর্ষি।

নর+ইন্দ্র=নরেন্দ্র (নরিন্দ্র)।

মহূসব=মহ+উসব।

দেবকুল>দেবউল>দেউল।

ই, ঈ, উ, উ—এদের আগে অ, আ থাকলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়—স্থবির=থইর=থের, নতিদূর=নাদিদূর=ন+অতিদূর।

ব্যঞ্জনসন্ধি : প্রাকৃতে পদান্তে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে না। প্রাকৃতে দুটি পদে সমাস হলে পূর্বপদের ব্যঞ্জন অনেক সময় রক্ষা করা হয়ে থাকে—যৎ+অস্তি=জদ্অত্থি।

প্রাকৃতে ম>ং হয়। তবে অনেক সময় পরস্থিত স্বরবর্ণকে ম্-কারের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায়—একম্+একম্=একমেক্কং।

সমীভবনের ফলেও সন্ধি হয়—দুর+লভ=দুল্লভ, দুল্লহ।

বিসর্গসন্ধি : (১) প্রাকৃতে : ব্যবহার নেই। তবে পদান্তে অ-কারের পর বিসর্গ থাকলে>ও-কারে পরিণত হয়—নরঃ>ণরো।

(২) দুঃখ>দুক্খ। দুঃসহ>দুস্সহ।

প্রাকৃত ভাষার শব্দভাণ্ডার

শব্দভাণ্ডার হচ্ছে ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে ভাষার শব্দভাণ্ডারে শব্দ সংখ্যায় অধিক সে ভাষা ততই উন্নত—যেন ধনীর সম্পদের মতো।

প্রাকৃত ভাষার ভাণ্ডারে যে শব্দগুলো আমরা পাই—তা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত—তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী।

তৎসম : যে শব্দগুলো সংস্কৃত থেকে অবিকৃতভাবে প্রাকৃতে গৃহীত হয়েছে তাকে তৎসম শব্দ বলা হয়—গঙ্গা, জল, তরু, দন্ত, সিন্ধু, প্রভৃতি।

তদ্ভব : যে সংস্কৃত শব্দ ধ্বনি-পরিবর্তন হয়ে প্রাকৃতে প্রবেশ করেছে তাকেই তদ্ভব বলা হয়—অগ্ন>অজ্জ ; মধু>মহু ; সত্য>সচ্চ ; দৃষ্ট>দিট্‌ঠ ; হৃদয়> হিঅঅ।

দেশী : দেশী শব্দ হচ্ছে এদেশেরই, তবে আর্য গোষ্ঠীর নয়, অন্য গোষ্ঠীর (দ্রাবিড়, মোঙ্গল প্রভৃতি)—

দ্রাবিড় : ইঞ্চক>ইঞ্চঅ (দ্রাবিড়) ; উলপ>উলুঅ পিল্লৈ (তামিল)> পিল্লিক (সং)>পিল্লিঅ (প্রাকৃত)।

অষ্ট্রিক : ঢক্ক>ঢক্ক। টঙ্গ>প্রা, সং টঙ্ক।

বিদেশী : ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী থেকে গৃহীত তদ্ভব : দ্রাখ্‌মে (drakhme, গ্রীক্)>দম্য (সং)>দম্ম (প্রা) কর্শ+পণ (প্রাচীন পারসীক) কার্ষাপণ (সং) ; কহাবণ (প্রা)।

মোঙ্গল গোষ্ঠী : তুর্ক, তুর্কী>তুরুক্ক (প্রা:) ঠকর>ঠক্কর।

প্রাকৃত কর্ম-ভাববাচ্য (Passive Voice)

সংস্কৃতে ধাতুতে 'য'-বিকরণ যোগ করে কর্ম-ভাববাচ্যের পদ নিষ্পন্ন হত এবং ধাতু আত্মনেপদী হত। প্রাকৃতে কোথাও কোথাও এই 'য'-এর ধাতু পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে সমীকরণ হত—গম্যতে>গম্মই ; দৃশ্যতে>দিস্‌সই>দীসই আবার এই 'য' স্থানে "ইঅ", "ঈঅ" বা "ইজ্জ" হয়—পঠ্যতে>পঢিজ্জই, পঢীঅই। প্রাকৃত ধাতুর পরস্মৈপদ হয়। কৃ (ক্রিয়তে)>করীঅই, করিজ্জই।

Present Participle (Active & Passive)

প্রাকৃতে বর্তমান কালের কৃদন্ত বিশেষণ গঠিত হয় ধাতুর উত্তর (১) অন্ত (শতৃ) ও (২) মান্ (শানচ্) প্রত্যয় যোগ করে। "আন" হয়না। পরস্মৈপদী বা আত্মনেপদী যে-কোনো ধাতুর সম্বন্ধে 'অন্ত' অথবা 'মান' হতে পারে— হসন্>হসন্তো, হসমানো। স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' হয় এবং 'অন্ত' ও 'মান' আদেশও হতে পারে—হসঈ ; হসন্তী, হসমানা।

Past Participle

অতীত কালের কৃদন্ত বিশেষণ গঠিত হয় ধাতুর উত্তর (১) ন (২) ইত (৩) ত-প্রত্যয় যোগ করে—তবে মাহারাষ্ট্রীতে 'ত' লোপ হয়—(১) ন = দিন্ন ; (২) ইত = গহিদ, কাণিদ, (৩) 'ত'—গত > গদ > গত।

Future Participle

সংস্কৃতের 'তব্য', "অনীয়" 'য' প্রত্যয়গুলোর মধ্যে একমাত্র "তব্য" প্রত্যয় প্রাকৃতের সকল স্তরেই ব্যবহৃত হয়েছে—

তব্য—ভবিতব্য > হোদব্ব ; জ্ঞাতব্য > জাণিদব্ব > জাণিঅব্ব।

অনীয় : পূজনীয় > পূঅনীঅ, পূঅণিজ্জ ; রমণীয় > রমণিজ্জ।

য—গেয় > যয = গেজ্জ ; পেয় > পেজ্জ।

প্রেরণার্থক ধাতু (Causative)

"অয়"-বিকরণ যোগ করে সংস্কৃতে প্রেরণার্থ ধাতু গঠিত হয়—গময়তি। প্রাকৃতে নিজন্ত ধাতুর "নিচ্" স্থানে 'এ', এবং "আবে" আদেশ হয়—কারেই, করাবেই। আবার প্রাকৃতে পয় > পে > বে হয়েছে করাপয়তি > করাবেই। 'ক্ত' প্রত্যয় পরে থাকলে এবং ভাব ও কর্মবাচ্যে 'নিচ্' প্রত্যয়ের স্থানে বিকল্পে আবি আদেশ হয়—কারবিঅং, করাবিজ্জই, কারিজ্জই।

নাম ধাতু (Denominative)

নাম ধাতুর রূপের সঙ্গে নিজন্ত ধাতুর বিশেষ কোনো তফাৎ নেই—ধূমায়তে > ধূমাই। নিয়া প্রাকৃতে—'কম্মবেতি'।

তুমুন্-অন্তক ক্রিয়া (Infinitive)

সংস্কৃতের 'তুম্' প্রত্যয়ের একাধিক বিবর্তিত রূপ প্রাকৃতে দৃষ্ট হয়। মহারাষ্টীতে সংস্কৃতের 'তুম্' 'উং' হয়েছে, শৌরসেনী ও মাগধীতে হয়েছে 'দুং'—

মাহারাষ্ট্রী—কাউং, পুচ্ছিউং, কাদুং করিদুং।

শৌরসেনী—গচ্ছিদুং, গমিদুং।

দশম অধ্যায়

মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সেতুবন্ধ: এর অপর নাম 'রাবণবহো' অর্থাৎ 'রাবণ-বধঃ'। লেখক—প্রবর সেন। বিষয়-বস্তু = সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও সীতা-উদ্ধার।

কীর্তিলতা: মিথিলারাজ শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন—বিদ্যাপতি (বিজ্জাবই)। বিদ্যাপতি এর লেখক। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত। ভাষা—অবহট্‌ঠ।

বড্ডকহা (বৃহৎকথা): লেখক গুণাঢ্য। বর্তমানে মূল গ্রন্থ অপ্রাপ্য। সংস্কৃতে অনূদিত গ্রন্থটি এর পরিবহ। গল্প-কাহিনী।

গউরবহ (গৌড়বধঃ): লেখক—বাক্‌পতি (বাক্‌পতিরাজ)। কাব্য। শ্লোক সংখ্যা—১২০০ এর অল্প বেশি। বিষয়—কবির পোষ্টা যশোবর্মার গৌড়রাজাক পরাজয় ও নিধন। রচনা কাল আনুমানিক অষ্টমশতাব্দী বা কিছু পরে। প্রাচীন চরিত-শাখার নিদর্শন বলা যেতে পারে।

পাহুদোহা: জৈন আধ্যাত্মিক বা রহস্যবাদী কাব্য মালার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। রচয়িতা—রামসিংহ। অবহট্‌ঠে রচিত প্রকীর্ণ শ্লোক সংগ্রহ।

বজ্জালগ্‌গ: জৈন-কবি জয়বল্লভ রচিত প্রাকৃত গীতি কবিতার সঙ্কলন গ্রন্থ। গ্রন্থটির বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে গাথাগুলো বিষয়ানুযায়ী বিভিন্ন "বজ্জায়" (ব্রজ্যা) সাজানো হয়েছে। খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

কুমার পাল-চরিত: হেমচন্দ্র সূরির রচনা। আটটি খণ্ডে রচিত কাব্য। কাব্যটিতে কুমার পালের রাজধানী, রাজা ও তদীয় প্রজাবর্গের জৈন ধর্মে অনুরাগের কথা বলা হয়েছে এছাড়া কুমার পাল কর্তৃক কোঙ্কনরাজ মল্লিকার্জুনের যুদ্ধ এবং মল্লিকার্জুনের পরাজয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ডাকার্ণব : এই গ্রন্থটি অদ্ধেক সংস্কৃতে বাকীটুকু প্রাকৃতে লেখা। ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশ।

গাহা সত্তসঈ (গাথা সপ্তশতী) : প্রাকৃত প্রেম-কবিতার একটি বিরাট সঙ্কলন গ্রন্থ। শ্লোক সংখ্যা সাতশত, সংগ্রহাক রাজা হাল ৪র্থ শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে সঙ্কলনিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব পদে এর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শালীবাহন হাল (রাজা) রচিত কয়েকটি কবিতা থাকলেও তিনি লেখক নহেন সঙ্কলক।

পউম চরিঅ (পদ্ম চরিত) : রামায়ণের কাহিনী নিয়ে রচিত প্রাকৃত ভাষার মহাকাব্য আর্য্যা ছন্দে রচিত। তবে বাল্মীকিকৃত রামায়ণকে কবি যথাযথ অনুসরণ করেননি।

প্রাকৃত পৈঙ্গল : ছন্দ বিষয়ক একটি মূল্যবান্ গ্রন্থ। ভাষা সম্পর্কে পণ্ডিতদের অনেকের মত যে এই গ্রন্থ অর্বাচীন অপভ্রংশে রচিত।

বাংলা ছন্দ সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণে গঠিত হয়নি, হয়েছে অপভ্রংশ ছন্দকে অবলম্বন করে।

আমরা 'ধম্মপদ' ও 'মিলিন্দ-পঞ্হ' এর কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

রাজশেখর : মহারাষ্ট্রের এক যাযাবর পরিবারের সন্তান। পিতার নাম দুর্হিক, মাতা শীলাবতী। কবি সুদীর্ঘকাল কনৌজের রাজা মহেন্দ্র পাল এবং তদীয় পুত্রের উপধ্যায় ছিলেন।

রাজশেখর সর্বমোট ছয়খানা গ্রন্থ রচনা করিলেন—বালরামায়ণ, বালভারত প্রভৃতি। তবে তিনি 'কর্পূরমঞ্জরী' নামক একখানি 'সট্টক' রচনা করেছিলেন। অনেকের মতে কর্পূরমঞ্জরী তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা।

অশ্বঘোষ : বৌদ্ধ মহাযান মতালম্বী বড় দার্শনিক ও পণ্ডিত ছিলেন। কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের গুরু ছিলেন। যে হিসাবে তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে—"বুদ্ধ-চরিত" ও "সৌন্দরনন্দ"। বুদ্ধ-চরিত বুদ্ধদেবের জীবনীগ্রন্থ। বুদ্ধ শিষ্য "শারিপুত্র"কে "সারিপুত্ত" চরিত কাব্য রচনা করেছেন।

বুদ্ধঘোষ : থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ। বুদ্ধগয়ার কাছে কোনো এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি "বিসুদ্ধিমগ্গ" "জ্ঞানোদয়" শীর্ষক দুখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

একাদশ অধ্যায়

আলোচ্য অধ্যায়ে পালি ও প্রাকৃতে রচিত গ্রন্থগুলো থেকে কিছু (নির্বাচিত) অংশ উদ্ধৃত করে, বঙ্গানুবাদ ও শব্দের ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করা হল।

"সুভাসিত" (সুভাষিত)

এই শ্লোকগুলো "ধম্মপদ"এর বিভিন্ন বগ্‌গ (বর্গ) থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। শ্লোকগুলোর ক্রমিক সংখ্যা বন্ধনী মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

ধম্মপদ অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পদ। বৌদ্ধ ধর্মের নীতিমূলক পদ। তাই থেকে মনে হতে পারে যে একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের (Sectarian Padas) পদ। বস্তুতঃ তা নয়। এই পদগুলো যে কোনো ধর্মাবলম্বীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য। কারণ নৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে এই পদগুলোতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই সুভাসিত (সুভাষিত) অর্থাৎ "সু+ভাসিত" নামকরণটি সার্থকতা লাভ করেছে।

ভাষা—পালি।

১। অপ্‌পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহু-জাগরো
অবলস্সংব সীঘস্‌সো হিত্বা যাতি সুমেধসো। (২৯)

অনুবাদ: দ্রুতগামী অশ্ব যেমন দুর্বল অশ্বকে অতিক্রম করে চলে যায়, ঠিক তেমনি অপ্রমত্ত ও প্রবুদ্ধ ব্যক্তি প্রমত্ত ও সুপ্ত ব্যক্তিকে অতিক্রম করে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে।

অপ্‌পমত্তো<অপ্রমত্তঃ (পালিতে 'ঃ' প্রয়োগ নেই, 'এ' (র-ফলার) প্রয়োগ নেই ; 'ব্রাহ্মণ' শব্দে র-ফলার ব্যবহার আছে ; র-ফলা উঠে গিয়ে বর্ণটি দ্বিত্ব লাভ করে) পসত্তেসু<প্রসত্তেসু। অবলস্সং<অবলাশ্বম্‌ দুর্ব্বলঃ অশ্বঃ যস্য (অবলা+অশ্বম্‌)। সীঘস্‌সো<শীঘ্রাশ্বঃ। শীঘ্রাশ্ব>সিস্‌ঘস্‌সা>সীঘ্‌সেসা (সীঘ্‌স্‌সো) হয়। 'ঃ' লোপ শ>স, র-ফলার লোপ, শ>স হয়ে দ্বিত্ব লাভ করে। এটা হয়েছে সমীকরণের ফলে এবং ঃ>ে। সুমেধসো<সুমেধাঃ। হ+ত্বচ প্রত্যয়=হিত্বা। সুত্তেসু<সুপ্তেষু।

২। দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুনো যথকামনিপাতিনো
চিত্তস্‌স দমথো সাধু চিত্তং দন্তঃ সুখাবহং। (৩৫)

অনুবাদ : দুর্ণিগ্রহ, লঘু ও যথেচ্ছ বিচরণশীল চিত্তকে দমন করা সর্বথা উচিত কারণ সংযত চিত্ত সুখ প্রদান করে। (শাস্ত্রে বলেছেন—সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।) লহুনো<লঘোঃ। ঘ<হ হয়। সংস্কৃত—"ইন্‌" ভাগান্ত শব্দরূপের সাদৃশ্যে। দুন্নিগ্‌গহস্‌স<দুর্নিগ্রহস্য। দন্তং<দান্তম (দান করে) (সংযুক্ত ব্যঞ্জন পরে রয়েছে, ফলে পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়েছে। চিত্তস্‌স<চিত্তস্য।

৩। ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং
অত্তনো ব অবেক্‌খেয্য কতানি অকতানি চ। (৫০)

পরের দোষ, পরের কৃতকর্ম, বা অকৃত কর্মের কথা না ভেবে নিজের কৃতকর্মের ভাল ও মন্দ এটাই দেখা—অবশ্য কর্তব্য। পরেসং<পরেষাম্‌। কতাকত<কৃতাকৃত ('ৃ' লোপ) (কৃত+অকৃত=কৃতাকৃত)। অত্তনোব< আত্মনঃ, ব>এব। অবেক্‌খেয্য<অবেক্ষেত (ক্ষ>ক্‌খ) অব+ইক্ষ ১মার একবচন।

৪। যথাপি পুপ্‌ফরাসিম্‌হা কয়িরা মালাগুণে বহু
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং। (৫৩)

অনুবাদ : ফুলের গুচ্ছ দিয়ে যেমন বিভিন্ন প্রকারের মালা গাঁথা যায় ঠিক তেমনি জীবিত মানুষেরও বহু পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করা উচিত। পুপ্‌ফরাসিম্‌হা< পুষ্পরাশিস্মাৎ (ষ্প>প্‌ফ) সমীকরণ 'ৎ'এর লোপ (অন্ত্যব্যঞ্জন) স্মা>ম্‌হা। কত্তব্বং<কর্তব্যম্‌। কর্যাৎ>কুর্যাৎ>কয়িরা স্বরভক্তি (বিপর্য্যাস 'যাৎ'=বিধি-লিঙ। মচ্চেন>মর্ত্তেন মচ্চেন<মর্ত্যেন (সমীভবন)। মালাগুণে=২য়ার বহুবচন।

৫। পুত্তা ম'ত্থি ধনং ম'ত্থি ইতি বালো বিহঞ্‌ঞতি
অত্তা হি অত্তনো নত্থি, কুতো পুত্তো কুতো ধনং। (৬২)

আমার পুত্র আছে, ধন আছে—এই ভেবেই আহাম্মক বা নির্বোধ মানুষেরা রসাতলে যায়। সে বোঝেনা—যে যে নিজেই নিজের নয়, পুত্র অথবা ধন-দৌলত কি করে তার নিজের হবে?

ম'ত্থি—মোঅত্থি, সন্ধির ফলে আদি স্বর লোপ। বালো=অজ্ঞব্যক্তি। বিহঞ্‌ঞতি<বিহন্যতে (পালি ন্য=ঞ্‌ঞ, বিনাশ প্রাপ্ত হয়) নত্থি>নাস্তি অত্তা<আত্মা; কুতো<কুতঃ (ঃ লোপ এবং 'ো' হয়) পুত্তো<পুত্রঃ।

৬। সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা। (৮১)

শৈল (পাহাড়) যেমন বাতাসে এতটুকুও বিচলিত হয়না ঠিক তেমনি যারা সত্যিকারের পণ্ডিত তাঁরাও নিন্দা বা প্রশংসায় এতটুকুও বিচলিত হয়না।

সেলো<শৈলঃ (শ>স, ঐ>এ, ঃ>ে।।) একঘনো<একঘনঃ। সমীরতি—সম্-ঈর্+লটতি। সমিঞ্জন্তি<সমীর্য্যন্তে। বিচলিত)

৭। যো সহস্সং সহস্সেন সংগামে মানুসে জিনে
এবং চ জেয্যমত্তানং স বে সংগামজু'ওমো। (১০৩)

অনুবাদঃ সহস্র যুদ্ধে জয়লাভ করার চেয়েও যে ব্যক্তি আত্মজয় করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠতম রণ-বিজেতা।

সহস্সং<সহস্রম্; সহস্সেন<সহস্রেণ; সংগামে<সংগ্রামে; মানুসে>মানুষে; জিনে<জয়েৎ জেয্য<জয়েৎ, স বে<স বৈ (সেই) সংগামজু'ত্তমো—সংগ্রামজিৎ উত্তমঃ। সংগামজি+উত্তমো (সন্ধির জন্য পূর্ব স্বরের লোপ)।

৮। সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বে ভায়ন্তি মচ্চুনো
অত্তানং উপমং কত্বা হনেয্য ন ঘাতয়ে। (১২৯)

দণ্ডলাভের ক্ষেত্রে সকলেই ভীত বা ত্রস্ত হয়, মৃত্যুকেও সকলে ভয় করে; সেইজন্য অপরের প্রাণকে নিজের প্রাণতুল্য মনে কাউকে বধ কিংবা কারুর বধের কারণ হওয়া অনুচিত।

সব্বে<সর্বে। তসন্তি<ত্রস্যন্তি (ত্রাসজনক মনে করা) ভায়ন্তি<বিভ্যতি; (ভীত হয়); মচ্চুনো<মৃত্যোঃ অত্তানং<আত্মনাং; কত্বা<কৃত্বা, হনেয্য=√হন-যাৎ বিধিলিঙ, (হন্যাৎ); উপমং<উপমাং।

৯। সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বেসং জীবিতং পিয়ং
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে। (১৩০)

অনুবাদঃ দণ্ডে সকলে এস্ত হয়, জীবন, সকলের কাছে প্রিয়। সকল মানুষকে আত্মোপম জ্ঞান করে প্রাণের হানি বা আঘাত করনা।

সব্ব<সর্ব্ব<তসন্তি<ত্রস্যন্তি পিহং<প্রিয়ম্ (প্রিয়); অত্তানং<আত্মানম্; কত্বা>কৃত্বা, হনেয্য<হন্যাৎ, বিধিলিং যাৎ।

১০। পস্স চিত্তকতং বিম্বং অরুকায়ং সমুস্সিতং
অতুরং বহুসঙ্কপ্পং যস্স নত্থি ধুবং ঠিতি। (১৪৭)

ক্ষতসংকুল, রোগাতুর, বহু বাসনাপূর্ণ যার নিতত্ব ও স্থায়িত্ব নেই, সেই চিত্রিত দেহমূর্তি দর্শন কর।

পস্‌স <পশ্য; চিত্তকতম্<চিত্রকৃতম্ (চিত্রিত) অরুকায়ং (অরুষ্‌+কায়ং); সমুস্‌সিতং<সমুচ্ছ্রিতম্; বহুসংকপ্পং<বহুসংকল্পম (বিবিধ কামনা-বাসনা যুক্ত)। ঠিতি<স্থিতিঃ মুর্ধণ্যীভবন। ধুবং<ধ্রুবম্ বিম্বং বুদ্বুদ (মানুষের দেহ।), নত্থি< নাস্তি।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম

(মহাকবি কালিদাস বিরচিত)

ষষ্ঠোঽঙ্কঃ

("ততঃ প্রবিশতি নাগরিকঃ শ্যালঃ, পশ্চাদ্বাহু-বদ্ধং পুরুষসাদায় রক্ষিণৌ চ" তারপর নগর রক্ষীদের তত্ত্বাবধায়ক রাজার শ্যালকের প্রবেশ আর তার পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় একজন লোককে নিয়ে দুজন রক্ষীর প্রবেশ) ভাষা মাগধী ও শৌরসেনী (সংস্কৃত নাটকে শৌরসেনী নারীর এবং অশিক্ষিত পুরুষের ভাষা। শকুন্তলা নাটকে অশিক্ষিত ব্যক্তির ভাষা শৌরসেনী। এবং অশিক্ষিত দুর্গত লোকের ও ধূর্তের ভাষা মাগধী। এখানে ধীবরের ভাষা মাগধী) :—

ভাষা প্রাকৃত (মাগধী)

১

"রক্ষিণৌ (পুরুষং তাড়য়িত্বা) হণ্ডে কুম্ভীলআ !
কহেহি কহিং তুএ এশে মহামণি-ভাশুলে
উক্কিন্ন-ণামাক্খলে লা অকীত্র শমাশাদিএ।"

(সং: অরে কুম্ভীরক! কথয় কুত্র ত্বয়া এতৎ মহামণি-ভাসুরম্ উৎকীর্ণ-নামাক্ষরং রাজকীয় মঙ্গুলীয়কং সমাসা দিতম্)

বঙ্গানুবাদ: রক্ষী দুজন—ওরে চোর, বল দেখি রাজার নাম-খোদাই করা বহু মূল্য মণিতে জলজল করা এই আংটিটা পেলি কোত্থেকে ?

ধীবরক: (ভীতি নাটিতকেন) পশীদন্তু ভাবমিশ্‌শা, ণ হগে ঈদিশ শশ অকয্‌যশ্‌শ কালকে।

প্রথম: কিংণু কৃখু শোহ্মণ বম্‌হণে শি ত্তি কন্তুআ লঞ্‌ঞা পলিগ্‌গহে দিন্নে।

ধীবরক : শুণধ দাব হগে কৃখু শক্কাবদালবাশী ধীললে।

দ্বিতীয় : হগে পাডচ্চলা, কিং তুম্হং অসমেহিং যাদিং বশদিং চ পুশ্চিদে।

নাগরক : সুঅঅ, কধেদু সব্বং কমেণ। মাণং পডিবন্ধেধ।

উভৌ : যং লাউত্তে আণবেদি। লবেহি লে লবেহি।

২

অনুবাদ : ধীবর : মহাশয়েরা প্রসন্ন হোন, আমি এ ধরণের কুকার্য করতে পারিনে।

প্রথম : তা হ'লে কি তোমায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখে তোমাকে রাজা (আংটিটি) উপহার দিয়েছেন ?

ধীবর : আপনারা তবে শুনুন—আমি শত্রাবতারবাসী ধীবর।

দ্বিতীয় : ওরে সিঁধেল চোর, আমরা কি তোকে তোর জাত ও বাসস্থানের কথা জিজ্ঞেস করছি ?

উভয়ে : প্রভু, আপনি যেমন আদেশ করেন। বল্ তবে বল্।

ভাষা প্রাকৃত (মাগধী)

৩

ধীবরক : শে হগে যালবডিশপ্পহুদীহিং মশ্চবন্ধণোবাএহিং কুডুম্বভলণং কলেমি।

নাগরক : (প্রহসৎ) বিসুদ্ধো দাণিং দে আজীবো।

ধীবরক : ভস্টকে মা এবং ভণ—

শহযে কিল যে বিণিন্দিদে ণ হু শে কম্ম বিবয্ণীঅকে
পশুমালী কলেদি দালুণং অণকম্পামিদুলে বে শোণিকে।

নাগরক : তদো তদো।

ধীবরক : অধ এক্কশ্শিং দিঅশে মএ লোহিদমশ্চকে খণ্ডশো কপ্পিদে। যাব তশ্শ উদলব্ভন্তলে এদং মহালদণভাশুলং অংগুলীঅঅং পেশ্কামি। পশ্চা ইধ বিক্কঅস্তং ণং দংশঅন্তে য্যেব গহীদে ভাবমিশ্শেহিং। এত্তিকে দাব এদশ্শ আগমে। অধুনা মালেধ কুট্টেধ বা।

বঙ্গানুবাদ : ধীবর : আমি জাল, বড়শি প্রভৃতি দিয়ে মাছ ধরার উপকরণ দিয়ে মাছ ধরে আমার আত্মী-স্বজনকে প্রতিপালন করি।

নগররক্ষী : (হেসে) তোমার জীবিকা বিশুদ্ধ বটে !

ধীবর : মহাশয়, এধরণের কথা বলবেন না। জাত ব্যবসা নিন্দনীয় হলেও তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। অনুকম্পায় হৃদয় দ্রবীভূত হলেও পশুঘাতী কসাইকে নিষ্ঠুর কাজ করতে হয়।

নগররক্ষী : তারপর, তারপর ?

ধীবরক : তারপর, একদিন একটা রুই মাছকে কেটে টুক্‌র টুক্‌র করছিলাম—সেই সময়ে ঐ মাছের পেটের ভেতর এই মহামূল্যবান আংটি দেখতে পাই। পরে, এখানে বিক্রী করার জন্য আংটি দেখাতে গিয়ে আপনাদের হাতে ধরা পড়েছি। আংটি পাওয়ার ইতিটুকু এই। এখন আপনারা মারুন অথবা কেটে ফেলুন।

নাগরক : (অঙ্গুরীয়ম্ আঘ্রায়) জানঅ, মচ্ছোদর-সংঠিদ তি ণত্থি সংদেহো। তধা অঅং বিস্‌সগন্ধো আগমো দাণিং এদস্‌স বিমরিসিদ বেবা। তা এধ। রাঅউলং জেব গচ্ছমহ।

রক্ষিণৌ : (ধীবরং প্রতি) গশ্চ লে গণ্ঠিখেদআ গশ্চ। (ইতি পারিক্রামন্তি)

নাগরিক : সুঅঅ, ইধ গোউরদুআরে অপ্পমত্তা পাউবালেধ সংজার রাঅউলং পবিসিঅ নিক্কমামি।

উভৌ : পবিশদু লাউত্তে শামিপ্পশাদস্তং।

নাগরক : তধা (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

নগররক্ষী : (আংটি শুঁকে) জানুক, এ আংটিটি যে মাছের ভেতর ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই—আমিষ গন্ধ সে জন্যই পাচ্ছি। এখন এর ইতিহাস কি ভেবে দেখা উচিত। এসো, আমরা রাজবাড়ীতে যাই।

রক্ষীদ্বয় : ওরে গাঁট কাটা—চল্ চল (সকলের পরিক্রমণ)।

নগররক্ষী : সূচক, আমি যতক্ষন না রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে আসি ততক্ষণ তোমারা নগরদ্বারে সতর্কতার সঙ্গে আমার জন্য অপেক্ষা করো।

রক্ষীদ্বয় : রাজার কৃপা লাভের জন্য আপনি প্রবেশ করুন।

নগররক্ষী : তাই হোক।

৫

সূচক : যাণুঅ, চিলাঅদি লাউত্তে।

জানুক : ণং অবশলোবশপ্পণীআ খু-লাআণো হোন্তি।

সূচক : যাণঅ স্ফুলন্তি মে অগ্‌গহত্তা (ধীবরং নির্দ্দিশ্য) ইমং গণ্ঠিশ্চেদআং বাবাদেন্তুং।

ধীবরক : ণাশিহদি ভাবে অকালণমালকে ভবিদুং।

জানুক : (বিলোক্য) এশে অম্মাণং ঈশলে পত্তে গেণহিঅ লাঅশাশণং (ধীবরং প্রতি) তা শউলাণাং মুহ পেস্কশি অথবা গিদ্ধশিআলাণং বলী ভবিশ্‌শশি।

নাগরক **:** (প্রবিশ্য) শিগ্‌ঘং শিগ্‌ঘং এদং (ইতি অর্দ্ধোক্তে)।

ধীবরক **:** হা হদে স্মি (ইতি বিষাদং নাটয়াত)।

বঙ্গানুবাদ : সূচক **:** জানুক প্রভু বিলম্ব করছেন।

জানুক **:** অবসর বুঝে তবেইত রাজার নিকট যেতে হয়।

সূচক **:** (ধীবরকে দেখিয়ে) জানুক, এই গাঁট কাটাকে মেরে ফেলার জন্য আমার অঙ্গুল গুলো চঞ্চল হয়ে উঠিছে।

ধীবর **:** আমায় বিনাদোষে মেরে ফেলা আপনাদের উচিত হবে না।

জানুক **:** (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত) এই যে আমাদের প্রভু রাজার আদেশ নিয়ে ফিরে আস্‌ছেন। (ধীবরকে লক্ষ্য করে) তুই কুকুরের মুখ দেখবি অথবা তোকে শেয়াল ও শকুনের বলি হতে হবে।

৬

নাগরক **:** মুঞ্চেধ রে মুঞ্চেধ জালোবজীবিণং। উববণ্ণো সে কিল অঙ্গুলীঅ-অস্‌স আঅমো অম্‌হ-সামিণা জেব যে কধিদং।

সূচক **:** যধা আণ বেদি লাউত্তে। যমবশদিং গদুঅ পড়িনিউত্তে কৃখু এশে। (ইতি ধীবরং বন্ধনান্‌—মোচয়তি)।

ধীবরক **:** (নাগরকং প্রণম্য) ভস্টকে, তব কেলকেমম যীবিদে। ইতি পাদয়োঃ পততি)।

নাগরক **:** উট্‌ঠেহি উট্‌ঠেহি। এসো ভট্টিনা অঙ্গুলীঅ অমুল্লসম্মিদো পারি-দোসিও দে পমাদীকিদো। তা গেণ্‌হ এদং। (ইতি ধীবরায় কটকং প্রযচ্ছতি)।

ধীবরক **:** (সহর্ষং প্রতিগৃহ্য) অনুগ্‌গহিছে স্মি।

অনুবাদ : নগররক্ষী **:** ছেড়ে দাও, এই ধীবরকে ছেড়ে দাও। আংটির ইতিহাস প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের প্রভু সেকথা আমাকে বলেছেন।

সূচক **:** আপনার আদেশ শিরধার্য। মানুষটি যম-দুয়ার থেকে ফিরে এলো (ধীবরকে বন্ধনমুক্ত করা হল)।

ধীবর **:** (নগররক্ষীকে প্রণাম করল) প্রভু আপনার কৃপাতেই জীবন ফিরে পেয়েছি। (পায়ে পড়ল)।

নগররক্ষী : ওঠ, ওঠ, প্রভু এই আংটির সমমূল্যের একটি পুরস্কার সন্তুষ্ট হয়ে তোমায় দিয়েছেন, তুমি নাও।

ধীবর : (সানন্দে গ্রহণ করে) আমি অনুগৃহীত হলাম।

৭

প্রাকৃত : জানুক : এশে কৃখু লঞ্‌ঞা তধা ণাম অনুগ্‌গহিদে যং শূলাদো ওদালিঅ হন্তিস্কন্ধং শমালোবিদে।

সূচক : লাউত্তে, পালিদোশিএ কধেদি মহালিহলদণেণ তেন অঙ্গুলীঅএণ শামিণো বহুমদেণ হোদব্বং তি।

নাগরক : ণং তস্‌সিং ভট্টিণো মহারিহরদণং তি ণ পরিদোসো। এত্তিঅং উণ।

উভৌ : কিং ণাম—

নাগরক : তক্কেমি তস্‌স দংসণেণ কো বি হিঅঅট্‌ঠিদো জণো ভট্টিণো সুমরীদো ত্তি। জদো তং পেক্‌খিঅ মুহুত্তঅং পইদিগম্ভীরোবি পজ্জুস্সুঅমণো আসি।

অনুবাদ : জানুক : এই লোকটিকে রাজা এমনভাবে অনুগ্রহ করলেন যেন শূল থেকে নামিয়ে এনে হাতীর পিঠে বসিয়ে দিলেন।

সূচক : রাজপুত্র, পারিতোষিক দেখে মনে হয়, মহামূল্য রত্নখচিত আংটিটি অত্যন্ত মনোনীত হয়েছে।

নগররক্ষী : আংটিটিতে মহামূল্য রত্ন আছে বলেই যে রাজার পরিতুষ্টি তা নয়—এর মধ্যে আরও কিছু রয়েছে।

উভয়ে : তা' কি ?

নগররক্ষী : আমার মনে হয়েছে, এই আংটি দেখে রাজার অন্তরে কোনো প্রিয়জনের কথা মনে হয়েছে ; কারণ আংটিটি দেখেই গম্ভীর হয়েও মুহূর্তের মধ্যেই চিত্ত বিচলিত হয়েছে।

৮

সূচক : তোশিদে দাণিং ভস্টা লাউত্তেণ

জানুক : ণং ভণামি ইমশ্‌শ মশ্চলীশত্তুণো কিদো ত্তি। (ইতি ধীবরম্ অসূয়া পশ্যতি)

ধীবর : ভণ্টকো ইদো অদ্ধং তুম্মাণং পি শুলামুল্লং ভোদু।

জানুক : ধীবল, মহত্তলে শংপদং মে পিঅবঅশ্শকে সুংবুত্তে শি। কাদম্বলী শক্খিকে কৃখু পঢ়মং অসমাণং শোহিদে ইশ্চীঅদি। তা শুস্তিকাগালং যেব গশ্চম্‌। (ইতি নিষ্ক্রান্ত সর্বে)

অনুবাদ : সূচক : তাহলে রাজপুত্র আপনার দ্বারা তুষ্ট হয়েছেন।

জানুক : আমার মতে এই মৎসৎজীবি জেলেব জন্যই তিনি পরম তুষ্টিলাভ করেছেন। (ধীবরের প্রতি ঈর্ষামিশ্রিত দৃষ্টিপাত)

ধীবব : মহাশয়রা এই পারিতোষিকের অধেক আপনাদের সুরাব মূল্য হোক।

জানুক : ধীবর, তুমি মহৎ তুমি এখন আমাদের প্রিয়বন্ধু হয়েছ। আমার ইচ্ছা আমাদের এই প্রথম সৌহৃদ্য সুরা সাক্ষী কবেই স্থাপিত হোক। অতএব চল, আমরা সবাই শুঁড়ির দোকানে যাই। (সকলের প্রস্থান)

[মূলে পাঠ্যাংশে ১, ২ কবে ৮ পর্যন্ত কবা হয়েছে। এবং প্রতিটি পাঠের টীকাগুলো একত্রিত করে ১, ২ কবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।]

১

টীকা : রক্খিদয় : হণ্ডে – ভো = ওহে (অব্যয় শব্দ)। কুম্ভীলআ— কুম্ভীরক। আক্ষরিক অর্থ – কুমীর (এখানে 'চোর' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কধেহি<কথয় (থ>ধ) মহালদণভাশুলে<মহারত্নভাস্বুরঃ; র>ল, ত>দ ন>ণ স>শ। লদণ = রত্ন। (স্বরভক্তি)। উক্কিণ্ণণামকৃথলে<উৎকীর্ণনামাক্ষর (নাম খোদাই করা) লাঅকীয়<রাজকীয়; র>ল, জ>অ, 'য়'র লোপ। অঙ্গুলীঅএ<অঙ্গুরীয়কঃ

ধীবর : পশীদন্তু<প্রসীদন্তু (প্র-সদ + লোট অন্ত, শ<স ভাবমিশ্শা< ভাবমিশ্রাঃ (মাননীয় ব্যক্তিরা) হগে<অহকে (অহম্ + স্বার্থে ক-প্রত্যয়)। ঈদিশশ্শ<ঈদৃশস্য। অকয্যশ্শ<অকার্যস্য (অন্যায়)।

প্রথম : বম্হণে<ব্রাহ্মণ, কৃখ<খলু; শোহণে<শোভনো ভ>হ, ন<ণ, ত্তি<ইতি; কডুঅ (কলিঅ)<কৃত্বা; লঞ্ঞা<রাজজ্ঞা; পলিগ্গহে<প্রতি-গ্রহো; দিণ্ণ<দত্তঃ।

ধীবর : শুণ ধ দাব<শৃণুতেদানীম্; হগে<অহং শক্কাবদালবাশী< শক্রাবতারবাসী (তচ>দ, র>ল, স>শ); ধীবলে<ধীবরঃ।

দ্বিতীয় : হণ্ডে (অলে) = অরে; পাডচ্চলা<পাটচ্চর তুমং অম্হেহিং< ত্বমস্মাভি; যাদিং (জাদদী<জাতিঃ পুশ্চিদে<পৃষ্টা।

নাগরক : সুঅঅ<সূচক ; কহেদু<কথয়তু সববং<সর্ব্বং ; কমেণ<ক্রমেণ ; ণং অন্তরা<এণমন্তরা ; পডিবন্ধহ<প্রতিবধান।

উভৌ : যং আবুত্তে<যদাবৃত্ত ; আণবেদি<আজ্ঞাপয়তি ; লবেহি=লব (লপ্ + লোট্ হি) বলতে থাক শে হগে (সো হোগে্গ)<সোহং ;

২

ধীবরক : যালবড়িশপ্পহুদীহিং<জালবড়িশপ্রভৃতিভিঃ (তস্মার বহুবচন) মশ্চ-বন্ধণোবাএহিং<মৎস্যবন্ধনো পায়ৈঃ মশ্চ<মৎস্য ; কুডুম্বভলণং<কুটুম্ব-ভরণং, কলেমি<করোমি। (যাদিং<জাতিম্=মাগধীতেজ>য।

নাগরক : বিসুদ্ধো<বিশুদ্ধ ; দাণিংদে আজীবো<ইদানীমাজীবঃ।

ধীবর : ভট্ট<ভর্তা (ভর্তঃ)—

শহযে<সহজং যে বিণিন্দিদে<যদ্বিনিন্দিতং ;

কম্ম<কর্ম ; বিবজ্জণীঅএ<বিবর্জ্জনীয়ম্ ;

পশু-পালণ-কম্ম-দীলুধ<পশুমাধণকর্ম্মদারুণঃ ;

অনুকম্প-মিদএ<অনুকম্পামৃদুকো ; বি<পি

শোত্তিএ<শ্রোত্রিয়ঃ

নাগরক : তদো তদো<ততস্ততঃ।

ধীবর : অথ<অথ ; এক্কশ্শিং<একস্মিন্ ; দিঅসে<দিবসে ; (ব<অ) ; খণ্ডশো<খণ্ডশঃ ; লোহিত<রোহিত (র>ল) মশ্চ<মৎসং ; মএ<ময়া ; খণ্ডশে (খণ্ড খণ্ড) কপ্পিদে<কল্পিতঃ, যাব<যাবৎ ; তশ্শ<তস্য, উদলব্ভন্তলে<উদরাভ্যন্তরে (র>ল, রে>লে) ; পেক্খামি>প্রেক্ষামি ; (্' লোপ, ক্ষ>ক্খ)। দাব<তাবৎ ; এদং<এতৎ, মহাল<মহা, লণভাশুলং<রত্নভাসুরং অঙ্গুলীঅঅং<অঙ্গুরীয়কং, পশ্চা<পশ্চাৎ ; বিক্কঅত্তং<বিক্রয়ার্থম্ (ত্ত<র্থ, মাগধী প্রাকৃতের বিশেষত্ব। দংশঅন্তে<দর্শয়ন, গহিদে<গৃহীতঃ ; ভাবমিশ্শেহিং<ভাবমিশ্রৈঃ ; আঅমে<আগমে (আগমঃ) ; এত্তিকে<অত্রকঃ ; কুট্টেধ<কুট্টেধ<কুট্টয়থ (খণ্ড খণ্ড করা) মালেধ<মারয়ত, মুঞ্চত।

৪

নাগর : জাণুঅ<জানুক ; মচ্ছোদর (মৎস্য+উদর=মৎস্যোদর) সংদেহ<সন্দেহ ; অঅং<অহম্ ; বিস্সগন্ধে<বিস্রগন্ধঃ (সমীভবন, আমিষ গন্ধ),

এদস্স<এতস্য ; রাঅউলং<রাজকলম্, গচ্ছম্হ<গচ্ছম্ম বিপর্য্যাস ও উষ্মবর্ণের মহাপ্রাণতা)।

রক্ষিণৌ : গণ্ঠিশেচদআ<গ্রন্থিচ্ছেদক+আ (সম্বোধন, ১ বচনে) (গাঁটকাটা)

নাগরিক : সুঅঅ<সূচঅ ; ইধ>ইমং ; গোউরদুআরে<গোপুরদ্বারে (নগরদ্বারে ; অপ্পমত্তা<অপ্রমত্ত ; পড়িবালেধ<প্রতিপালয়ত ; রাঅউলং<রাজ-কুলম, নিক্কমামি<নিষ্ক্রমামি।

উভৌ : পবিশদু<প্রবিশতু ; লাউত্তে<আবৃত্তঃ শামিপ্পশাদত্তং<স্বামি-প্রসাদায়।

নাগরক : তধা<তথা (তাই হোক।)

৫

টীকা : সূচক : যাণুঅ<জানুক ; চিলাঅদি<চিরায়তে (নামধাতু) লাউত্ত<আবৃত্তঃ।

জানুক : ণং<ননু ; অবশলোবশপ্পণীআ<অবসরোসর্পণীয়াঃ লাআনো< রাজানঃ।

সূচক : স্ফুলন্তি<স্ফুরন্তি, অগ্গহস্তা<অগ্রহস্তাঃ (আঙ্গুলের ডগাগুলো) ; বাবাদেদুঃ<ব্যাপাদয়িতুম্।

ধীবর : ণালিহদি<ন অর্হতি ; ভাবে<ভাবঃ, অকালণমালকে<অকারণ-মারণঃ ; ভবিদুং<ভবিতুম্।

জানুক : এশে<এবঃ ; অম্মাণং<অস্মাকং, ঈশলে>ঈশ্বরঃ লাঅ-শাশণং< রাজশাসনং ; শাউনাণং মুহং<শ্বা (শ্বকুলানাম্) মুখম্ (কুকুরের খা।) মহ<মুখ। গিদ্ধশিআলাণং<গৃধ্র-শৃগালানাম ; পেস্কশি<প্রেক্ষসে।

নাগরক : শিগঘং (শীঘ্রং)

ধীবরক : হদেস্মি<হতঃ+অস্মি।

৬

নাগরক : মুঞ্চেধ<মুচ্যতাম (মুক্ত করে দাও) ; আলোবজীবিণং> জালোপজীবী ; উববণ্ণো>উপপন্নঃ (প্রমাণিত হয়েছে) অঙ্গুলীঅঅস্স< অঙ্গুরীয়কস্য ; আঅমো<আগমঃ সামিণা<স্বামীনা (প্রভু/রাজা)।

সূচক : যধা আণ বেদি<যথা আবুত্তঃ ভণতি, (প্রভু যেমন আদেশ করেন) পড়ি নিউত্তে<প্রতি নিবৃত্তঃ ;

ধীববক : ভস্টক<ভর্ত্তা (ভর্ত্তঃ) তোমার কৃপায় মুক্তি পেলাম। ধীবর তাব পায়ে পড়ল (ভত্র্া অনুগৃহীতোঽস্মি>কেলকে সমযীবিদে।

নাগবক : উট্‌ঠেহি (উত্তীর্স্থঃ) (তবকেনকে<তবকেরকে তবকৃতে ; যীবিদে<জীবিতম্ (প্রাণ) অঙ্গুরীমুল্লসম্মিদো<অঙ্গুরীয়কমূল্যসম্মিত পসাদিকিদো <প্রসাদীকৃতঃ, পারিদোসিও<পারিতোষিকঃ কটকম্ (স্বর্ণ বলয়)

ধীবব : অনুগ্‌গহিদেম্মি<অনুগ্রহম্মি।

৭

জানুক : এশে<এষঃ, ণাম অণুগ্‌গহিদে<নাম অনুগ্রহঃ, যৎ শুলাদো ওদালিঅ<যৎ শূলাৎ।

সূচক : অবতারিয়<অবতীর্য (অব—ত+নিচ্‌ ল্যপ) হস্তিস্কন্ধ<হস্তিস্কন্ধ,, শমানোবিদে<সমারোপিত মহালিহলদনেন (মহার্ঘবত্নেন) সুমরিদো< স্মবিতঃ=স্মৃত (স্ম+ও); পেক্‌খিঅ<প্রেক্ষ্যঃ, পজ্জুস্‌সুঅমণে<পর্য্যুৎসুকমনা ; (উদ্‌গ্রীবচিত্ত পইদি গম্ভীরো<প্রকৃতি গম্ভীরঃ)।

৮

জানুক : ণং ভণামি ইমশ্‌শ মশ্চলীশত্তুণো<নহু ভণ অস্য কৃতে মাৎস্যিকভর্ত্তুরিতি ;

ধীবরক : অদ্ধং<অর্দ্ধং, তুম্মাণং বৈদিক রূপ ৬ষ্ঠীর বহুবচন শুলা<সুরা ; মল্লং<মূল্যম্ ; ভোদু<ভবতু।

জানুক : ধীবল<ধীবব, মহত্তল<মহত্তরঃ ; পিঅবতশ্‌শ<প্রিয়বয়স্যঃ শংপদং <সংবৃত্তঃ কাদম্বলী<কাদম্বরী, শদ্ধিকে<শ্রদ্ধিকম (মদ্য উপহার সমন্বিত), ইশ্চঅদি<ইচ্ছআদি, মশ্চলীশত্তুণো<মৎস্যশত্রোঃ, মশ্চলী<মচ্ছলি<মৎস্য, শুণ্ডিকাগালং<শৌণ্ডিকাগারম্ (মদ বিক্রীর ঘর) গশ্চম<গচ্ছামঃ।

(ক. বি. । গৌ. বি.)

হাল

ভাষা-মাহারাষ্ট্রী (অপভ্রংশ প্রভাবিত)

গাথা সত্তসঈ (গাথা সপ্তশতী)

১। সহি ইরিসি ব্বিঅ গই মা রুব্বস্সু তিরিঅ-বলিঅ-মুহঅন্দং
এআণং বাল-বালুঙ্কি-তন্তু-কুডিলাণং পেম্মাণং ॥

অনুবাদ : সখী প্রেমের এইরূপই গতি (স্বভাব) যে প্রেম নূতন কর্কটী গাছের (লতার) সূতোর মতই কুটিল। তোমার মুখটি চাঁদের মতো। বাঁকা-চাঁদের মতো মুখ বাঁকা করে কেঁদনা।

টীকা : সহি<সখী (সহ), ইরিসি<ঈদৃশী, গই<গতি, ব্বিঅ<অপি, মা (না) রুব্বস্সু √রু (কাঁদা বা রোদন করা) অনুজ্ঞা (লোট্) মধ্যম পুরুষ একবচন। বালুঙ্কি=কর্কটী গাছ (Cucumber) তিরিঅ-বলিঅ<তির্যক-বলিত ; পেম্মাণং<প্রেম্নাম্ এআণং<এতানাম/এতেষাম। (গৌ. বি.)

২। অমঅমঅ গঅণ-সেহর রঅনী-মুহ-তিলঅ চন্দ দে ছিবস্সু
ছিত্তো জেহিং পিঅঅমো মমংপি তেহিং চিঅ করেহি ॥

অনুবাদ : চাঁদ তুমি অমৃতময়, আকাশের মুকুট, রজনীর অলংকার। আমাকে তুমি তোমার কিরণ দিয়ে স্পর্শ কর, যে কিরণ দিয়ে তুমি আমার প্রিয়তমকে স্পর্শ করছ।

টীকা : অমঅমর<অমৃতময়, গঅণ<গগন, সেহর<শেখর, রঅণী<রজনী, মুহ<মুখ, তিলঅ<তিলক, ছিবস্সু √ক্ষিপ্ অনুজ্ঞা মধ্যম পুরুষ, একবচন (স্পর্শ কর)=সং √স্পৃশ্, দে<হে (সম্বোধনে) ছিত্তো<ক্ষিপ্ত=ক্ষিপ+ক্ত=পৃষ্টঃ অতীত কালে 'ক্ত' মমং<মাং (আমায়) চিঅ (এব), করেহিং কিরণ দিয়ে করেছ। (গৌ. বি.)

৩। পিঅবিরহো অপ্পিঅদংসণং অ গরুআই দো বিত্তুকৃখাইং
জিএঁ তুমং কারিজ্জসি তিএঁ ণমো আহিজাঈএ ॥

অনুবাদ : একদিকে প্রিয়তমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, (আর একদিকে আমার মতো) অপ্রিয়া নারীর দর্শন। সেই আভিজাত্যকে নমস্কার—যে আভিজাত্য দু' ধরণের দুঃখ নিয়ে এসেছে।

টীকা : পিঅবিরহো<প্রিয়বিরহ, অপ্পিঅদংসণং<অপ্রিয় দর্শনম্—অপ্রিয়ায়া দর্শনম। নায়িকা আক্ষেপ করে বলছে—অপ্রিয়া রমণীর দর্শন। দংসণং<দর্শনম

(স্বতোনাসিক্যীভবন), গরুআইং<গুরুকানি (=গরুকানি) স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়। বহুবচন। কিএঁ--যায়া, স্ত্রীং তৃতিস্না একবচন, নমো<নমঃ (অব্যয়) তিএঁ=তস্মা 'তস্মৈ' স্থানে হয়েছে। আহিজাইএ<আভিজাত্যে। (গৌ. বি.)

৪। কইঅব-রহিঅং পেম্ম ণত্থি বিবঅ মামি মাণুসে লোএ
অহ হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কে জীঅই ॥

অনুবাদ: ছলনাহীন প্রেম, সখি, মানুষের সংসারে হয় না। যদি হয় তবে তার বিরহ নেই। তবুও যদি বিরহ দেখা দেয় তবে কে বাঁচে ?

টীকা: কইঅব-রহিঅং<কৈতব-রহিতম্ ; মামী-মাতুলানী এখানে সখী, হোই<ভবতি (হোতি/হোই)। হোন্তম্মি—'ভূ' ধাতু শতৃ ৭মীর একবচন, ভাবে ৭মী। পেম্মং (প্রেম্‌ন) 'র'—ফলা লোপ, শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে শ্বাসাঘাত হেতু দ্বিত্ব; অন্ত্যব্যঞ্জনের লোপ। নত্থি<নাস্তি=নাই; জীতাই<জীবতি (বেঁচে থাকে)। (গৌ. বি.)

৫। অজ্জং গও-ত্তি অজ্জং গও-ত্তি অজ্জং গও-ত্তি গণরীএ
পধমে বিঅ দিঅহদ্ধে কুড্ডো রেহাহিং চিত্তলিও।

অনুবাদ: সে আজ গিয়েছে, সে আজ গিয়েছে, সে আজ গিয়েছে— এইভাবে নায়িকা গণনা করতে করতে দিনের প্রথম ভাগেই ঘরের সমস্ত দেওয়ালগুলো চিত্রিত করে ফেলেছে।

তুলনীয়: বৈষ্ণব পদাবলী:

"কালিক অবধি করিঅ পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল
ভেল প্রভাত কহুত কতহিঁ
কহ কহ সজনি কালি কবহিঁ

অথবা

অবনত বয়নে হেরত গীম।
খিতি লিখইতে ভেল আঙ্গুলি ছীন

*   *   *

পদ: আঙ্গুলি দেই খিতি পর লেখই
পাণি কপল অবলম্ব।

টীকা: গও-ত্তি (গতঃ ইতি) অজ্জ<অদ্য, গণরীএ (গণয়ন্তগ) গণনা কারিণী। কুড্ডো (কুড্যঃ) গৃহভিত্তি, দেওয়াল। বিঅ<ইব, চিত্তলিও<

চিত্রলিতঃ/চিত্রিতঃ, রেখা এঁকে চিত্র-বিচিত্র করা। পধমে<প্রথমে দিঅহদ্ধে< দিবসার্ধে (দিনের প্রথম ভাগে)। (গৌ. বি.)

গাথা সপ্তশতীতে বিরহ দিবস গণনার আরও এক পদ উদ্ধৃত করা হল—

৬। "হথেসু অ পাত্রসু অ অঙ্গুলি গণনাই অইগআ দিঅহা
এন্‌হিং উণ কেন গণিজ্জউ ত্তি ভণিউ রুঅই মুদ্ধা ৪/৭

অনুবাদ : হাতের এবং পায়ের আঙ্গুল দিন গুণতে গুণতে শেষ হয়েছে, এখন আর কিভাবে দিন গুণবে এ কথা বলে মুগ্ধা কাঁদতে সুরু করেছে।

টীকা : হথেসু<হস্তের, পাএসু<পদের, গণিজ্জউ (গণনা করে) রুঅই <রোদতি, মুদ্ধা<মুগ্ধা।

৭। পুট্‌ঠিং পসসু কিসোঅরি পড়ো হরং কোল্লে পত্ত চিত্ত লিঅং
ছেআহিং দিঅরজা আহিং উজ্জুএ মা কলিজ্জিহিসি।

অনুবাদ : ওগো কৃশোদরি, তোমাব পিঠ মুছে ফেল, কারণ বাড়ীর পেছনদিকের আখ্‌রোট গাছের পাতা এখনো তোমার পিঠে লেগে আছে, নইলে ওগো সরলা, তোমার বৌদি সব বুঝে ফেলবে।

টীকা : পুট্‌ঠিং<পৃষ্ঠম (পৃষ্ঠদেশ) ঋ>উ ; অ=ই ; "ক্লীবলিঙ্গে"র পরিবর্তে "স্ত্রীলিঙ্গ", পুস্‌সু<প্রোঞ্ছ (মুছে ফেল, অনুজ্ঞা, মধ্যম পুরুষ, ১ বচন প্র+উঞ্ছ। কিসোঅরি<কৃশোদরি ('লোপ, শ>স, দ>অ)। পড়োহর< পৃষ্ঠগৃহ (পেছনেরঘর/বাগান)। অংকোল্ল<অংকোট=আখ্‌রোট গাছ। ছেআহিং (ছেকাভিঃ) ক>অ, ভ>হ, ঃ>ং। চতুরা। দেশি শব্দ। দিঅর (দ্বিবর) দ্বিতীয় বর=দেবর (দেওর) মা='না'। উজ্জকে<ঋজ্জকে। ঋ>উ, জ>জ্জ 'ক' লোপ সম্বোধনে। কলিজ্জিহিসি<কলিষ্যসে, √কলয়। (গৌ বি.)

৮। রন্ধণকম্মনিউণিএ মা জুরসু রত্তপাডল—সুঅন্ধং
মুহমারুঅং পিবন্তো ধুমাই সিহীন পজ্জলই।

অনুবাদ : ওগো রন্ধন-কর্মে নিপুণা তুমি রাগ ক'রোনা, লোধ্র ফুলের মতো সুগন্ধ তোমার মুখের বাতাস পান করে আগুন আর জ্বলছে না, কেবল ধোঁয়াই দিচ্ছে।

টীকা : জুরসু=রাগ ক'রো না, (অনুজ্ঞা মধ্যম পুরুষ) রন্ধন-কম্ম,<রন্ধন কর্ম ; ণিউণিএ<নিপুনিকে (সম্বোধনে) রত্তপাডল<রক্ত-পাটল (পারুল) সুগন্ধি রক্ত-পুষ্প। পিঅন্তো<পিবন্ত। ধুমাই<ধূমায়তে (ধোঁয়া দিচ্ছে) সিহী<শিখী (শিখা—অগ্নিশিখা) শ>স, খ>হ পজ্জলই<প্রজ্বলিত

('ধ'ফলা, ব-ফলা, 'ত'কারের লোপ) মুহ<মুখ; (খ>হ) মারুঅং< মারুতম্ (মুখের বাতাস)।

৯। দিট্‌ঠা চূআ—আগ্‌ঘাইআ সুরা দক্খিণাণিলো সহিও কজ্জাইং বিবঅ গরুআই মামি কল্লহো কস্‌স।

অনুবাদ: আমের মুকুল দেখা দিয়েছে, সুরার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, বসন্তের বাতাস বার বার ছুঁইয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মামী, তার কাজই হল বড়, তাই ভাব্‌ছি কে কার প্রিয়।

দিট্‌ঠা<দৃষ্টাঃ (দেখা দিয়েছে); চূআ<চূতাঃ) চ্যূতফল=আম এখানে মুকুল (মউল/বউল), আগ্‌ঘাইআ<আঘ্রাতিয়াঃ=আঘ্রাতঃ, দক্খিণা নিলো <দক্ষিণানিল দক্ষিণ+অনিল=দাক্ষিণানিল=দখিনা বাতাস কজ্জই>কার্যম্= কাজই হল গুরু (গুরুতর) কো=কে কার; বল্লহো<বল্লভঃ (অর্থাৎ কে কার প্রিয় বা প্রিয়তম) গরুআই (গুরুকানি)

১০। অজ্জ সত্র তেণ বিণা অনুহূ অসু আইং সংভরন্তীএ
অহিণবমেহানং রবো ণিসামিও বজ্‌ঝপডহো বব।

অনুবাদ: সে কাছে নেই, কিন্তু পূর্ব-সুখ-স্মৃতি, মেঘের গর্জনকে বধ্য ভূমির ঢাকের আওয়াজের বা শব্দের মতো যেন মনে হচ্ছে।

তুলনীয়:

গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি, আজু দুরাদিন ভেল। (রায় শেখর)

তুলনীয়:

উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত
ঘন-ঘন গর্জিত মেহ
দমকত বিদ্যুৎ পথতরু লুষ্ঠিত
থর থর কম্পিত দেহ। রবীন্দ্রনাথ।

অজ্জ<অদ্য ('য'-ফলা লোপ, দ>জ, দ্বিত্ব) অনুহূ অসুআই=পূর্ব্ব স্মৃতি স্মরণ করে। সংভরন্তীএ<সংস্মরন্ত্যা, বজ্‌ঝপডহো<বধ্যপটহঃ—'ধ'>জ্জ= (সমীভবন); ণিসামিত<নিশামিতঃ=শ্রুতঃ—শোনা যাচ্ছে।

১১। ণইউরসচ্ছহে জোব্বণম্মি অইপবসিএস্থ দিঅসেস্থ
অণিত্তাস্থ অ রাঈস্থ পুত্তি কিং দভ্‌ঢমাণেণ ১/৪৫

অনুবাদ : নদীর জলের উদ্বেলতার মতই নারীর যৌবন, দিন চলে যাচ্ছে চিরকালের মতো, রাতও কেটে যাচ্ছে কেউ আর ফিরে আসবেনা এই অবস্থায় অভিমান করে কি আর লাভ।

তুলনীয়— কাল বলি কালা গেল মধুপুর
সেকালের আর কত বাকী
যৌবন-সায়রে সরিতেছে ভাটা
তাহাতে কেমনে রাখি। —চণ্ডীদাস

টীকা : ণইউরসচ্ছহে<নদীস্রোত; জোব্বণম্মি<যৌবনে অই পবসিএস্থ= প্রবাহিত হচ্ছে; দিঅসেস্থ<দিবসেস্থ অনিত্তাস্থ<অনিত্যায়, রাঈ<রাত্রি দড্‌ঢমাণেণ<দণ্ডমানেন।

১২। বিরহাণলো সহিজ্জই আসাবন্ধেণ বল্লহজণসস
এক্কগ্‌গাম-পবাসো মাএ মরণং বিসেসেই।

অনুবাদ : প্রিয় মিলনের আশায় বিরহ-অনল সহ্য করা যায়, কিন্তু একই গ্রামে থেকে যদি মিলন না হয়, তবে মা, মরণ তার চেয়ে অনেক ভাল।

টীকা : বিরহাণলো<বিরহানল; সহিজ্জই—'সহ' ধাতুর বর্তমানে প্রথম পুরুষ ১ বচন (কর্মবাচ্যে)<সহ্যতে। মাএ<মাতঃ, বল্লহজনস্‌স<বল্লভজনস্য, এক্কগ্‌গাম<একো-গ্রামঃ, পবাসো<প্রবাসঃ, বিসেসই (বিশেষয়তি) শ, ষ=স; 'অয়' স্থানে 'এ', 'ত' লোপ।

প্রাকৃত-পৈঙ্গল

ভাষা : অর্ব্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ।

১। অরে রে বাহহি কাণ্‌হ ণাব ছোড়ি
ডগমগ কুগতি ণ দেহি
তই ইথি ণঈহি সন্তার দেই
যো চাহসি সো লেহি।

অনুবাদ : হে কৃষ্ণ, তুমি ছোট নৌকা বইছ, অস্থির হয়ে নৌকা বাইয়ে আমাদের বিপদে ফেল না। নদী পার করে দিয়ে তুমি যা চাও তাই নিও বা মেয়েদের এই নদী পার করে দিয়ে······

আরে রে—সম্বোধনে ; বাহহি (বাহবি=বেয়ে) কাণ্‌হ<কৃষ্ণ, ণাব< নৌকা, ডগমগ=অস্থিরভাবে (এলোমেলো করে), তই<ত্বয়া, তএ>তই ইথি নঈহি<অত্র নদ্যাম, ইথি<স্ত্রী আদি স্বরাগম দেই (দত্বা) দিয়া, কুগতি (কুগতিম্)। (গৌ. বি.)

২। জে গঞ্জিঅ গউলাহিবই রাই
উড্ডউ ওড্ড জস ভএ পলাই
গুরু বিক্কম জিণিঅ জুজ্‌ঝ
তা কণ্ণপরক্কম ইহ বুজ্‌ঝ।

অনুবাদ : যিনি গৌড় রাজাকে পরাজিত করেছেন, উদ্ধত ওড্ররাজ যাঁর ভয়ে পালিয়েছেন, মহাবিক্রমশালী বিক্রমকে যিনি যুদ্ধে জয় করেছেন—তা থেকে সেই কর্ণের পরাক্রম বুঝে নাও।

টীকা : গঞ্জিঅ<গঞ্জিতঃ, গউলাহিবই রাই<গৌড়াধিপ রাজন (রাজা) ; উড্ডউ<উদ্ধতঃ (গর্ব্বিত) ওড্ড<ওড্র (উড়িষ্যা) ; গুরুবিক্কম<গুরুবিক্রম জিনি=জয়লাভ করেছে ; জুজ্‌ঝ<যুদ্ধ, কণ্ণ<কর্ণ, পরক্কম<পরাক্রম। (গৌ. বি.)

৩। সো মঝু কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আওবে
চেলু দুলাওবে।

অনুবাদ : আমার প্রিয়তম দূরদেশে (প্রবাসে), প্রাবৃষ (বর্ষা) এসে পড়েছে, চিত্ত চঞ্চল হচ্ছে চেলু (আঁচল) দুলছে।

টীকা : পাউস<প্রাবৃষ (বর্ষাকাল), চেলু—জীর্ণবস্ত্র বা বস্ত্রাঞ্চল, দুলায়ে< দোলাপয়তি (আন্দোলিত হচ্ছে)। (গৌ. বি.)

৪। বালো কুমারো ছঅ মংডধারী
উবাঅহীণা মুঞি এক ণারী
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারি
গঈ ভবিত্তী কিল কা হমারী।

অনুবাদ : ছয়মণ্ডধারী আমার বালকপুত্র। আমি উপায়হীনা এক নারী। আমার ভিখারী স্বামী অহনিশ বিষপান করেন। আমার কি গতি হইবে?

টীকা : ছত্র (সঠ্‌) ; মুংড (মুণ্ড) ; উবাঅহীণা<উপায়হীন, (স্ত্রীলিঙ্গ 'া') মুঞি<ময়েন (আমি) এক্ক (এক/একা) ভবিত্তী<ভবিত্রী, অহংনিসং<অহর্নিশি বিসং (বিষ) ভিখারি (ভিক্ষাকারী<ভক্খাআরী (শিব) (গৌ. বি.)

৫। তরল-কমলদলসরি-জুঅ-ণঅণা
সরঅ-সমঅসসি-সুসরিস-বঅণা
সঅগলকবিবর-সঅলসগমণী
কমণ সুকিঅফল বিহি গড়ুরমণী।

অনুবাদ : চঞ্চল কমলদল মতো যাঁর আঁখি দুটি, শরৎ কালের চাঁদের মতো যাঁর মুখ, যাঁর গতি মন্থরগামিনী হস্তির চেয়ে অলস, সেই নারীকে বিধাতাপুরুষ কোন্ পুণ্য ফলে সৃষ্টি করেছেন।

টীকা : কমলদলসরিজ্জএ=কমলদন সদৃশ ; (সরি=সদৃশ) ণঅনা (নয়ন), সরঅ=শরৎকাল, সম=মতো সসি<শশী=চাঁদ। বঅণা=বয়ন (মুখ) করিবর=হস্তী ; অলসগমণী = মন্থরগামিনী, কমন=কি ধরণের, গড়ু=গড়িয়েছেন বা সৃষ্টি করেছেন, সুকিঅ<সুকৃত (পূর্ব্ব জন্মের কোনো সুকৃতির জন্য)। (গৌ. বি.)

৬। সের এক্ক জই পাবহি ঘিত্তা
মণ্ডা বীসা পকাইল ণিত্তা
টঙ্ক এক্কু জই সিন্ধব পাআ
সো হউ রঙ্ক সো ইহ রাআ।

অনুবাদ : যদি প্রতিদিন এক সের ঘি পাওয়া যেত তবে প্রতিদিন এককুড়ি মণ্ডা তৈরী করা যেত। যদি এক তঙ্ক পরিমাণ সৈন্ধব লবণ পাওয়া যেত তা হলে সে নিঃস্ব হলেও সে এখানে রাজা।

টীকা : ঘিত্তা<ঘৃত ; বীস<বিশ<বিংশ<বিংশতি। ণিত্তা<নিত্য ; টঙ্ক=প্রায় চার মাষা পরিমাণ ওজন, সিন্ধব<সৈন্ধবম্, রঙ্ক=দরিদ্র, নিঃস্ব (দেশী শব্দ), হউ<ভবতু হউক, অনুজ্ঞা।

৭। রাআ লুদ্ধ সমাজ খল
বহু কলহারিণি সেবক ধুত্তউ
জীবণ চাহসি সুকৃথ জউ
পরিহর ঘর জই বহুগুণ জুত্তউ।

অনুবাদ : রাজা লোভী, সমাজ খল, স্ত্রী কলহপরায়ণা এবং সেবক ধূর্ত্ত। জীবনে যদি সুখ চাও, তবে গৃহ বহু গুণযুক্ত হলেও পরিত্যাগ কর।

টীকা : রাআ<রাজা, কলহারিণি (কলহকারিণী)<কলহআরিণী ; বহু<বহু<বধূ ; জউ (যতঃ) যদিও। সুকৃথ<সৌখ্যম্, অনুনুনাসিক লো। ওঁ-উ।

৮। উচ্চ উঠাঅণ বিমল ঘরা
তরুণী ঘরিণী বিণঅপবা
বিত্তক পূরল মুদ্দহরা
বরিসা সমআ সুকৃথকরা।

অনুবাদ : উঁচু উঠান পরিচ্ছন্ন গৃহ, বিনম্রা তরুণী গৃহিণী, ধন-দৌলতে পূর্ণ কোষাগার—এগুলো থাকলে বর্ষাকাল সুখকর হয়।

টীকা : উঠাঅণ<উৎস্থানম (অঙ্গন/উঠান/আঙ্গিনা) ঘরা (ঘর)<গৃহম্; বহুবচনে 'া'। মুদ্দহর<মুদ্রাগৃহ। (ধনাগার/কোষাগার।) ঘরিণী (ঘরনী)< গৃহিণী; পুরল=পূর্ণ সুকৃথরা (সৌখ্যকরাঃ) প্রীতিজনক। সৌখ্যকরাঃ>সুকৃথ-করা। ঔ>উ, খ্য>কখ (সম্যভবন) বরিসা<বর্ষা=স্বরভক্তি।

সেকালের বাঙালির খাদ্যের একটি তালিকা প্রাকৃত পৈঙ্গলের এই কবিতায় পাচ্ছি—

ওগ্গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা।
গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুত্তা।
মোইণি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা
দিজ্জিই কন্তা খাই পুনবন্তা

অনুবাদ : ওগরা ভাত, রম্ভার পাত, গাওয়া ঘী, জুতসই দুধ, মোইণি (মৌরলা মাছ?) মাছ, নালিতা গাছ (পাট শাক)-কান্তা দেয় পুণ্যবান খায়।

টীকা : ওগ্গর=ওগরা (গরম); রম্ভা=কলা (কদলি) গাই<গাভী (গাওয়া ঘী); জুতসই=ভাল=মোইণি=মৌরলা (?) মাছ; নালিতা (পাট Jute leaf), কান্তা=প্রিয়া। (গ. বি.)

সংস্কৃত নাটক : শকুন্তলা
(পদ্য) মহারাষ্ট্রীপ্রাকৃত

১। খণ চুম্বিআই ভমরেহি উঅহ সুউমার-কেসর-সিহাই
ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীসকুসুমাই।
সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার পৃঃ ১৪০/২ নান্দ্যন্তে গায়তি।

অনুবাদ : ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমরের ছুঁয়ে (চুমু দেওয়া) যাওয়া সুকোমল শিরীষ-ফুলের কেশরের শিখাগুলোকে মেয়েরা অতি সাবধানে (আলতোভাবে) কানের অলংকার করে নিচ্ছে।

টীকা : খণ<ক্ষণ , চুম্বিআই<চুম্বিতানি ভমরেই<ভ্রমরৈঃ সউমার< সুকুমার, কেসর<কেশরঃ , সিহাইং<সিখাইং<শিখানি , অদঅংসঅন্তি< অবতংসয়ন্তি, সদঅং<সদয়ম (দয়মানাঃ) সিরীস<শিরীষ , কুসুমাঈ<কুসুমানি। পমদাও<প্রমদাঃ ।

২ । তুজ্জ ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা বি রত্তিম্পি
নিগ ঘিণ তবই বলিঅং তুহ বুত্তমণোরহাইং অঙ্গাইং
(সঃ সাহিত্য সম্ভার (তৃতীয় অঙ্ক/.৪/বাচয়তি পৃ—১৬১

অনুবাদ : হে নির্দয়, তোমার হৃদয় জানিনা। তবুও তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করার জন্য আমার সমস্ত দেহকে অনঙ্গ দেব সন্তাপিত করছে।

টীকা : তুজ্জ ঝং<তব , ণ>ন আণে<জানে , হিঅঅং<হৃদয়ং , উণ<পুন, মঅণো<মদন/অনঙ্গ, রাত্তীয়<রাত্রাবপি , দিবা<দিবাপি , ণিগ ঘিণ <নিঘৃণ , তবই<তাপতি বলিঅং তুহ বলীয়স্ত্বমি , বুত্ত<বৃত্ত, মনোরহাঈ< মনোরথানি। অঙ্গাইং<অঙ্গানি ।

৩। "উগ্গলিঅদব্ভকবলা মিআ—পবিচ্চত্তণচ্চণা মোরা—
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অসসু বিঅ লদাও (স. সা স./ পৃ ১৭১ (২)
৪/অঙ্ক/১২ গীত

অনুবাদ : হরিণীর মুখ থেকে কুশের গ্রাস খসে পড়ছে , ময়ূরী নাচ ছেড়ে দিয়েছে, ঝরে পড়া পাণ্ডুর পাতার লতারা যেন চোখের জল ফেলছে ।

"মৃগের গলি' পড়ে মুখের তৃণ
ময়ূর নাচে না আর
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে
যেন সে আঁখিজলধার"
(রবীন্দ্রনাথ/প্রাচীন সাহিত্য/শকুন্তলা
পৃ ৫১৭/রর/৫মখঃ/বি ভা সং)

টীকা : উগ্গলিঅদব্ভকবলা<উদ্গলিতদর্ভকবলা , মিআ<মৃগাঃ পবিচ্চত্তণচ্চণা<পরিত্যক্তনর্তনা মোরা<ময়ূরাঃ , (ওসরিঅপণ্ডুপত্তা<অপসৃত-পাণ্ডুপত্রা , মুঅন্তি<মুঞ্চন্তি , অসসু বিঅ লদাও<শ্রুণীব লতাঃ ।

৪ । অহিণবমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চুঅমঞ্জরিং
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো মহুঅর বিস্মরিদোসি ণং কহং ।
পৃঃ ১৭৫/ সঃ সা. স/১নং

অনুবাদ : অভিনব-মধুলোভে লুব্ধ হে ভ্রমর, তুমি আম্র মঞ্জরীকে চুম্বন দিয়ে যাবার পর পদ্মে নিবাস মাত্রই তৃপ্ত হয়ে আমের মঞ্জরীকে ভুল্‌লে কি করে ?

পঞ্চম অংক/আকাশে গীয়তে/১নং

অহিণবমহুলোলুবো<অভিনব মধুলোলুপস্তং, তহ<তথা ; পরিচুম্বিঅ<পরিচুম্ব্য চূঅমঞ্জ্‌রিং<চূতমঞ্জ্‌রীম্ ; কমলবমইমেত্তণিব্বুদো<কমলবসতি মাত্র-নির্বৃত্তো, মহুঅর<মধুকর বিসরোসিণং কহং<বিস্মৃতোহস্যেনাং কথম্ ।

৫ । "অরিহসি চূঅস্কুর দিণ্ণো কামস্‌স গহিঅ-চারস্‌স
স চচবিঅ-জুঅই-লক্‌খো পঞ্চন্তুহিও সরো হোউং" ষষ্ঠ অঙ্ক/৩

অনুবাদ : হে আম্রমুকুল তোমাকে অনঙ্গদেবের (মদন) কাছে অর্পণ করা হল। তুমি সন্তপ্ত যুবতীদের লক্ষ্য করে পঞ্চশরের অতিরিক্ত আরও একটি শর রূপে গণ্য হও।

টীকা : মে চুঅঙ্কর<হে চূতঙ্কর ; দিণ্ণ<দত্তাঃ (প্রদত্ত) কমস্‌স<কামায় ; গহিঅ<গৃহীত ; চারস্‌স<ধনূষে (ধনুঃ) ; জুঅই<যুবতি, লক্‌খ<লক্ষ্য ; পঞ্চন্তুহিও<পঞ্চাধিকাস্ত সরো<শরয়ু ; হোউং<ভবতুম্

৬ । পুডইণি বত্তান্তরিঅং বাহবিণ নাণুবাহরেই পিঅং
মহ-উববুঢ-মুণালো তই দিট্‌ঠং দেই চক্কাও

অনুবাদ : পদ্মের পাতার আড়ালে থাকা প্রিয়কে ডেকেও চক্রবাকী উত্তর পাচ্ছেনা, কারণ চক্রবাক মুখে একটুকু মৃণাল মুখে পুরে দিয়ে চেয়ে আছে।

(চতুর্থ অঙ্ক/জলাশয়ে ধারে)

টীকা : পুডইনি—পটকিনী=পদ্ম। বত্তাস্তরিঅং<পত্রান্তরিতং, বাহরিও<ব্যাহরিতঃ (বি+আ+হৃ+কর্মণি ক্ত) ণাণুবাহরেই<ন অনব্যাহরয়তি। মুহ<মুখ ; উব্বঢ়<উদব্যূঢ় (উৎ+বি+বহ+ক্ত) মুণালো<মৃণালঃ ; তই<তস্মিন্ অর্থে, দেই<দদাতি চক্কাও<চক্রবাকঃ।

৭ । আঅম্ব-হরিঅ-বেণ্টং উস্‌সিঅং বিঅ বসন্তমালস্‌
দিঠ্‌ঠং চূঅংকুরঅং ছণমংগলঅং ণিঅচ্ছমি

অনুবাদ : তামাটে সবুজ রঙের বোঁটাযুক্ত বসন্তকালের প্রাণস্বরূপ আমের মুকুল দেখা যাচ্ছে মঙ্গল মুহূর্তকে আমি দেখতে প্যাচ্ছি।

টীকা : আঅম্ব<আতাম্র, হরিঅ<হরিত, বেণ্টং<বৃন্তং উস্‌সিঅং<উৎ+শ্বসিতং। (প্রাণবায়ু স্বরূপ), বিঅ<ইব। ছনমংগলঅং<ক্ষনমঙ্গলকং ণি অচ্ছামি<নি+অক্ষাসি। (ক. বি.)

বজ্জালগ

(খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতকে রচিত এবং সংকলিত গ্রন্থ। গ্রন্থকার—"জয়বল্লহং" (জয়বল্লভ)। এই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—গ্রন্থে গাথাগুলো বিষয়ানুযায়ী বিভিন্ন "বজ্জায়" (ব্রজ্যা) সাজানো হয়েছে।)

২। বিবিহকই বিরসয়াণ্যং গাহাণং বরকুলানি ঘেত্তূণং
রইয়া বজ্জালগ্গ্যং বিহিণা যবল্লহ নাম" (জৈন কবি—জয়বল্লভ)

অনুবাদ : বিবিধ কবি বিরোচিত গাথার উত্তম বা শ্রেষ্ঠ পদগুলো সংগ্রহ করে জয়বল্লভের দ্বারা বিধিসংগতভাবে (systematically) "বজ্জালগ" সংকলিত হল।

টীকা : বিবিহ<বিবিধ ; কই<কবি ; বিরসয়াণ্যং<বিরোচিতনাং, গাহাণং<গাথা, ঘেত্তূণং<গৃহীত্বয়া √গ্রহ (গ্রহণ করে)+বৈদিক 'ত্বাণ'> ত্তুণ। √গ্রহ ধাতুতে 'হ' এর প্রভাবে প্রাকৃতে গ>ঘ-তে পরিণত হয়েছে। তুঃ : চর্যাপদ : "কাহেরে **ঘেণি** মেলি" (৫নং)।

৫। মুত্তাহলং ব করবা সহাববিমল স্থবণ্ণমত্তিয়া
সোয়ার কণ্ণকুহরাংমি পয়ত্তিয়া পায়জ হোই।

অনুবাদ : মুক্তাফল সদৃশ্য স্বভাবসুন্দর স্বর্ণগঠিত স্বর্ণনিভ (সোনারমতো উজ্জ্বল) শ্রোতারকর্ণ-কুহরে প্রকটিত ও প্রতিভাত হয়।

টীকা : মুত্তাহলংসদৃশ্য<মুত্তাফলযদৃশ্য ; সহাববিমলং<স্বভাব বিমলম্ (স্বভাব সুন্দর) সুবণ্ণমত্তিয়া<স্বুবর্ণ-গঠিত, সোয়ার<শ্রোতা-বহুবচন শ্রোতার (সোআর - সোয়ার), কণ্ণকহবাংমি<কর্ণ কুহর, পয়ত্তিয়া<প্রকটিত ও প্রতিভাত হোই<ভবতি (√ভু+লোট 'তি')

৬। এয়ং চিয় নবমি ফুউং গাহাণ মহিলিয়াণং চ
অনরসি এহি ন লবভই দবিণং স্ববিহীনগুণ্ণেহিং।

অনুবাদ : গাথা ও রমণী বস্তুতঃ সম্যকরূপে (রসিকের) হৃদয়ে প্রস্ফুট হয়। পুণ্যবিহীন বা পুণ্যরহিত ও অরসিকের দ্বারা তাই ঈষৎ পরিমাণ অলভ্য।

এয়ং (এতদ); চিয়<চিত্ত, ফুউং<স্ফুট>স্ফুঅ>ফু (অ—ফুউ)। গাহাণ=গাথ, মহিলিয়াং (মহিলা) (রমণী), অনরসি=ন-রসিক, লবভই< লভ্যতে (√লভ+কর্মবাচ্য য+তে), দবিণংব বিহীন=পুণ্যবিহীন (পুণ্যরহিত)।

৭। দেসিয়সদ্দ পলোটটং মহুরকৃথ রহুংদসংঠিয়া ললিয়ং
ফুভবিয়দপায়থং পাইয়কবব্যঃ পাঢেয়ব্বং ॥

অনুবাদ: দেশি শব্দে আকীর্ণ (শব্দবহুল) মধুর অক্ষর (শব্দ) সংস্থিত ললিত (সুললিত) স্ফুট (স্পষ্ট Lucid) প্রতিভাত (অর্থসংবদ্ধ) প্রকৃতি কাব্য পঠিতব্য।

টীকা: পলোটটিং=(দেশিশব্দ)=আকীর্ণ, প্রাধান্যযুক্ত (প্রযুক্ত) পঢেয়ব্বং <পঠিতব্যম্।

১০। "সুয়ণো সুদ্ধ সহাবো মইলিজ্জংতো বি দুজ্জণ জণেণ
ছারেণ দপ্পণো বিস অহিয়য়রং নিম্মল হোই।"

অনুবাদ: শুদ্ধ স্বভাব সুজনকে (অর্থাৎ সজ্জনের চিত্তকে) দুর্জন বিষাক্ত বা মলিন করে তুলতে চাইলেও ক্ষার দিয়ে দর্পণের (পরিষ্কার করা) মতো তা (সজ্জন চিত্ত) অধিকতর উজ্জ্বল বা নির্মল হয়।

টীকা: সুয়োণো<সুজনঃ; সুদ্ধ<শুদ্ধ; সহাবো<স্বভাবঃ মইলিজ্জংত= মলিন বিশেষণ শব্দকে ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করা হয়েছে—being made in clean having been made impure (সজ্জনের মনকে যদি কেউ দূষিত করে তুলতে চায়; বা বিষাক্ত করতে চায়—এধরণের একটি তাৎপর্য রয়েছে—এই বাক্যটিতে। ছারেণ<ক্ষারেণ, দর্পণেন, অহিয়য়রং<অধিকতরং)।

গির্নার লিপি

দক্ষিণ-পশ্চিমার নিদর্শন: নবম অনুশাসন:

"দেবানং পিয়ো পিয়োদসি রাজা এবং আহ অস্তি জনা উচাবং মংগলং করোতে আবাধেসু বা আবাহবিবাহেসু বা পুত্রলাভেসু বা প্রবাসম্হি বা। এতম্হি অঞম্হি চ জনো উচাবচং মংগলং করোতে। এত তু মহিডায়ো বহুকং চ বহুবিধং চ ছুদং চ নিরথং চ মংগলং করোতে। ত কতবামেব তু মংগলং। অপফলং তু খো এতারিসং মংগলং। অয়ং তু মহাফলে মংগলেয ধমমংগলে।

অনুবাদ: দেবতাদের প্রিয়, প্রিয়দর্শী রাজা বলছেন—লোকে নানাবিধ মঙ্গলানুষ্ঠান করে থাকেন—আপদে, পুত্রবিবাহে, কন্যা বিবাহে, সন্তান-লাভে, প্রবাসগমনে। এ ছাড়াও মানুষ অন্য সময়েও নানা ধর্মানুষ্ঠান করে থাকেন। আবার এইভাবে মহিলারাও অনেক সময়ে ছোটখাটো নিরর্থক মঙ্গলানুষ্ঠান করেন। সুতরাং মঙ্গলানুষ্ঠান করতেই হয়। তবে এ ধরণের মংগল অনুষ্ঠান-গুলো অল্পফলপ্রদ। কিন্তু ধর্মমঙ্গল-অনুষ্ঠানই হচ্ছে মহাফলপ্রদ মঙ্গল-অনুষ্ঠান।

টীকা: পিয়ো<প্রিয় ; পিয়োদসি<প্রিয়দর্শী আহ=কথয়তি=বলছেন ; উচাবচং=নানাবিধ ; আবাধেসু<আপদেষু=আপৎকালে (আপদে) ; প্রবাসম্হি =প্রবাস গমনে ; এতম্হি=এই ধরণের, অঞ্ম হি চ=অন্য কারণে ; মহিডায়ো=মঙ্গলেরজন্য অপফল=অল্পফল।

(প্রথমাংশ)

প্রাচ্যামধ্যার প্রাচীনতম নিদর্শন

(দিল্লী-তোপ্‌রার স্তম্ভলিপি : সপ্তম অনুশাসন)

"দেবানাং পিয়ো পিয়োদসি লাজা হেবং আহা মগেসু পি মে নিগোহানি লোপাপিতানি ছায়োপগানি হোসংতি পসুমুনিসানং অংবাবডিক্যা লোপাপিতা অঢকোসিক্যানিপি মে উদু পানানি খানাপিতানি নিংসিধিয়া চ কালাপিতা আপানানি মে বহুকানি তত তত কালাপিতানি পটীভোগায়ে পসুমুনিসানাং।"

অনুবাদ: দেবতাদের প্রিয়ো প্রিয়োদর্শী রাজা এ কথা বলছেন—পশুব ও মানুষের ছায়াপ্রদ হবে বলে আমি পথে ন্যগ্রোধ রোপণ করেছি, আমবাড়ী বসিয়েছি আধাক্রোশ অন্তরে আমি ইঁদারা কাটিয়েছি, সিঁড়ি বেঁধে দিয়েছি, যেখানে সেখানে আমি জলছত্র বসিয়েছি পশু ও মানুষের প্রয়োজনেব জন্য।

টীকা: দেবানাং<দেবতানাং ; পিয়<প্রিয়, পিয়োদসি<প্রিয়দর্শী ; লাজা<রাজা (রাজন) পসু<পশু ; মুনিসানাং<মানুষীনাং=মানুষেবজন্য। ছায়োপগানি<ছায়াপ্রদ ; হোসংতি<√ভূ+তি=ভবতি=হবে। অংবাবডিক্যা=আমবাড়ী, অঢকোসিক<অর্ধক্রোশ উদুপানানি=উদক (জল) পানার্থে (জন্য)।

গির্নার লিপির চতুর্থ অনুশাসন

"অতিকাতমং অংতরমং বহূনী বাসসতানী বঢিতো এব প্রাণারমংভো বিহিংসা চ ভূতানং ঞাতিসু অসংপ্রতিপতি ব্রাহ্মণঅস্রমণানাং অসংপ্রতিপতি ত অজ দেবানং প্রিয়স্য প্রিয়দসিনো রাঞো ধংমাচরণেন ভেরিঘোসো অহো ধংমঘোসো বিমানদসণা চ হস্তিদশণা চ অগিখংধানী চ অঞানী চ দিব্যানী রূপানী দসয়িত্পা জনং। যারিসে বহূহি বাসসতেহি ন ভূতপুবে তারিসে অজ বঢিতে দেবানাং প্রিয়সস প্রিয়দসিনো রাঞো ধংমানুসস্তিয়া অনারংভো প্রাণানাং অবিহিসা ভূতানং ঞাতিনং সংপটিপতি ব্রাহ্মণসমণানাং সংপটিপতি

মাতরি পিতরি সশ্রুসা থৈরসুস্রুসা, এস অঞনে চ বহুবিধে ধংমচরণে বঢ়িতে বঢ়িয়সতি চেব দেবানাং প্রিয়ো প্রিয়দসি রাজা ধংমাচরণাং ইদম পুত্রা চ পোত্রা চ প্রপোত্রা চ দেবানাং প্রিয়সঅ প্রিয়দসিনো রোঞঞা বধয়িসংতি ইদং ধংমানু-চরণাং আবঅ সংবটকপা—ধমংনবম্হি সীলম্হি তিষ্টংতো ধংমঅম্ অনু-সাসিসংন্তি।

অনুবাদ: অতঃপর আজ (সম্প্রতি) দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্মাচরণের দ্বারা ভেরী ঘোষণা—ধর্ম ঘোষণা করা হলো—বিমান দর্শন, হস্তীদর্শন, আতস-বাজী (অগ্নিস্পন্দ) ও অন্যান্য দিব্য বা অলৌকিক রূপ (sights) দেখিয়ে যে বহুশত বর্ষ ছিল—এবার বা আজ দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্মানুশাসন দিয়ে প্রাণীদে র মধ্যে জ্ঞাতিদের মধ্যে সম্পত্তি ব্রাহ্মণ-শ্রমণদের মধ্যে সম্পত্তি মাতা-পিতার সেবা স্থবিরদের সেবা (বর্দ্ধিত করা হলো) এগুলো ধর্মাচরণের অঙ্গিভূত বলে প্রচারিত হলো। এ ধরণের অন্যান্য বহুবিধ ধর্মাচরণ বর্দ্ধিত করা হলো এবং এবার ধর্মাচরণ প্রিয়দর্শী রাজা আরো বাড়িয়ে দিলেন। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রগণ সংবর্তকাল পর্যন্ত এরূপ ধর্মাচরণের শ্রীবৃদ্ধি করাবেন। ধর্ম ও শীলে স্থিত হয়ে তাঁরা ধর্ম পালন (ধর্ম-অনুশাসন) করবেন।

টীকা: অজ<অদ্য, অহু=অভবৎ, ভ<হ, অন্ত্য অক্ষর লোপ।

সরিস<সাদৃশ্য; তারিস<তাদৃশ্য; পিয়<প্রিয়; প্রিয়দসিনো<প্রিয়দর্শী; ভেরী=ভেরী (দামামা), ঘোসো=ঘোষিত, ঘোষণা, ধংমং<ধর্মং, রঞোঞো< রাজ্ঞ (রাজা) স্রমণামাং<শ্রমননামাং।

বঢ়য়িসতি √বৃধ+লৃট=বর্দ্ধয়িষ্যতি। নিজন্ত ভবিষ্যৎ; পোত্রা<পুত্রা (পুত্র), প্রপোত্রা<প্র-পৌত্র, তিস্টং<তিষ্ট আব<যাবৎ, সংবট<সংবর্ত, সংবটকপা—কপা<কপ্প<কল্প। ধংসম্হি মহি<স্মিন্; শীলামহি—৭মী একবচন। তিস্টংতো <√স্থা+শতৃ ১মা বহুবচন<তিষ্টন্তঃ "এসঅ হি সেস্টে কংমে য ধংমানুসাসঅনাস্ ধমংমাচরণে পি ন ভবতি অসীলস্য। ত ইমথমহি অথম্হি বধি চ অহীনী চ সাধু। এতায় অথায় ইদং লেখাপিতম্ ইমসা অযস বাধি যুযংতু চ মা লোচেতব্যঙ্গ। দ্বাদসবাসাভিসিতেন দেবানং প্রিয়েন প্রিয়দসিনো রোঞঞ ইদম্ লেখাপিতম্।

(গির্নার লিপির শেষাংশ)

অনুবাদ: এই ধর্মানুশাসন এক মহৎ কর্ম ও শীলের ধর্মানুশাসন হয় না। অতঃপর এ বিষয়ে বৃদ্ধি সে জন্য, কারুর অনিষ্ট আলোচনা করা উচিত নয়।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বর্ষে এই ধর্মলিপি লেখানো হ'ল। রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বর্ষে দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শিনী রাজা এই ধর্মলিপি লেখেন।

এস্স<অস্য (এই), অহীনী<অহানি (স্বর ধ্বনিজাত সমীকরণ, হীনী< হানি, দ্বাদস<দ্বাদশ ; বাস<বর্ষ ব্যাপী ইদম্=এই ; লেখাপিতম=লেখা হ'ল। অসীলস্য<অ-শীলস্য ; অভিসিতেন=অভিষেক করা হল।

(গৌ. বি.)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ হবে
ভূমিকা ১	পরুসা········· ···অমিমাকং	পাউঅবেন্ধে	পাউঅবন্ধো
,,	২য় পংক্তি	পুরিস মহিলা ·	পুবিসমহিলাণা
,,	,,	জেত্তি অমিহস্তরং	একশব্দ হবে
২	মুহ মারুঅং	মুহ মারুঅ	মুহমারুঅং
গ্রন্থ ২	৩	অপর্বেদ	অথর্ববেদ
৩	১	শতা	শতাব্দ
৩	২৩	নর	নয়
৪	১	কথা	কণ্যা
৫	৩	নরাসঃ	নরা
৫	৩	তৃতীয়র একবচনেনরা	বাদ পড়বে
৫	১৬	চক্রিয়া	চক্রিয়াঃ
৫	১৮	দেক্ষস্ক	দ্রক্ষ্যন্তু
৫	২১	ল্যাপ	ল্যাপ
১১	৭	ণিজস্ব	নাম
১১	১৫	ভাবটি······	ভাবটি লেট, লোপ
১৭	১	মিলত	মিশ্রণে
২০	৮	গাঁত	গাঁয়ে
২০	৮	অজশ্র···এর পড়ে	ভাষা
২০	২৩	অনুকামি	অনুজানামি
২৪	১৬	রক্তে আধার	রক্তের আধার
২৫	৭	বা তেন	বাতেন
২৫	১৫	নভ	নভে
২৬	৬	নাগাসেন	নাগসেন
২৬	১৭	ফেবন্সে	ফেবল্সে
২৭	৪	সোবণ্ণময়ং	সোবণ্ণময়ং মণীময়ং
২৭	৭	আনয়িন্সামি	আনয়িসামি
২৭	১১	সমা	সমা
২৯	১৯	অষ্ট	অট্ঠা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ হবে
৩১	১৪	ণইউস	ণইউবসচ্ছহে
৩১	১৫	আণত্তাসু অ বাঈয	আণত্তাসুঅবাঈয়ু
৩২	৮	অজ্জং	অজ্জ (সমস্তগুলো)
৩২	১৮	ছিল	ছীন
৩৪	৫ (৮ নং)	হ	হয়
৩৫	২	অজু	ঋজু
৩৬	২০	নিজ্জং	নিযং
৩৭	১	গবযঃ	গবয়ঃ
৩৭	৭	হসেভা	হস্তো
৩৭	১৫	আনা	অ এ এং
৩৭	১৭	জ্যোৎস্না > জোণ্হা	জ্যোৎস্না > জোণ্হা (বাদ গেছে)
৩৮	২৪	পবালিঅা	পবালিকা
৩৯	২	কট	কটো
৩৯	২৫	শ্লাঘা	শ্লাঘাঃ
৪১	৭	কাতু	কাতুং
৪১	৮	(ভক্তা)	(ভঞ্জা)
৪৬	১১	প্রাকৃতং বিদু	প্রাকৃতং বিদুঃ
৪৬	শেষ লাইন	জীঅই (গাথা…)	জীঅই। (গাথা সপ্তশতী ২/২৪)
৪৭	১৭ (৩নং)	য > দ অ	য > ই অ
৪৭	২৬ (১০ নং)	হসিসিসসদি	হসিসিস্দি
৪৮	১২ নং (২য় পংক্তি)	যিণাত্থে	যিণাদো যিণাহু
৪৮	৮	কুত্তং ণাম	জুত্তংনাম
৪৮	৯	সগাকুত্তা	সহাবুত্তানহিঅঅং
৪৯	২৬	বীবরঃ এক শিং	ধীবরঃ একশিশং
৪৯	২৫	খণ্ডশে	খণ্ডশো
৪৯	২৬	ভাব	জাব
৫০	১৪ (১ নং)	(দাকণ)	(দাকন)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ হবে
৫২	১৮	অর্বাচীনঃ রাত্রা	রা আ
৫৮	১২ (১)	সুত্তেসু	সুত্তেসু
৫৮	১৮	পমত্তেসু<পসত্তেসু	পমত্তেষু<প্রমত্তেষু
৫৯	শেষ পংক্তি	সুস্তেষু	সুপ্তেষু (সুপ্তেসু)
৬০	৮নং (১৪ পংক্তি)	মচ্ছনো	মচ্ছ্ নো
৬০	১৭	মনে কাউকো	মনে করে কাউকো
৬০	২০	মচ্ছনো<মৃত্যোঃ	মচ্ছ্ নো<মৃত্যোঃ
	২ পংক্তি	কহেহি	কধেহি
৬৩	১০	জানঅ	জাণুঅ
৬৩	১০	সংঠিদ	সংঠিদং
৬৩	১১	রিমরিসিদ বেবা	বিমারিদিবো
৬৩	১২	সংজার	মংজার
৬৪	৬ নং ৭ পংক্তি	পমাদী কিদো	পসাদী কিদো
৬৪	৯ পংক্তি	অনগ্ গহিছে ম্মি	অনুগ্ গহিদে ম্মি
৭০	৪	এআশং	এআণং
৭১	১১ পংক্তি	জীতাই	জীঅই
৭১	২৮ (শম হইতে হা) (গণয়ন্তগ)		(গণয়ন্ত্যা)
৭২	৭ নং	পসগু	পুসমু
৭২	,,	পড়ো হরং কোল্লে	পড়হরকোল্ল
৭২	,,	পত্ত চিত্ত নিঅং	পত্ত-চিত্তলিঅং
৭২	২০	খাজ্জুকে	ঋজুকে
৭৩	৯ নং পদ	কবল্লহো	বল্লোহো
৭৩	১০ নং পদ	সত্র	মত্র
৭৩	,,	অমুহু অসু আই	অণুহুঅসুআইং
৭৫	২নং ৩ পং	জুজ্জ	জুজ্ঝ
৭৫	২৯	ছত্র	ছঅ (সঠ্)